চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৫ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■23 June 2019 ■আগরতলা, ২৩ জুন, ২০১৯ ইং ■৭ আষাঢ়, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ
সবচেয়ে মজবুত
সবচেয়ে সস্তা
আপনার হাতে, আপনার সাথে
CITIZEN
ছাতা • ব্যাগ • লাগেজ
Wholesalers may contact CITIZEN UMBRELLA MANUFACTURER LTD.
Head Office : 147, Mahatma Gandhi Road, Kolkata-700 007, Ph. No. +91 033-2268-1396, +91 033-2271-2152,
Fax : +91 033-2271-2151, Website : www.citizenumbrella.com, E-mail : citizenkolkata@gmail.com

প্রশাসনিক ব্যর্থতার নগ্ন নজীর

অস্ত্র আইনে ধৃত দুই আসামী সাব্রুম জেল থেকে ফের পালাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২২ জুন ।। প্রশাসনিক ব্যর্থতার নগ্ন নজীর স্থাপন হয়েছে রাজ্যে। পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে পুরো ফিল্মি কায়দায় জেলের পাচিল টপকে এক কয়েদী নিজেও পালিয়েছে। সাথে আরেক কয়েদীকেও নিয়ে গিয়েছে। দুইজনই অস্ত্র তৈরির পান্ডা। এই ঘটনায় রাজ্য পুলিশকে আবারও কলঙ্কিত করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, দক্ষিণ জেলার সাব্রুম মহকুমায় জেলের পাচিল টপকে পালিয়েছে ছোট শাকবাড়ীর বাসিন্দা স্বর্ণ কুমার ত্রিপুরা এবং বাংলাদেশের সোনাইছড়ির বান্দরবন এলাকার বাসিন্দা জুয়েল ত্রিপুরা। শনিবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটেছে। পুলিশের কথায়, পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে স্বর্ণ কুমার ত্রিপুরা তার সাথি জুয়েল ত্রিপুরাকে সঙ্গে নিয়ে জেলের পাচিল টপকে পালিয়েছে।

এ-বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জেলের রক্ষী জানিয়েছেন, পুরো ফিল্মি কায়দায় পাচিল টপকে পালিয়েছে দুই কয়েদী। তিনি বলেন, জেলে কড়া নিরাপত্তা সত্বেও সকলের চোখে ধুলো দিয়ে তারা পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর কথায়, কয়েদীদের জন্য ব্যবহৃত কম্বল ছিড়ে তা দড়ির মতো পাঁকানো হয়েছিল। ওই দড়ি জেলের একটি বালতির তোড়া খুলে তা দিয়ে হুক বানিয়ে জেলের উচু পাচিলের উপর বিদ্যুৎ পরিবাহী তারে সেই হুক আটকে সম্পূর্ণ সিনেমার কায়দায় পালিয়ে গেল দুই কয়েদী।

প্রসঙ্গত, গত ১ জুন শাকবাড়ি এলাকায় অস্ত্র তৈরির কারখানায় হানা দিয়ে পুলিশ পিস্তল, কার্তুজ এবং বিভিন্ন আপত্তিকর জিনিষ সহ তাদের গ্রেপ্তার করেছিল। স্বর্ণ কুমার ত্রিপুরা ও জুয়েল ত্রিপুরার সাথে আরো একজন অস্ত্র তৈরির ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছিল। তার নাম বাহাদুর ত্রিপুরা। আজ অবশ্য, তাদের সাথে বাহাদুর ত্রিপুরা জেল থেকে পালাতে পারেনি।

জেল থেকেপালানো দুই কয়েদি স্বর্ণ কুমার ত্রিপুরা ও জুয়েল ত্রিপুরা।

পুলিশ জানিয়েছে, স্বর্ণকুমার ত্রিপুরার এক পুলিশ কর্মী খুনের সাথে যুক্ত থাকার ঘটনায় ২০১৪ সালে ধরা পড়েছিল এবং বিচারে তার জেল হয়েছিল। কিন্তু, ২০১৬ সালে স্বর্ণকুমার ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। ওই সময়ও তার সাথে এক জন আসামী ছিল। প্রায় আড়াই বছর পর ঘটনাচক্রে শাকবাড়িতে অস্ত্র তৈরির কারখানায় তাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। কিন্তু, ফের হাত ফসকে বেরিয়ে গেল স্বর্ণকুমার ত্রিপুরা। এই ঘটনায় জেলের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কঠোর নিরাপত্তা বেষ্টনির মধ্যে দিয়ে কয়েদী কিভাবে পালিয়ে গেল তা নিয়ে সমালোচনা শুরু হয়েছে। জেল পুলিশরা আদৌ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন কিনা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

প্রসঙ্গত, রাজ্য পুলিশের ব্যর্থতার বহু নজীর রয়েছে। পুলিশের হাত ফঁসকে বিভিন্ন সময়ে কয়েদিদের পালানোর ঘটনা রাজ্যের পুলিশী ব্যবস্থাকে কলঙ্কিত করেছে বারে বারে। তদন্তে গাফিলতি এবং দুর্বল চার্জশিট তৈরির হাজারো অভিযোগ রয়েছে পুলিশের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, রাজ্যে সাজার হার সারা দেশের তুলনায় সর্বনিম্ন হওয়ার ক্ষেত্রে ঢিলেঢালা পুলিশী ব্যবস্থা সর্বাঙ্গে দায়ি। সাব্রুমের ঘটনায় আবারও প্রমাণিত হয়েছে পুলিশ কতটা অসর্তক হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। কারণ, সাব্রুম জেল থেকে কয়েদিদের পালানোর ঘটনা দীর্ঘ সময়ের পরিকল্পনার ফল তা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। জেলরক্ষীর বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়েছে কয়েকদিন ধরেই জেলের ভেতরে কয়েদিরা পরিকল্পনা করছিল। অথচ, জেল পুলিশ ঘুনাক্ষরেও তা টের পাননি, তা অত্যন্ত লজ্জাজনক বিষয়। জেলের উচু দুর্গ ভেদ করে কয়েদিরা প্রমাণ করে দিয়েছেন, জেল পুলিশকে ফাঁকি দেওয়া কঠিন কাজ নয়। সমালোচকদের মতে, পূর্বে পালানোর অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কয়েদি স্বর্ণ ত্রিপুরার দিকে নজরদারিতে জেল পুলিশের গাফিলতির ঘটনায় কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা উচিত। কারণ, জননিরাপত্তায় নিয়োজিত রক্ষকদের এ ধরনের খামখেয়ালিপনা মাশুল গুনতে হবে সাধারণ নাগরিকদের। সমালোচকরা মনে করেন, এই অপরাধ ক্ষমার অযোগ্য। ফলে, স্বরাষ্ট্রদপ্তর এ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেবে বলেই ধারনা করা হচ্ছে।

দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষণ ছাড়া অতিরিক্ত ২৫টি এমবিবিএস আসনের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্র : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন ।। দরিদ্র কল্যাণে কেন্দ্রীয় সরকার কতটা আন্তরিক তার উদাহরণ তুলে ধরেছেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষণ ছাড়া অতিরিক্ত ২৫টি এমবিবিএস আসনের অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে এই সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় শান্তিরবারস্থিত জেলা হাসপাতালের ট্রমা কেয়ার ফেসিলিটি সেন্টারের ভিত্তি প্রস্থর স্থাপন করে এ-কথা বলেন তিনি।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের সব এলাকায় জনগণ যাতে স্বাস্থ্য পরিষেবার সমান সুযোগ পান সেই লক্ষ্যে রাজ্য সরকার কাজ শুরু করেছে। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকা সহ মহকুমা, জেলা সদরেও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে রাজ্য সরকার দৃষ্টি দিয়েছে।

তাঁর কথায়, ট্রমা কেয়ার ফেসিলিটি একটি ন্যাশনাল প্রজেক্ট। কেন্দ্রীয় সরকারের ৯০ শতাংশ এবং রাজ্য সরকারের ১০ শতাংশ অংশীদারিত্বে জাতীয় সড়কের পাশে এই সেন্টার করা হয়। তিনি বলেন, দেশের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ী এই প্রকল্প চালু করেছিলেন। মূল উদ্দেশ্য ছিলো, জাতীয় সড়কে কোনও দুর্ঘটনা হলে যাতে দুর্ঘটনাগ্রস্ত ব্যক্তিকে সহসাই সঠিক চিকিৎসা ব্যবস্থা দিয়ে সুস্থ করে তোলা যায়। তিনি বলেন, দেশে উন্নত জাতীয় সড়ক ব্যবস্থা চালু করে ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ীর সরকার। পরবর্তী সময়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকারের সময়ে এই কাজে আরও গতি আসে।

তাঁর কথায়, রাজ্যে দীর্ঘদিন ১টি মাত্র জাতীয় সড়কের কারণে জনগণের ব্যাপক অসুবিধা হতো। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মাদক বিরোধী অভিযানে ফের রাজ্যে ইয়াবা উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন ।। ফের ত্রিপুরায় মাদক বিরেরাধী অভিযানে বিএসএফ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে। সিপাহীজলা জেলার অধীন সোনামুড়া মহকুমায় কে কে নগর বিওপি এলাকায় ৯ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে বিএসএফ। যার বাজার মূল্য ৪৫ লক্ষ টাকা।

বিএসএফ ত্রিপুরা ফ্রন্টিয়্যারের জনসংযোগ আধিকারিক সঞ্জিব কুমার জানান, সোনামুড়া মহকুমায় কে কে নগর ভারত-বাংলা সীমান্তে টহল দেওয়ার সময় পাচারকারীদের গতিবিধি লক্ষ্য করেন বিএসএফ জওয়ানরা। তাদের পিছু ধাওয়া নিলে পাচারকারীরা সীমান্তের ওপারে পাচার চালিয়ে যাচ্ছিল। তখন বিএসএফ জওয়ানরা বাধ্য হয়ে পাম্প একশন গান থেকে শূণ্যে গুলি ছুড়েন। তাতে, পাচারকারীরা পাচার সামগ্রী ফেলে পালিয়ে যান। তিনি জানান, পরবর্তীতে এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে একটি প্লাস্টিকের প্যাকেটে ৯ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেন বিএসএফ জওয়ানররা। যার বাজার মূল্য ৪৫ লক্ষ টাকা। তিনি বলেন, ওই ইয়াবা ট্যাবলেটগুলি বিএসএফ যাত্রাপুর পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছেন।

সঞ্জিব কুমারের কথায়, সিপাহীজলা জেলায় প্রতিনিয়ত নেশা সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় প্রমানিত এই অঞ্চলটি পাচারকারীদের জন্য পাচারের মৃগয়াক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। তবে, মাদক বিরোধী অভিযান বিএসএফ এভাবেই চালিয়ে যাবে, বলেন তিনি।

সবুজ ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্য

শনিবার বাগমায় এক মিনিটে ৬৫০০ বৃক্ষ রোপনের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। ছবি-নিজস্ব।

সারা দেশে বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ণে কমিটি গড়ল কেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন ।। সার দেশে বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ণে কমিটি গঠন করেছে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। মন্ত্রকের যুগ্ম সচিব মনিষ গর্গের নেতৃত্বে এই কমিটিতে মোট সদস্য সংখ্যা ১০। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, রাজ্যে এসসিইআরটি অধিকর্তা বিশ্বজিৎ গুপ্ত ওই কমিটিতে রয়েছেন। এই কমিটি এক মাসের মধ্যে পর্যবেক্ষণের ফলাফলা জানাবে।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক সারা দেশে বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ণের উদ্যোগ নিয়েছে। তাই, ১০ জনের একটি কমিটি গঠন করেছে মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক। ওই কমিটি সারা দেশে ছাত্র ছাত্রীরা কতটুকু জ্ঞান উপলব্ধি করেছে এবং প্রকৃত অর্থে শিক্ষার্থীরা কি করতে পারে তার সামগ্রিক তথ্য সংগ্রহ করে পরীক্ষা নীরিক্ষা করবে।

শিক্ষামন্ত্রীর কথায়, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বক্সনগরে পুটিয়া সীমান্তে বিএসএফ'র গুলিতে যুবক নিহত, উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন ।। গুলিবিদ্ধ হয়ে এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। সিপাহীজলা জেলার বক্সনগর থানাধীন পুটিয়া সীমান্তে সরিফ মিয়া(২৪) ওরফে তুহিনের গুলিবিদ্ধ দেহ উদ্ধার হয়েছে। বিএসএফ-র দাবি, গরু পাচার আটকাতে গিয়ে পাচারকারীদের সাথে সংঘর্ষ হয়েছে। তাদের থামাতে গুলি চালাতে হয়েছে। তাতে ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। কিন্তু মৃতের পরিবারের দাবি, পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তাকে খুন করা হয়েছে। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগকে ঘিরে পুটিয়া সীমান্তে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে। এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

বিএসএফ'র গুলিতে নিহত সরিফ মিঞা। ছবি- নিজস্ব

তুহিনের বড় ভাই অনিক মিয়ার দাবি, পূর্ব পরিকল্পিতভাবে তার ছোট ভাই খুন হয়েছেন। তাঁর কথায়, তুহিন বিশালগড় রবীন্দ্র নাথ কলেজের ছাত্র। তাছাড়া, কলকাতায় একটি বেসরকারী কলেজে বি.এড কোর্স করছেন। আগামী সপ্তাহ তুহিন কলকাতায় ফিরে যাবে বলে স্থির হয়েছিল। কিন্তু, তার আগেই সব শেষ হয়ে গেল, আক্ষেপ করে বলেন মৃত যুবকের বড় ভাই।

তিনি বলেন, গতকাল রাত ১টা নাগাদ তুহিনের মোবাইলে একটি ফোন আসে। তখন তারা হিন্দিতে কথা বলছিল। এরপরই তুহিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। কিন্তু, দীর্ঘক্ষন হয়ে গেলেও বাড়ি ফিরে না আসায় আমরা তাকে খুজতে বের হই। তিনি বলেন, রাত ২টা থেকে তাকে খুজাখুজি শুরু হয়। অনেকক্ষণ খোজাখুজির পর পুটিয়া সীমান্তে ৬ নম্বর গেইট সংলগ্ন কাটা তারের বেড়ার পাশে গুলিবিদ্ধ মৃতদেহ দেখতে পাই আমরা। তিনি জানান, তুহিনের শরীরের উপরের অংশটি কাটা তারের বেড়ার ওপারে এবং বাকি অংশ বেড়ার এপাড়ে ছিল।

অনিক মিয়ার অভিযোগ, তার ছোট ভাই তুহিনকে বিএসএফ মারধোর করে গুলি মেরে খুন করেছে। তাঁর দাবি, একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে ঘিরে কিছুদিন বিএসএফ-রএর সাথে বচসা হয়েছিল। ওই সময় থেকে তার পরিবারের প্রতি বিএসএফ অসন্তোষ্ট।

তবে, পাচারকারীদের আটকাতে গিয়ে ওই যুবক গুলিবিদ্ধ মারা গিয়েছেন বলে দাবি করেছে বিএসএফ। বিএসএফ-এর জনৈক আধিকারিক জানান, গতকাল রাতে পুটিয়া সীমান্ত দিয়ে প্রচুর গরু পাচার করা হচ্ছিল। পাচারকারীদের আটকাতে গেলে তারা বিএসএফ-এর উপর হামলা করেন। তখন বিএসএফ-এর সাথে পাচারকারীদের ধ্বস্তাধ্বস্তি হয়। তাতে, তিন জওয়ান আহত হয়েছেন। তিনি দাবি করেন, আত্মরক্ষার্থে এবং পাচারকারীদের আটকাতে বাধ্য হয়ে বিএসএফ-কে গুলি চালাতে হয়েছে। তাতে, ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরো দাবি করেন, মৃত যুবক এলাকায় পাচারকারীদের লাইনম্যান হিসেবে পরিচিত ছিল। তার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বে বেশ কয়েকবার পাচারে মদত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এই ঘটনা সম্পর্কে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জনৈক বিএসএফ আধিকারিক বলেন, সীমান্তে টহলদারী বিএসএফ জওয়ানরা নন ল্যাথেল বন্দুক ব্যবহার করেন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এইম্‌স এবং এমসিআই'র যৌথ রাজ্য সফর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন ।। রাজ্যে দুটি মেডিক্যাল কলেজে উচ্চ শিক্ষায় কোর্স চালু করার জন্য সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে এইম্‌স এবং এমসিআই'র প্রতিনিধিদল রাজ্য সফর করেছে। ইমার্জেন্সি মেডিসিন এবং ফার্মাকোলজি এই দুটি এমডি কোর্স নীতি আয়োগের নির্দেশে রাজ্যের দুটি মেডিক্যাল কলেজে চালু করার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতেই তারা রাজ্যে এসেছেন। সূত্রের খবর, তাঁরা দুটি মেডিক্যাল কলেজ এবং মেডিক্যাল এডুকেশন অধিকর্তার অফিস সফর করেছেন। দুটি কলেজেই কোর্স গুলি চালু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বামী দয়ালানন্দে শিক্ষক ও ক্লার্কের হাতাহাতি, মারধরে তুলকালাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন ।। বিদ্যালয়ের ভেতরেই শিক্ষক এবং এলডি ক্লার্কের মধ্যে হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছে। ঝামেলা থামাতে গিয়ে মার খেলেন আরেক শিক্ষক। এই ঘটনায় আগরতলায় ধলেশ্বর স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতনে তুলকালাম অবস্থা। পরিস্থিতি দিতে আসেন পশ্চিম জেলা শিক্ষা দপ্তরের ওএসডি দ্বীজলাল দেবনাথ। তাঁর কথায়, শিক্ষক এবং এলডি ক্লার্কের কাছে জবাব চাওয়া হয়েছে। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে।

আজ দুপুরে ধলেশ্বর স্বামী দয়ালানন্দ বিদ্যানিকেতনে শিক্ষক উত্তম মজুমদার এবং এলডি ক্লার্ক রণেন্দ্র কুমার ধরের কথা কাটাকাটি হয়। হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে রণেন্দ্রবাবু শিক্ষক উত্তম মজুমদারকে মারধর করেছেন বলে অভিযোগ। তাঁদের ঝামেলা থামাতে গিয়ে আরেক শিক্ষক চিত্তরঞ্জন ভৌমিক মার খেয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, রণেন্দ্রবাবু তাঁকেও মেরেছেন।

এ-বিষয়ে বিদ্যানিকেতনের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা রীণা দত্ত জানান, সকালে হঠাৎ হইচই শুনতে পেয়ে গিয়ে দেখি, শিক্ষক উত্তম মজুমদার ও এলডি ক্লার্ক রণেন্দ্র কুমার ধরের ঝামেলা হয়েছে। তিনি জানান, আজ তাঁদের মধ্যে বাকবিতন্ডা হয়। তখন তারা উত্তেজিত হয়ে একে অপরকে মারধর করেন। তবে, এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে। বিষয়টি পুলিশ এবং শিক্ষামন্ত্রীকে জানানো হয়েছে।

এদিকে, শিক্ষক উত্তম মজুমদার জানান, প্রফিডেন্ট ফান্ডের পাশবুক চেয়েছিলাম এলডি ক্লার্ক রণেন্দ্র কুমার ধরের কাছে। কিন্তু, টালবাহানা করছিলেন। তিনি বলেন, তার কাছ থেকে কসমেটিক্স কিনেছিলাম, সেই হিসাব চাইলে তিনি দিতে পারবেন না বলে সোজা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৫ ◘ সংখ্যা ২৫০ ◘ ২৩ জুন ২০১৯ ইং ◘ ৭ আষাঢ় ◘ রবিবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

বেসরকারী শিক্ষার জয় জয়কার

বামপন্থী আন্দোলনে যে স্লোগান এক সময় খুব জনপ্রিয়তা পাইয়াছিল তাহা হইল শিক্ষা খাতে ব্যয় বাড়াও পুলিশ খাতে ব্যয় কমাও। এই ত্রিপুরা রাজ্যে শিক্ষার সংগ্রাম শুরু হইয়াছিল পঞ্চাশের দশকে। এর আগে রাজন্য শাসনেও শিক্ষার ব্যাপ্তি তেমন দেখা যায় নাই। পাহাড় অরণ্য ঘেরা, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন এ রাজ্যে শিক্ষা প্রসার তেমন প্রাধান্য পাইয়াছে এমন বলা যাইবে না। সেই সময় শিক্ষকের অভাবে স্কুল চালানো যাইত না। ষাটের দশকেও কলেজ হইতে বাহির হইলেই তাহাদের এক প্রকার জোরজবরদস্তি করিয়াই শিক্ষকতার চাকুরী দেওয়া হইত। একজন স্নাতক শিক্ষকের জন্য হাইস্কুল চালু করা যাইত না। সেই শিক্ষা সংগ্রামের দিন আজ তো ইতিহাস। সেদিন টেট ইত্যাদির বালাই ছিল না। বাংলা মাধ্যমে পাঠ দান চলিত। সেই সব দিনের ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই অনেক বেশী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। কিন্তু তখন অবৈতনিক শিক্ষা এ রাজ্যে চালু থাকিলেও অর্থনৈতিক সংকট, দারিদ্র্য সাধারণ্যে শিক্ষার সুযোগ তেমন পৌঁছাইত না। এই যখন অবস্থা তখন ধীরে ধীরে স্কুল কলেজগুলি রাজনীতির আখড়া হইয়া উঠিল। সত্তরের দশকে প্রথম ভাগে শিক্ষাক্ষেত্রে চরম নৈরাজ্য কায়েম হইয়াছিল। অতি বামপন্থী নকশাল আন্দোলনে সেদিন স্কুল কলেজ পোড়ানোর ধুম চলিয়াছিল। বুর্জোয়া শিক্ষা নিপাত যাউক স্লোগান দিয়া সেই সব পাঠ্যপুস্তকের বহ্নি উৎসব চলিত বেপরোয়া গতিতে। চীনের চেয়ারম্যান আমাদের চেয়ারম্যান স্লোগান তুলিয়া বন্দুকের নলই শক্তি উৎস মন্ত্রে বিশ্বাসীরা তখন সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করিয়া দিয়াছিল। সেই সন্ত্রস্ত দিনগুলির শিক্ষা এরাজ্যের মানুষের আছে। শিক্ষা ক্ষেত্রে রাজনীতির অনুপ্রবেশ ঘটাইবার কৃতিত্ব বাম পন্থীরা দাবী করিতে পারেন। এক সময় স্কুল কলেজের তরুণ ছাত্রছাত্রীরা আন্দোলন মুখী হইয়াছেন ইস্যু ভিত্তিক। শুধু ত্রিপুরা নয় গোটা দেশ জুড়িয়ায় ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে জোরদার আন্দোলনে অংশ নিতেও দেখা গিয়াছে। পরবর্তী পর্যায়ে ছাত্র আন্দোলন রাজনীতির আবর্তে ডুবিয়া যায়।

ত্রিপুরায় স্বাধীনতার ঠিক পরবর্তী সময়ে শিক্ষকের ঘাটতির কারণে শিক্ষা প্রসারে তেমন জোয়ার আসে নাই। সেই সময়ের কমিউনিস্টরা রাজ্যের পাহাড়ে জনশিক্ষা আন্দোলন জারী রাখিয়াছিলেন। স্বাধীনতার পরে এ রাজ্যে কংগ্রেসের দীর্ঘ শাসনে শিক্ষার আন্দোলন শুরু হয়। কলেজ স্তর পর্য্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা। উচ্চ শিক্ষার স্টাইপেন্টের সুযোগও ছিল। ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসীন হইবার পর রাজ্যে শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা প্রসারের চাইতে রাজনীতির প্রসারই অনেক বেশী প্রাধান্য পাইয়াছিল। স্কুল কলেজে তখন বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের রমরমা। রাজনীতি ও দলবাজীর কারণে সরকারী অধিকাংশ স্কুলেই শিক্ষার অগ্রগতি অনেক ক্ষেত্রেই থমকাইয়া যায়। সরকারী স্কুলের অধোগতি যত বাড়িতে থাকে ততই বেসরকারী স্কুলগুলির প্রসার ঘটিতে থাকে। দেশে নয়া শিক্ষা আইন চালু হইলেও সেই আইনের সুফল গরীব অংশের ছাত্রছাত্রীদের ভাগ্যে জুটে নাই। সরকারী স্কুল গুলিরপঠন পাঠনের দৈণ্যতা যত বাড়িয়াছে ততই বেসরকারী স্কুলের উপর নির্ভরতা বাড়িয়াছে। এই ত্রিপুরা রাজ্যে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী বেসরকারী স্কুলে পাঠ নিতেছে। আইন রুলস তৈরী হইলেও তাহা গরিব ছাত্রছাত্রীদের জন্য কাজে লাগানো হয় না। সম্প্রতি রাজ্যর শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একটি চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়াছেন। এই তথ্যে বলা হইয়াছে ২০০৯ সালে সারা দেশে শিক্ষার অধিকার আইন চালু হইয়াছে। সেই মোতাবেক রাজ্য সরকার ২০১১ সালে রুলস তৈরি করিয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যে শিক্ষার অধিকার আইন চালু হইয়াছে। এই আইন অনুযায়ী আর্থিক দিক দিয়া দূর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্য নামি বেসরকারি স্কুলে ভর্তির বিশেষ সুযোগ আছে। তাহাতে বেসরকারী স্কুলে ন্যূনতম ২৫ শতাংশ আসন আর্থিক দিক দিয়া দূর্বল ছাত্রছাত্রীদের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার কথা বলা হইয়াছে। এই রুলস মোতাবেক বেসরকারী স্কুলে ভর্তি এবং সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার যাবতীয় ব্যয় বহন করিবে সরকার। আইনে আরও বলা হইয়াছে ওই ছাত্রছাত্রীরা এক কিলোমিটারের মধ্যে স্কুলে ভর্তির সুযোগ না মিললে তিন কিলোমিটারের মধ্যে যে নামী বেসরকারী স্কুল রহিয়াছে সেখানে ভর্তি হইতে পারিবে। স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠিতেছে তৎকালীন বাম সরকার এই আইন কার্য্যকর করিলেন না কেন? ২০১১ সালে রুলস প্রণয়ন করিয়া দায় সারিয়াছে তৎকালীন সরকার। বিজেপি জোট সরকার শিক্ষার অধিকার আইন অনুযায়ী ইতিমধ্যে উদ্যোগ নিয়াছে। বাম সরকারের ব্যর্থতার কারণে গত আট বছরে রাজ্যের প্রায় চব্বিশ হাজার ছাত্রছাত্রীরা এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

দীর্ঘ সময় রাজ্যের সরকারী স্কুলগুলির উপর তেমন নজরদারী ছিল না। স্কুলগুলি হইয়া উঠিয়াছিল রাজনীতির আখড়া। শিক্ষকদের অনেকেই গল্পগুজব রাজনীতি করিয়াই শিক্ষাদানের মতো বৃহৎ কর্মসম্পাদন করিতেন। ফলে, এইসব সরকারী স্কুল গুলির উপর হইতে অনেক অভিভাবকরাই মুখ ফিরাইয়া নিয়াছেন। বেসরকারী স্কুলের প্রতি ঝোঁক বাড়িতে থাকে অভিভাবকদের। রাজ্যের অনেক স্কুলে তো নাম মাত্র ছাত্রছাত্রী রহিয়াছেন। এই রকম ২০টি স্কুল সরকার বেসরকারী হাতে তুলিয়া দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বামপন্থী ছাত্র সংগঠনের পক্ষে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হইয়াছে। শিক্ষার বেসরকারীকরণ তো ইতিমধ্যেই হইয়া গিয়াছে। রুখিবার পথ কোথায়? গোটা দেশ জুড়িয়াই তো শিক্ষা বাণিজ্যের রমরমা। শিক্ষা হইতে শুরু করিয়া উচ্চ শিক্ষায় তো শুধু টাকার খেলা। টাকা ছাড়া শিক্ষা নাই। দেশ জুড়িয়া এই প্রবল শিক্ষা বাণিজ্য তো সগৌরবে চলিতেছে। কাড়ি কাড়ি টাকা ঢালিয়া তবেই সরস্বতীর কৃপা লাভ করিতে হয়। সেখানে শিক্ষার অধিকার আইনের কি কোনও সংস্থান নাই? শিক্ষায় যে দেশ অগ্রণী সেই দেশের উন্নতিও হয় গগনচুম্বি। ভারতের বহু মেধাবী ও কৃতি ছাত্রছাত্রী বিদেশে কর্মরত। তবু একথা বলিতেই হয় যে, সরকারী ক্ষেত্র পিছাইয়া থাকিতেছে। বেসরকারী ক্ষেত্রের রমরমা চলিতেছে। ভাল নামী দামী স্কুলে ভর্তি করানোই তো অনেকে ভাগ্য মনে করে। সুতরাং শিক্ষার অধিকার আইন প্রয়োগ ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের মধ্য ত্রিপুরায় শিক্ষাক্ষেত্রে নবযুগ আসিতে পারে।

দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে আগুন, ঘটনাস্থলে পাঁচটি ইঞ্জিন

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.) : আগুন লাগাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল রাজধানী দিল্লির রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ২০০-র বেশি রোগীকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়। ঘটনাস্থলে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিভিয়ে দেয়।

দিল্লির দমকল বিভাগের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে এদিন ভোর ৪টে ১৯ মিনিট নাগাদ আগুন লাগার খবর আসে। তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে আসে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন। ৫টা ১৫ মিনিট নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হয় দমকল। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন জানিয়েছেন, এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কেউ হতাহত হননি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ২০০-র বেশি রোগীকে নিরাপদ ভাবে পাশের ট্রমা সেন্টার এবং অন্যত্র স্থানান্তর করা হয়। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষ বর্ধন, স্বাস্থ্যসচিব প্রীতি সুদান এবং অন্যান্য আধিকারিকেরা।

যেসব রোগীদের স্থানান্তর করা হয়েছে, তাদের সঙ্গে এবং কর্তব্যরত চিকিৎসকদের কথা বলেন হর্ষ বর্ধন। তিনি আরও বলেন, পরিস্থিতি এখন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে। জরুরি সহ অন্যান্য সমস্ত পরিষেবা চালু করা হয়েছে এবং স্বাভাবিক ভাবে কাজকর্ম হচ্ছে। ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটও স্বাভাবিক পরিষেবা দিচ্ছে। কি কারণে আগুন লাগল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

বামেরা অস্তমিত, বিকল্প কি বিজেপিই?

নারায়ণ দাস

এখন চারদিকে একটা মজার খেলা চলছে। নির্বাচনের ফলাফলে যেই দেখা গেল এ রাজ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি যে ল আসা করেনি, সেই ফল ঝুলিতে —আর তকনই দলে দলে তণমূল কংসে কীরা, সমর্থকেরা বিজেপির হয়ে কথাবলতে শুরু কর। নির্বাচন প্রচারকালে এরাই তৃমমূলের ঘাসফুল চিহ্নিত পতাকা পাড়ার অলিতে গতিতে লাগিয়েছে, দেওয়াল ভরে প্রার্থীর নাম লিখেছে। এরা সাধাণণ ঘরের ছেলে, মোটামুটি শিক্ষিত, কিন্তু কর্মহীন, বেকার চাকরির জন্য হন্যে হয়ে ঘুরছে। তাই ঘর্যে মন বসে না। মা-বাবা, পরিবরের ওপর বোঝা। ঘরের অশান্তি কাটাতে যতণ বাইরে থাকা যায় কোনও কাজ নিয়ে ততই ভালো

লোকসভা নির্বাচন ঘোষিত হলে তাই অগত্যা স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেতস করা দাদাদের উৎসাহে, অনুপ্রেরণায় এই দলের প্রার্থীদের হয়ে প্রচারের কাজে নেমেছিল এই কাজের জন্য প্রার্থী/ প্রার্থীদের কাছ থেকে প্রতিদিনের 'হাতখরচা' হিসেবে কিছু অর্থও মিলত। সময় কাটছি,মনে আনন্দ ছিল। দাদাদে নির্দেশে কীভাবে কী পন্থায় বিরোধী দলের প্রার্থীদের গালমন্দ করতে হবে, তাও রপ্ত করে নিয়েছিল। মনে একটা সুপ্ত বাসনাও ছিল, শাসক দল তৃণমূলকে ধরে থাকলে ভবিষ্যতে কিছু সুযোগসুবিধে মিলতে পারে। এদের কাজকর্মের প্রশংসা করেন, দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ মাগেন।

কিন্তু নির্বাচনের ফল তৃণমূলের হয়ে খাটাখাটনি করা এই মুখগুলির সব হিসেব পাল্টে দিল। যে সব আসন তৃণমূল প্রার্থীদের হার, আর বিজেপি প্রার্থীদের জয় সেই সব অঞ্চলে তারা রাতারাতি মত পাল্টে,পদ্ম পতাককা হাতে তুলে নিতে শুরু করল। তৃণমূলের শীর্ষস্থনীয় নেতারা এই খবর খুব একটা বেশি রাখেন না। বিজেপি নেতৃত্ব কিছুটা রাখে, কিন্তু যেহেতু একেবার 'গ্রাসরুটে' এই দলবল, তাই ঘটা করে সাংবাদিক সম্মেলন করে তা বলার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করেন না। তৃণমূল কর্মী-সমর্থকদের সহসা এই ভোলবদল তেমন কোনও সুযোগও নেই।

যেমনটা হয়েছিল ২০১১ সালে বামেদের পতন। এবং তৃণমূলের উত্থানকালে। ঝাঁকে ঝাঁকে তৃণমূলে ঢুকতে শুরু করেছিল

সিপিএমের নীচুতলার কর্মীসমর্থকরা—যারা দীর্ঘদিন বাম সরকারের গুণকীর্তন করে পরম সুখে ছিল। হঠাৎ কেন তাদের এই মনোভাবের পরিবর্তন? কেন এই ডিগবাজি? না, তারা ভেবেছিল সিপিএমের দিন শেষ, তৃণমূলের সুদিন শুরু। সুতরাং আবার ভাল থাকতে গেলে তৃণমূলকেই ধরে থাকতে হবে।

শাসক বামেদের ছাত্রছায়ায় থেকে অনেকেই বেশ ভালভাবেই গুছিয়ে নিয়েছে, বিত্ত বাড়িয়েছে, তাই এখন যে বামেরা ক্ষমতায় নেই, তাদের দিন গুজরানে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না। একটাই অসুবিধে, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় থাকাকালীন তারা যেভাবে ধরাকে সরা জ্ঞান করত, যে আস্ফালন ছিল তা, এখন অস্তমিত। এখন অলস জীবন। ঘরে বসে জাবর কেটে সময় কাটানো। আর নির্বাচন এলে সিপিএমের হয়ে কথা বলা, যদিও ভালভাবে জানে, বামেদের জয়ী হওয়া এখন পাহাড়ের চূড়োয় ওঠার মতোই কঠিন।

কিন্তু তৃণমূলের এই কর্মীদের কেস আলাদা। বিজেপির হয়ে তারা দেখল এই দল ভবিষ্যতে বিজেপিরই উজ্জ্বল, তৃণমূলের নয়। কারণ এ রাজ্যের মানুষ বিজেপিকেই বিকল্প দল হিসেবে বেছে নিয়েছেন। শাসক দলের অন্যায় অবিচার জোরজুলুমের কথা বিজেপিকেই জানাচ্ছেন। তাছাড়া সর্বভারতীয় ক্ষেত্রেও বিজেপির বিরাট উত্থান। কেন্দ্রে বিজেপির অতি ক্ষমতাবান সরকার ---আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এই দল ক্ষমতা হাতে পাওয়ার জন্য তুণে যতরকম অস্ত্র আছে তা সবই প্রয়োগ করবে। তাই শুরুতেই পদ্মবন ঢোকা। পিছিয়ে পড়লে অসুবিধে হতে পারে। এই রাজনীতির খেলা চলছে সেই সিদ্ধর্থশঙ্কর রায়ের আমল থেকেই। ১৯৭২-এর বিধানসভা নির্বাচনে জালজোচ্চুরি এবং 'ম্যাসিভ রিগি' করে ক্ষমতায় এসেছিল কংগ্রেস। তখন যুব কংগ্রেসের সদস্যদের দাপট ছিল আলাদা। সিদ্ধার্থ রায়ের পাঁচ বছরের শাসন ছিল জোরজুলুমের শাসন, অন্যায় আর অবিচারের শাসন। সিদ্ধার্থবাবু কোনও কুলকিনারা না পেয়ে, নিজের দলের মন্ত্রীদের বিরুদ্ধেই কমিশন গঠন করেছিলেন দুর্নীতির নানা অভিযোগ পেয়ে যা ইতিহাসে একটি বিরল ঘটনা হয়ে রয়েছে।

১৯৭৭ সালের নির্বাচনে এই পাঁচ বছরের 'পরাক্রমশালী' কংগ্রেসের শোচনীয় হার বামদের হাতে। যে অন্যায়ের পথে কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করেছিল, সেই অন্যায়ের জবাব দিলেন রাজ্যের মানুষ। বামফ্রন্টের তথা সিপিএমের দুরন্ত জয়---কে তখন জানত, বামেরা শাসনে বসে ক্ষমতা ধরে রাখবে তিন যুগেরও বেশি সময় ধরে? তখনও সেই একই দৃশ্য। বামেদের জয়ের ফলে ঘর ভাঙল কংগ্রেসের—দলে দলে কংগ্রেসের ছেলেমেয়েরা সিপিএমের কাস্তে হাতড়ি-তারা মার্কা পতাকাতলে এসে জড়ো হতে শুরু করল। তখন

রাজ্য রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গে

এ রাজ্যে কংগ্রেস প্রায় মুছে যায় যায়। একন যেমন সিপিএম আচে বোঝা যাবে দলীয় অফিসের সামনে সাইনবোর্ড দেখে। অফিসের সামনে দলের পতাকা তোলারও সাহস নেই। মানুষই সিপিএমকে তুলেছিলেন, আবার তারাই এই দলকে ভিখিরি সাজালেন।

অবার দৃষ্টান্তস্বরূপ ভাটাপড়ার পুরসভার চেযারম্যান অর্জুন সিং বারাকপুর লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার টিকিট না পেয়ে দিল্লি ছুটলেন। বিকল্প পথ খোলাই ছিল। ঝোপ বুঝে কোপ দিয়ে সোজা বিজেপিতে ঢুকে গেলেন এবং বারাকপুর কেন্দ্রে লড়ার টিকিট হাতে নিয়ে ভাটপাড়া ফিরলেন। নির্বাচনে লড়লেন, তৃণমূল প্রার্থী দীনেশ ত্রিবেদীকে পরাজিত করলেন, মুখ্যমন্ত্রীর কথায় 'কয়েকটা ভোটে নয়', ১৪০০০ ভোটে,

ঘটল তৃণমূলে বিরাট ভাঙন। অর্জুন সিংয়ের অনুগামীরা যাঁরা এতদিন তৃণমূলের কর্মী হয়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁরা ও রাতারাতি দল পাল্টে বিজেপি সেজে গেলেন। তারপর ঘটনার পর ঘটনা মারদাঙ্গা ,দুই দলের সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ, ভাঙচুর অগ্নিসংযোগ লুঠপাট সাধারণ জনজীবন বিপর্যস্ত। ভাটপাড়া চলে এল খবরের শিরোনামে। এক অর্জুন সিং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে গড়া তৃণমূলের সুখের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিলেন। কয়েকটি পুরসভা তৃণমূলের হাতছাড়া হয়ে গেল---জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিচ ভাটপাড়া-কাঁকিনাড়ার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। অর্জুন একা তৃণমূলের মুখের গ্রাস কেড়ে নিলেন। উদ্‌ভ্রান্ত মমতা ছুটে এলেন নৈহাটিতে বিজেপির 'অত্যাচ্যারে' তৃণমূলের ঘরছাড়াদের ফেরাতে---অবস্থান কর্মসূচিতে যোগ দিলেন। তাঁর গাড়ি ঘিরে চলল জয় শ্রীরাম ধ্বনি। আর মুখ্যমন্ত্রী মেজাজ হারিয়ে বললেন, বিজেপির বাচ্চাদের এত বড় সাহস? পুলিশকে বললেন ওদের ধরতে—কিন্তু ভিড়ের মধ্যে এক কাকে ধরে?

মমতা স্বপ্নেও ভাবেননি গদ্দার অর্জুন সিং এত বড় কাণ্ড ঘটিয়ে বসবেন। এখন চলছে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার ধুম। দিশাহীন মমতা এখন এই নির্বাচন-বিপর্যয়ের জন্য তার কোনও কোনও সহকর্মীদের ওপর দোষ চাপাচ্ছেন। একজনকে সরিয়ে অন্যজনকে দায়িত্ব দিয়ে জলের ভাঙন যাতে রোধ করা যায় তার চেষ্টা করবেন। কিন্তু তাতে কী তৃণমূল নেতা, ইতিমধ্যেই তিনি জলে কোণঠাসা বললেন, অর্জুন সিংকে বুঝতে ভুল হয়েছে। তাঁকে বারাকপুরের টিকিট দিয়ে দীনেশ ত্রিবেদীকে অন্য কোনও কেন্দ্রে দাঁড় করানো যেত। তাহলে একেবড় অঘটন ঘটত না।

এখন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরের বিজেপি নেতারা কোমর বেঁধে রাজ্য-রাজনীতির আসরে নেমেছেন তৃণমূলকে শক্তিহীন করতে। তাদের দুটি লক্ষ্য—তৃণমূলে ভাঙন আরও গভীর করা এবং নানা কৌশলে বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আনা, আশা ভোটে বিপর্যয়ে যাতে তৃণমূল -তরী মাঝাদরিয়ায় ডুবে যায়। এখন বড় ঠুনকো জিনিস নিয়ে তৃণমূল নেতারা বাড়াবাড়ি করছেন। 'জয় শ্রীরাম' এমন কী ধ্বনি যা শুনলে মমতা বন্দ্যোপধ্যায়ের মেজাজ বিগড়ে যায়? গায়ের না মাখলেই হয় যারা এই ধ্বনি দিয়ে কিছু লাভ করতে চায় করুক । কী আসে যায়? অন্তত মমতার মতো নেত্রী, যিনি অনেক কঠিন পরীক্ষায় জয়ী হয়েছেন, সিপিএমের অনেক অচ্যাচার সহ্যয করেছে, তাঁর এবং দলের তো এই স্লোগান কোনও ক্ষতি হওয়ার কথা নয়। এই স্লোগান আউড়ে বিজেপি রাজনৈতিকভাবে কিছু 'গেইন'করবে—এ চিন্তা ভুল।

(সৌজনন্যে (দৈঃ স্টটসম্যান)

লড়াই হোক মগজের, বোধের , রুচির

সুব্রতা ঘোষ রায়

সারা বিশ্বর এ পর্যন্ত হওয়া যাবতীয় নির্বাচনের খরচের সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে এবারের নির্বাচনের খরচ দেশের প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার এস ওয়াই কুরেশি প্রথম নির্বাচন কমিশনার চালু করেছিলেন 'এক্সপেন্ডিচার মনিটরিং ডিপার্টমেন্ট'। এবার সব রাজনৈতিক দলগুলোর মোট খরচ হয়েছে ৬০ হাজার কোটি টাকা। একটি অলাভজনক সংস্থা সেন্টার ফর মিডিয়া স্টাডিজের পুস্তিকা মোতারেক এই হিসেবে। এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি কমপক্ষে খরচ করেছে ২৭ হাজার কোটি টাকা। ভোট কেনাবেচায় খরচ সাড়ে পাঁচ হাজার কোটি টাকা, শোভাযাত্রা, রোড শো প্রচারের জন্য বিজেপির একার খরচ প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা। সেখানে ২০১৪ লোকসভা নির্বাচনে মোট খরচ হয়েছিল ৩০ হাজার কোটি টাকার কাছাকাছি। নির্বাচনে এবার বিজেপি মোট খরচের ৪৫ শতাংশ টাকা নিজেরাই খরচ করেছে। এই স্টাডিজের হিসেবে অনুযায়ী ভোটে মাথাপিছু ৭০০ টাকা খরচ হয়েছে। ২০১৪ সালের ভোটের সমস্ত খরচের ২০ শতাংশ খরচ করেছিল বিজেপি। ২০০৯ সালের নির্বাচনে যেখানে কংগ্রেস প্রায় ৪০ শতাংশ খরচ করেছিল সেখানে এবারে তাদের খরচ ১৫-২০ শতাংশ টাকা। সিএমএসের রিপোর্ট অনুযায়ী সমগ্র নির্বাচনে ঘুষ বাবদ ১২-১৫ হাজার কোটি টাকা, শোভাযাত্রা ও বিজ্ঞাপনের প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা, যাতায়াতের খরচ ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। এবারের নির্বাচনে ঘোষিত খরচ যদিও ১২ হাজার কোটি টাকার মতো। টাকা দিয়ে গণতন্ত্র এখন নতুন ট্রেন্ড। যে নির্বাচনী বন্ড চালু করা হয়েছে তা গণতন্ত্রে সঙ্গে যায় না। একটি আরইটিআই-এর রিপোর্ট মোতাবেক স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ভোঠ চলাকালীন মোটৈ ৮২২ কোটি টাকার ইলেক্টোরাল বন্ড বিক্রি করেছে তারা ৩৭০ কোটির বেশি বিক্রি হয়েছে কলকাতার সদর দফতর থেকেই। তবে কে বা কারা এই বন্ড কিনেছে তা যদিও জানা যায়নি।

রহস্যজনকভাবে উধাও ২০ লক্ষ ইভিএম মেশিন। পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করলে যা তথ্য আসে তাতে জানা যায় ২০১৬ সালে ফরাসি সংস্থা দ্যাঁসোর সঙ্গে যে রাফাল চুক্তি হয় সেই বছরই 'খ্যালেস' সংস্থার সঙ্গে প্রযুক্তিগতভাবে ভারত ইলেকট্রনিক্সের সংযুক্তি হয়। নির্বাচন কমিশনের কাছে ইভিএম জোগান দেবার বরাত যৌথভাবে পেয়েছিল ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড এবং ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া । ২০১৫ সাল থেকে ভারত ইলেকট্রনিক্স পাঠিয়েছে ১৯ লক্ষ ৬৯ হাজার ৯৩২ টি ইভিএম। কিন্তু জাতীয় নির্বাচন কমিশনের ঘরে পৌঁছেছে ১০ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৪৪টি। ফলে ৯ লক্ষ ৫৫ হাজার ২৮৮ টি ইভিএমের হিসেব নেই। আবার ইলেকট্রনিক্স কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়ার মতো তারা ২০১৮ সাল থেকে ১৯ লক্ষ ৪৪ হাজার ৫৯৩টি ইভিএম পাঠিয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশন পেয়েছে ১০ লক্ষ ৫ হাজার ৬৬২টি। তাহালে বাকি ৯ লক্ষ ৩৮ হাজার ৯৩১টি ইভিএম কোথায় গেল? এই দুই সংস্থা ও নির্বাচন কমিশন মিসিং ইভিএম নিয়ে কিছু বলতে পারছে না। সরকারি কোষাগার থেকে তাদের পুরো চুক্তির টাকা অর্থাৎ বিইএল-কে ৫,০৩৬ কোটি ও ইসিএল-কে ১১,০৩৬ কোটি অর্থাৎ প্রায় ১৭ হাজার কোটি টাকা মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওই সংস্থা নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দিয়ে জানিয়েছে তাদের পাওয়া ১১,০০০ কোটি টাকা। তাহলে সরকার পক্ষ থেকে কেন ৬০০০ কোটি টাকা বেশি দেওয়া হল? গায়ের ইভিএমগুলো কার কব্জায় গেল? কোন দফতরে? ৫৪৩টি আসনের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে ইভিএম ডি-কোড করে কি প্রয়োজনমতো বুথে পাঠিয়ে দেওয়া হল? ভিভিপ্যাটের তথ্য কেন মেলানো হল না? তথ্য সব সামনে আসছে না। আর এখানেই ভাবনার সঙ্কট।

অনেকরক হিসেবনিকেশ মিলিয়ে অথবা না মিলিয়ে দ্বিতীয়বারের জন্য তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দখলে বসে গেছেন। গতবারের প্রতিশ্রুতি ছিল দেশে ২ কোটি কর্মসংস্থান তা তো হলই না বরং গত ৪৫ বছরে বেকারত্ব সর্বোচ্চ হওয়ার গৌরব অর্জন করল। গত জমানায় যোজনা কমিশনের বদলে গঠিত হওয়া নীতি আয়োগ বা ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ট্রান্সপর্মিং ইন্ডিয়া শ্রম আইন বেসরকারিকরণ নীতিতে বদল , শিল্পের জন্য ল্যান্ড ব্যাঙ্ক তৈরির বিষয়ে শিল্পোন্নায়নের লক্ষ্যে এবার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে সংবাদ এমনটাই প্রকাশ। আর্থিক সংস্কারের লক্ষে ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের খুশি করতে ৪২টি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা পুরোপুরি বেসরকারিকরণ ও বন্ধ করে দেবার পাশাপীশি রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি হোল্ডিং কোম্পানি তৈরি করা হতে পারে। যাতে আলাদা করে মন্ত্রকের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে না হয়। শ্রমিকদের সঙ্গে বেতন, শিল্প সম্পর্ক সামাজিক নিরাপত্তা, শ্রমিক কল্যাণ, পেশাগত নিরাপত্তা স্বাস্থ্য ও কাজের শর্তাবলি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে বিবাদের ও দীর্ঘমেয়াদী আইনি জটিলতার অবসান ঘটানোর জন্য এই কোম্পানি। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার অব্যবহৃত জমি প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ক্লাস্টারে ভাগ করে সেইমতো ল্যান্ডব্যাঙ্ক তৈরি করে নির্দিষ্ট শ্রেণির জমি নির্দিষ্ট শিল্প সংস্থাকে দেওয়া হবে---পরিকল্পনায় এমনটাই প্রকাশ।

অভাবনীয় জয়ের আনন্দে বহু জায়গায় শুরু হয়ে গিয়েছে নানা আস্ফালন। যেকানে যাদের রাজত্ব সেখানে তাদের বীরত্ব। আর এই দাপাদাপিতে নানা অপ্রীতকর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে ভোটপূর্ব ও ফলাফল।পরবর্তী পর্যায়ে। শুরু হয়েছে দলবদলের হিড়িক। সংখ্যার প্রোপাগান্ডা। আমাদের দেশ সকলকে নিয়ে চলার দেশ দুর্নীতি দিয়ে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা যায় না। কাজেই দুর্নীতির প্রতিযোগিতায় না যাওয়াই ভালো। আমাদের রাজ্যে এই জয়ের পরে শুরু হয়েছে নানা উত্তেজনা। শব্দের যুদ্ধ, লাঠির যুদ্ধ, অস্ত্রের যুদ্ধ। অন্যের দুর্নীতি দেখার পাশাপাশি নিজেকেও দেখতে হবে নিজের দলও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছে না তো? সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পে সমাজের মানুষজনের জন্য বরাদ্দ অর্থের অলিখিত অর্থ মাধ্যমের ঘরে ঢুকছে না তো? বিভিন্ন বিভাগের ফাইল এগোনো থেকে শুরু করে পরীক্ষানিরীক্ষায় স্বজনপোষণ ও অর্থের অনর্থ চলছে না তো? সামগ্রিকভাবে অনেক কিছুর উন্নতি হলেও যে বিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতি যাজের যা দেওয়া হয়েছিল তা কতটা পালন হল? নীচুতলার যে সব কর্মীরা যাজের সঙ্গে মানসিকতার লড়াই করে এই দলকে ক্ষমতায় আনল, শেষে তাদেরই দলভুক্ত করে মাথায় রসানো হল না তো? বিভিন্ন ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করতে যে সব কমিশন গঠন করা হল, সেই কমিটির সদস্যরা কি যথার্থ গবেষণার ফলাফল জিচ্ছেন? তাঁরা কতটা যোগ্য ? কতটা পারদর্শী? কোথায়, কোন স্তরে অসুবিধে? রাজ্যের বিপুল সংখ্যক সরকার কর্মীর দাবিদাওয়া সমাধানে যে সময় নেওয়া হচ্ছে, সেই সময়ে মর্যাদা কেন রাখা হচ্ছে না? বারে বারে মেয়াদ বৃদ্ধির মাধ্যমে এই কমিশন সরকারি কর্মীদের মর্যাদায় আঘাত করে নিজেদের হাস্যকরভাবে অযোগ্য প্রমাণ করছে না তো? কাচের লোকেরা উপযুক্ত সমালোচনা বদলে ক্ষতিকর প্রশ্রয় দিচ্ছে ও পাচ্ছে না তো? রাজ্যে বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক দলের গতি গেলে চলবে না। এইসব ব্যাপারে যর্থাথ মনোযোগ দেওয়া এই মুহূর্তে বিশেষভাবে প্রয়োজন। যে দুর্নীতি ও বিভেদের খেলায় বিজেপি নেমেছে তাতে শুধু রাজ্যবাসীকেই সতর্ক করা নয়, রাজ্যের প্রধানকেও সর্তক থাকতে হবে। আমাজের রাজ্যের ও দেশের সভ্যতা সংস্কৃতি কোনও একটি বিসেষ নরগোষ্ঠীয ধর্মসম্প্রদায় বা সামাজিক শ্রেণির একার নয়, একার চেষ্টায় তৈরি হয়নি। তাই এরজন্য কোনও একটি বিশেষ নরগোষ্ঠী , ধর্মসম্প্রদায় বা সামাজিক শ্রেণির একার নয়, একার চেষ্টায় তৈরি হয়নি। তাই এরজন্য কোনও একটি সম্প্রদায় একক গৌরব অর্জন করতে পারে না। বিভিন্নতার অন্তর্দ্বন্দ্বে কোনও সমস্যার সমাধান হয় না। তাতে কল্যাণমূলক প্রগতি বিঘ্নিত হয়, পিছিয়ে যায় বহুযুগ। ক্রোধ ও হঠকারিতায় বিভ্রান্ত না হয়ে আমাদের রাজ্য দেশকে পথ দেখাক। শব্দের যুদ্ধ নয়, রক্তের যুদ্ধ নয়, লড়াই হোক মগজের , বোধের রুচির। নিজের তুরুপের তাস অন্যকে না দেখানোই বিচক্ষণতা।

(সৌজন্যে দৈঃ স্টটসম্যান)

শনিবার নয়াদিল্লিতে ইকোনমিক পলিসি - দ্য রোড এহেড থিমের বিশেষজ্ঞরা এবং অর্থনীতিবিদদের সাথে মত বিনিময় করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি- নিজস্ব।

১ জুলাই ৪ দিনের চিন সফরে যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, হাসিনার এই সফরে দুই বিদ্যুৎ চুক্তি সই হবে

ঢাকা, ২২ জুন (হি.স.) : জুলাইয়ের শুরুতে চিন সফরে যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১ থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত হাসিনার এই চিন সফরকালে বিদ্যুতের দুই সঞ্চালন প্রকল্পে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর হবে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দুই প্রকল্প হচ্ছে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ডিপিডিসি) রাজধানী ও এর আশেপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ বিতরণে গ্রিডলাইন বা সঞ্চালন লাইন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। ডিপিডিসির প্রকল্পে ১৪০ কোটি ২৯ লাখ ও দ্বিতীয় প্রকল্পে ৯৭ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেবে চিন। বিদ্যুৎ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ তথ্য জানান। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর চিন সফরের প্রস্তুতি নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৈঠক হয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এই দুটি প্রকল্পে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর হলে দেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা বর্তমানের চেয়ে আরও উন্নত হবে। ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের বাংলাদেশ সফরের সময় চিনের সঙ্গে ২৭ প্রকল্পে সাড়ে ২২ বিলিয়ন ডলার ঋণের সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়। কিন্তু বিভিন্ন জটিলতায় ঋণ প্রক্রিয়া দেরি হয়। এই প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ খাতের এই দুই প্রকল্পে ঋণ চুক্তির বিষয়ে এরই মধ্যে চিনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আরও জানান, ২৭ প্রকল্পের মধ্যে ২০১৬ সালে একটি এবং ২০১৭ সালের চারটি প্রকল্পের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তি হওয়া প্রকল্পগুলো হচ্ছে পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ, জাতীয় তথ্য-প্রযুক্তি ইনফো-নেটওয়ার্ক, কর্ণফুলী নদী টানেল, চট্টগ্রামে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং টার্মিনাল নির্মাণ এবং টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। জানা গেছে, ২০১৬ সালে চিনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে ঋণের শর্তাবলির বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে যে, পাঁচ প্রকল্পে ঋণের সুদহার ২ শতাংশ। কিন্তু এ বছর নির্ধারিত বিদ্যুতের এই দুই প্রকল্পে সুদ হার বেড়ে হচ্ছে ৩ শতাংশ। এর সঙ্গে শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ ব্যবস্থাপনা ফি এবং শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ কমিটমেন্ট ফি দিতে হবে। চিন সাধারণত দুই প্রকার ঋণ দেয়। এর একটি হলো- গভর্নমেন্ট কনসেশনাল লোন (জিসিএল), অন্যটি প্রেফারেন্সিয়াল বায়ার্স ক্রেডিট (পিবিসি)। উভয় ঋণের সুদহার ধরা ছিল ২ শতাংশ। কিন্তু এ বছর ঋণ চুক্তির জন্য নির্ধারিত দুই প্রকল্পে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ হারে সুদ দাবি করে চিন। তবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সঙ্গে আলোচনা করে অবশেষে জিসিএল ঋণে সুদহার ২ শতাংশ এবং পিবিসি ঋণের সুদহার বাড়িয়ে ৩ শতাংশ করা হয়েছে।

ইআরডি সূত্র জানান, চিনের সঙ্গে এমওইউ অনুযায়ী ঋণ চুক্তির জন্য অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকা প্রকল্পগুলো হলো- চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ৭৮৩ একর জমিতে চায়না অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, সরকারি পাটকলগুলো আধুনিকায়ন, মংলা বন্দরের সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন, ঢাকা-সিলেট মহসড়ক চার লেন করা, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, সীতাকুন্ড-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ, আখাউড়া থেকে সিলেট পর্যন্ত মিটারগেজ রেললাইনকে ব্রডগেজে রূপান্তর, জয়দেবপুর থেকে ঈশ্বরদী পর্যন্ত ডবল লাইন ও ডবল গেজ রেললাইন নির্মাণ, রাজশাহী ওয়াসার জন্য পানি শোধনাগার নির্মাণ, পৌরসভার জন্য পানি সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, ছয়টি টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপন, গজারিয়া ৩৫০ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন।

প্রয়াত বিজেপি নেতার পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলার জন্য আমেঠিতে স্মৃতি

আমেঠি, ২২ জুন (হি.স.) : আমেঠির বারোলিয়ার প্রয়াত স্থানীয় বিজেপি নেতা সুরেন্দ্র সিং-এর পরিবারবর্গের সঙ্গে দেখা করতে শনিবার আমেঠির বারোলিয়ায় এলেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি এবং গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত।

এদিন প্রয়াত নেতার পরিবারবর্গের সঙ্গে কথা বলেন স্মৃতি ইরানি এবং প্রমোদ সাওয়ন্ত। এই প্রসঙ্গে গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ন্ত বলেন, সুরেন্দ্র সিং-এর মৃত্যুর ঘটনায় আমরা শোকাহত। তিনি একজন নিষ্ঠাবান দলীয় কর্মী ছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গের পাশে রয়েছে দল। মনোহর পারিক্কর সাংসদ থাকাকালীন এই গ্রামটিকে দত্তক নিয়েছিলেন। যদি উত্তরপ্রদেশ সরকার চায় তবে তাঁর স্মতিকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বারোলিয়ার শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সড়ক, পানীয় জল এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধান করা হবে।

২৫ মে বছর ৫০-এর সুরেন্দ্র সিং নামে বারাওলিয়ার প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সুরেন্দ্র সিং-কে মাথায় গুলি করে খুন করা হয়। নিজের বাড়িতে দুষ্কৃতীদের গুলিতে শনিবার রাত ১১টা ৩০ মিনিট নাগাদ খুন হন তিনি। এরপরই ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রাক্তন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধানকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলাকালীন তাঁর মৃত্যু হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানির ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন তিনি।

ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোসারী মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী কমিটি শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় শনিবার। ছবি- নিজস্ব

দিল্লিতে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার তিন শিশু ও এক মহিলার গলা কাটা দেহ, গ্রেফতার এক

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.) : দিল্লিতে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার তিন শিশু ও এক মহিলার গলা কাটা দেহ উ মৃত মহিলা ওই শিশুদের মা বলে জানা গেছে উ দিল্লির মেহেরাউলির এই ঘটনায় পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে উ জানা গেছে সে ওই শিশুদের বাবাউ মর্মান্তিক ঘটনা দিল্লিতে উ দিল্লির মেহেরাউলিতে স্ত্রী ও তিন শিশুকে হত্যা করে পালিয়ে গেল বাবা উ শনিবার ভোরে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার তিন শিশু ও এক মহিলার গলা কাটা দেহ উ উদ্ধার হওয়া দেহগুলির মধ্যে মাত্র দু'মাস বয়েসের একটি শিশুকন্যা রয়েছে উ অপর দুই সন্তানের বয়স সাত বছর ও পাঁচ বছর উ মৃত মহিলা ওই শিশুদের মা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে উ শনিবারের এই ঘটনায় পুলিশ মৃত মহিলার স্বামী উপেন্দ্র শুক্লকে গ্রেফতার করেছে উ এই ঘটনায় ধৃতের শাশুড়ি জানিয়েছেন, এদিন খুব ভোরে বাড়িতে তালা দিয়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন উপেন্দ্র শুক্লউ তিনি পেশায় গৃহশিক্ষক। তাঁকে ভোরে চুপিসাড়ে বেরোতে দেখে ফেলেন তিনি উ খারাপ কিছু ঘটেছে আঁচ করে প্রতিবেশীদের খবর দেন তিনি উ প্রতিবেশীদের ফোন পেয়ে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঢুকে উপেন্দ্রর স্ত্রী ও তাঁদের তিন সন্তানের গলা কাটা দেহ দেখতে পায় উ বাড়িতে হাতে উপেন্দ্রর লেখা একটি নোট পাওয়া গিয়েছেউ তাতে লেখা, সেই হত্যা করেছে সবাইকে। কিন্তু কেন এই খুন তার কারণ জানায়নিউ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পলাতক উপেন্দ্রর খোঁজ শুরু করে পুলিশ উ তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে উপুলিশ জানিয়েছে জেরাও ওই ব্যক্তি জানিয়েছে , শুক্রবার রাত দু'টো নাগাদ ওই হত্যাকাণ্ড ঘটেউ যে ছুরি দিয়ে চারজনকে খুন করা হয়েছে, তাও পাওয়া গিয়েছেউ পরে উপেন্দ্র ধরা পড়ে উ পুলিশের জেরার মুখে জানায়, গত কয়েক মাস ধরে সে মানসিক অবসাদে ভুগছিলউ কিন্তু কেন সে পরিবারের সকলকে খুন করল জানায়নি।

করিমগঞ্জের সেপেনজুরি চা বাগানের অচলাবস্থা কাটাতে জেলাশাসকের শরণাপন্ন শ্রমিককুল

পাথারকান্দি (অসম), ২২ জুন (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত পাথারকান্দি মহকুমার সেপেনজুরি চা বাগানের অচলাবস্থা দূর করতে জেলাশাসক এমএস মণিভন্ননের সঙ্গে দেখা করে তাঁর আশু হস্তক্ষেপ কামনা করে এক স্মারকপত্র প্রদান করেছেন সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা। এর আগে গতকাল তাঁরা বাগানে বিক্ষোভ প্রদর্শনও করেছেন।

আজ করিমগঞ্জ জেলা সদরে গিয়ে জেলাশাসক মণিভন্ননের কাছে সেপেনজুরি (মেদলি) বাগানের অচলাবস্থা কাটিয়ে তাকে মূল ছন্দে ফেরানোর দাবি সংবলিত স্মারকপত্র প্রদান করেছেন বাগান পঞ্চায়েত প্রধান-সহ পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালের ব্যক্তিগত সচিব পৃথ্বীশ দাস, অন্তু বাল্মীকদাস প্রমুখ। স্মারকপত্র দিয়ে হিন্দুস্থান সমাচার-এর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে তাঁরা বলেছেন, গত কয়েকমাস ধরে তিলে তিলে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তিগত মালিনাধীন সেপেনজুরি চা বাগানে। এতে শ্রমিক-সহ বাগান কর্মচারীদের মধ্যে দিনের পর দিন হতাশার সৃষ্টি হচ্ছে। এক সময় এই বাগানোর যথেষ্ট সুনাম ছিল। বর্তমানে বাগানে সৃষ্ট অচলাবস্থার দরুন রাতের ঘুম উবে যাবার উপক্রম হয়েছে শ্রমিক ও কর্মচারীদের।

ভুক্তভোগীরা বলেন, কয়মাস ধরে নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না তাঁরা। ফলে বাগান শ্রমিকদের সার্বিক পরিস্থিতি বেহাল হয়ে পড়েছে। তাঁদের অভিযোগ, বাগান কর্তৃপক্ষ বাগানের নিয়মিত পরিচর্যা করছে না বলে চারা গাছের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়ছে। আবর্জনা ও আগাছায় ভরে গেছে গোটা বাগান। এতে বাগানের চা পাতার উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। উদ্ভূত এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পেতে শুক্রবার বাগান শ্রমিকরা জমায়েত হয়ে আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে মালিকপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। বিক্ষোভ প্রদর্শনে অন্যান্যদের সঙ্গে ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ টি সেলের মহিলা নেত্রী মুন স্বর্ণকার, অনিল তেওয়ারি, অন্তু বাল্মিকদাস প্রমুখ।

ছয়ের পাতায়

অম্বুবাচি : লাখো ভক্তের সমাগমে উচ্ছ্বল কামাখ্যা ধাম, তৎপর প্রশাসন

গুয়াহাটি, ২২ জুন (হি. স.) : নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত বিখ্যাত শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিরে আজ রাতেই শুরু হয়ে যাবে অম্বুবাচির মহাযুগ। অন্যবারের মতো এবারও মেলা উপলক্ষ্যে দেশ-বিদেশের লাখো ভক্ত এসেছেন কামাখ্যা ধামে। সমস্ত নীলাচল পাহাড় লাল-গেরুয়া পোশাকে সজ্জিত সাধু-সন্ন্যাসীর ভিড়ে একাকার। এর মধ্যে রয়েছেন কালো পোশাক পরে তন্ত্র সাধক ও সাধিকা। যে দিকে চোখ যায় সে দিকে সশরীরে নানা দেব-দেবীর পদচারণা, ভক্তদের মাথা স্পর্শ করে আশীর্বাদ বা নৃত্যের দৃশ্য। না, এঁরা স্বর্গ থেকে মর্ত্যে অবতরণ করেননি। দেব-দেবীর সাজে সেজেছেন সাধু-সন্ন্যাসিনীরা। কেউ গায়ে ভস্ম মেখে শিব, তো কেউ নটরাজ, কেউ আবার কালী, নয়তো রাধা-কৃষ্ণ সেজে ভক্তদের আশিস দিচ্ছেন। আবার নিরালায় বহু তন্ত্রসাধক মগ্ন ধ্যানাসনে।

মৃগশিরা নক্ষত্রের শেষ পাদ এবং আর্দা নক্ষত্রের শুরুতে আজ (শনিবার) রাত ১-টা ৪০ মিনিট ১৮ সেকেন্ড মায়ের প্রবৃত্তি হবে। নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে কামাখ্যাধামে শুরু হয়ে যাবে দেবীর অম্বুবাচি যুগ। চার দিন পর ২৬ তারিখ বেলা ২-টা ৪ মিনিট ২২ সেকেন্ডে মায়ের নিবৃত্তি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মূল পর্বের সমাপ্তি ঘটবে। মা কামাখ্যা দেবালয়ের বড়দলৈ মোহিতচন্দ্র শর্মা ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন, আজ সন্ধ্যারতি এবং দেবী কামাখ্যাকে প্রদক্ষিণ করে মন্দিরের দরজা তিনদিনের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হবে। এর পর ২৬ তারিখ বেলা ২:৪:২২টায় মায়ের নিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত অম্বুবাচি উপলক্ষে ২৩, ২৪ এবং ২৫ জুন মন্দিরের দরজা সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। তবে, ২৬ জুন মন্দিরের দরজা সকাল ছয়টায় খোলা হলেও বিকেল ৪:৩০টায় ফের বন্ধ করে দেওয়া হবে রাতের জন্য।

এদিকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পর্কে মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু জানান, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার প্রতি খেয়াল রেখে এবার অম্বুবাচির কয়েকদিন অর্থাৎ আজ (২২ জুন) থেকে ২৬ জুন পর্যন্ত কামাখ্যাধামে ওঠা-নামা করতে কোনও গাড়িঘোড়া যাতায়াতের অনুমতি দেওয়া হবে না। সবাইকে নীলাচল পাহাড়ের পাদদেশ থেকে পায়ে হেঁটে উঠতে হবে কামাখ্যা মন্দির চত্বরে। কামাখ্যাধাম পর্যন্ত যাতায়াত পথে স্থানে স্থানে থাকবে পানীয় জলের ব্যবস্থা, পর্যাপ্ত আলো ও সুরক্ষার বিশেষ ব্যবস্থা। এছাড়াও পাদুকা রাখার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিনি জানান, প্রচণ্ড গরমে তপ্ত রাস্তায় তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য কার্পেট বিছানো হবে। জুতো খুলে তীর্থযাত্রীরা কার্পেটের ওপর দিয়ে খোলা পায়ে হেঁটে যেতে পারবেন।

কামরূপ মহানগরের জেলাশাসক বিশ্বজিৎ পেগু আরও জানান, অন্যবারের মতো এবারও মেলাকে কেন্দ্র করে সুরক্ষার ওপর বিশেষ ব্যবস্থাস্বরূপ কামাখ্যা দেবালয় চত্বরে ১২০ জন স্থায়ী সুরক্ষা কর্মী নিয়োজিত করা হয়েছে। রয়েছেন ৪০০ জন স্কাউটগাইড, ৪০০ জন স্বেচ্ছাসেবক এবং ১৪০ জন অস্থায়ী সুরক্ষাকর্মী। এছাড়া মন্দিরের আশপাশ-সহ গোটা মন্দির চত্বরে ৫৮০টি সিসিটিভি ক্যামেরা সংস্থাপন করা হয়েছে। জেলাশাসক জানান, রাখা হয়েছে ডেস্কস্ক্যানার, মেটাল ডিটেক্টর এবং সাদা পোশাকে পুলিশ। তাঁরা ভক্তকুলের ভিড়ে মিশে থাকবেন। বেলেল্লাপনা দেখলেই অন-স্পট ব্যবস্থা নেবেন তাঁরা। তাছাড়া, স্বচ্ছতার ওপর এবার অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়ে তিনি বলেন, এজন্য ১২০ জন স্থায়ী সাফাইকর্মী ছাড়াও ২০০ জন অস্থায়ী সাফাই কর্মী মন্দির পরিচালন কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে নিয়োগ করা হয়েছে।

অম্বুবাচির সময় তামাক বিক্রি ও কেনা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বলে জানান জেলাশাসক। এছাড়া দর্শনার্থীদের জুতো-স্যান্ডেল রাখার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে তাঁরা নির্দিষ্ট স্থানে তাঁদের পাদুকা রেখে কামাখ্যামন্দিরে যেতে পারেন। তিনি জানান, স্বচ্ছতা ও পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অম্বুবাচি মেলার সময় তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য ২৪ ঘণ্টা পানীয় জল, বিদ্যুৎ ও স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা হাতে নেওয়া হয়েছে। মন্দিরের স্বচ্ছতার জন্য রাত ১২টা থেকে ভোর ৫-টা পর্যন্ত কামাখ্যাধামে তীর্থযাত্রী বা অন্যদের যাতায়াতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে, জানান জেলাশাসক বিশ্বজিত পেগু।

এদিকে অসম পর্যটন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান জয়ন্তমল্ল বরুয়া জানান, অন্যবারের মতো এবারও অম্বুবাচি চলবে চারদিন। জানান, এ বছর ভক্ত সমাগম গতবারের চেয়ে কমপক্ষে ২০ শতাংশ বাড়বে। তাই ভক্তদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে যাবতীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। তবে অন্যান্য বারের চেয়ে এবার বহিঃ রাজ্য থেকে আগত ভক্তকুল এবং পর্যটকদের জন্য শিবিরের সংখ্যা কমানো হয়েছে। এবার মোট চারটি শিবিরের মধ্যে সবচেয়ে বড় শিবির গড়া হয়েছে ফ্যান্সিবাজারে পুরনো কারাগার এলাকায়। অন্যবারের মতো কামাখ্যা রেলস্টেশনে এবার কোনও ভক্ত-শিবিরের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। যে চারটি শিবির গড়া হয়েছে সেগুলো ফ্যান্সিবাজার, পাণ্ডু পুরনো স্টেশন, বড়ি পাড়া হাইস্কুল খেলার মাঠ এবং নাহরবাড়িতে। তাঁদের আশা, এ-বছর ভক্ত-পর্যটকের সংখ্যা ২৫ লক্ষ ছাড়াতে পারে।

পর্যটন চেয়ারম্যান জানান, এবার কামাখ্যা রেলস্টেশন প্রাঙ্গণে শিবিরের বদলে তথ্যকেন্দ্র, নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র, সুরক্ষা শিবির এবং যাত্রীদের নির্দিষ্ট শিবিরে যাওয়ার জন্য বাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। অস্থায়ী শিবিরগুলিতে পর্যাপ্ত সংখ্যায় অস্থায়ী শৌচাগার, স্নানাগার ইত্যাদির সুব্যবস্থা করা ছাড়াও শিবিরস্থানকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হবে। তাছাড়া ফুড ইনস্পেক্টরের দ্বারা পরীক্ষিত খাদ্য সামগ্রী এই সব শিবিরগুলিতে পরিবেশন করা হবে। বিশুদ্ধ পানীয় জল, প্রতিটি শিবিরে ২৪ ঘণ্টা স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য ডাক্তার, নার্স-সহ চিকিৎসাকর্মী নিয়োগ করা হয়েছে।

তিনি বলেন, ধর্মীয় সমাবেশ অম্বুবাচি মেলা নীলাচল পাহাড়ে শক্তিপীঠ মা কামাখ্যা ধামে অনুষ্ঠিত হলেও এর সঙ্গে সংগতি রেখে পাহাড়ের পাদদেশে সোনারাম ময়দানে ভক্তিমেলা তথা অম্বুবাচির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হয়েছে গতকাল (২১ জুন) বিকেলে। কেন্দ্রীয় পর্যটনমন্ত্রী প্রহ্লাদসিং প্যাটেল ও মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এই মেলার উদবোধন করেছেন। এর পর রাত আটটা থেকে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ভক্তিসংগীত ও তাঁর অন্য গান পরিবেশন করেছেন সুফিগায়ক কৈলাশ খের। জয়ন্তমল্ল জানান, ভক্তিমেলায় প্রতিদিন বিকেল তিনটে থেকে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত দেবী ভাগবত পাঠ করবেন দিল্লির দিব্যজ্যোতি জাগৃতি সংস্থানের প্রমুখ বাগ্মী সাধ্বী অদিতি ভারতী।

জয়ন্তমল্ল বরুয়া জানান, মেলার সঙ্গে সম্পৃক্ত পূর্ত বিভাগ, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি বিভাগ, স্বাস্থ্য বিভাগ, বিদ্যুৎ কোম্পানি, গুয়াহাটি পুর নিগম, পুলিশ বিভাগ, পুলিশ ও স্বাস্থ্যের আপৎকালীন বিভাগ, পরিবহণ, এনডিআরএফ-এসডিআরএফ প্রভৃতি বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা অহর্নিশ কাজ করছেন। মেলাকে সর্বাঙ্গসুন্দর ও নির্ঝঞ্ঝাট করতে সকল বিভাগের কর্তারা সংঘবদ্ধভাবে নিষ্ঠা সহকারে কাজে ব্রতী হয়েছেন, জানান পর্যটন উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান জয়ন্তমল্ল বরুয়া।

তিনি আরও জানান, এ-বছর অম্বুবাচি মেলা উপলক্ষ্যে কামাখ্যামন্দিরে যাওয়ার জন্য মন্দিরের মূল রাস্তা ছাড়াও মেখেলা ওজোয়া রোড, পাণ্ডু হয়ে রাস্তা এবং কালিপুর থেকে যাওয়া রাস্তাগুলোকে ভক্তদের জন্য খোলা হয়েছে। এই রাস্তাগুলিতে বিশ্রাম-ছাউনি, পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকার পাশাপাশি দেবী বন্দনা সংবলিত সাউন্ড সিস্টেমের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে পুণ্যার্থীদের ক্লান্তি দূর হয়।

উল্লেখ্য, গুয়াহাটির নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত কামাখ্যা মন্দির সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৮০০ কিলোমিটার উপরে। দেবীর ৫২ শক্তিপীঠের মধ্যে অন্যতম শক্তিপীঠ। তন্ত্রমন্ত্রের স্পর্শ সংবলিত মন্দির সম্পর্কে অনেক প্রাচীন ও অলৌকিক কথা প্রচলিত রয়েছে। পৌরাণিক মতে, ভগবান বিষ্ণু যখন চক্র দিয়ে সতীর দেহকে টুকরো টুকরো করেছিলেন, তখন এই নীলাচল পাহাড়ে কামাখ্যাধামে দেবীর যোনি কেটে পড়ে।

সেই অনাদি যুগ থেকে প্রতি বছর অম্বুবাচির সময় তিন বা চারদিন বিশেষভাবে মন্দিরের দরজা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় পূজা-পার্বণ সমস্ত কিছু বন্ধ থাকে। বলা হয়, মা কামাখ্যা এ সময় রজঃস্বলা হন। তখন শক্তিপীঠ কামাখ্যাধামে আধ্যাত্মিক শক্তি বহুগুণ বেড়ে যায়। তাই অম্বুবাচি উপলক্ষ্যে আধ্যাত্মিক সাধনার জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক সাধুসন্ত আসেন কামাখ্যাধামে। অম্বুবাচি উৎসব কৃষির সঙ্গেও যুক্ত।

মালদায় জমির দখল কেন্দ্র করে দুই পরিবারের সংঘর্ষের জখম সাতজন

মালদা, ২২ জুন (হি.স.) : জমির দখল কেন্দ্র করে দুই ভাইয়ের পরিবারের সংঘর্ষে উত্তপ্ত মালদা জেলার পুখুরিয়া থানার সম্বলপুর এলাকায়। শনিবারের এই সংঘর্ষের ঘটনায় জখম উভয় পক্ষের মহিলা সহ সাতজন। গুরুতর জখম আবস্থায় সাত জনকে মালদা মেডিকেলে নিয়ে আসে পরিবারের লোকেরা। এক জনের আবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে কলকাতায় রেফার করা হয়। উভয় পক্ষ পুখুরিয়া থানায় অভিযোগ জানালে তদন্তে নামে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, নূর হোসেন ও আব্দুল কায়েম দুই ভাই। বাবা সেকেন্দা কাজি গত কয়েক বছর আগে মারা গিয়েছে। তার দুইটি বিয়ে। দুই পক্ষের দুই ছেলে নূর হোসেন ও আব্দুল কায়েমের মধ্যে পাঁচ শতক জমির দখল নিয়ে বিবাদ চলছে বেশ কিছুদিন থেকে। গ্রাম্য সালিশি

ছয়ের পাতায়

শনিবার রাজ্যে ফিরে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক দলীয় কর্মীদের সাথে। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

বিনোদ মেহেরা: সত্যিই কি রেখাকে না পেয়ে মারা গিয়েছিলেন এই বলিউড নায়ক?

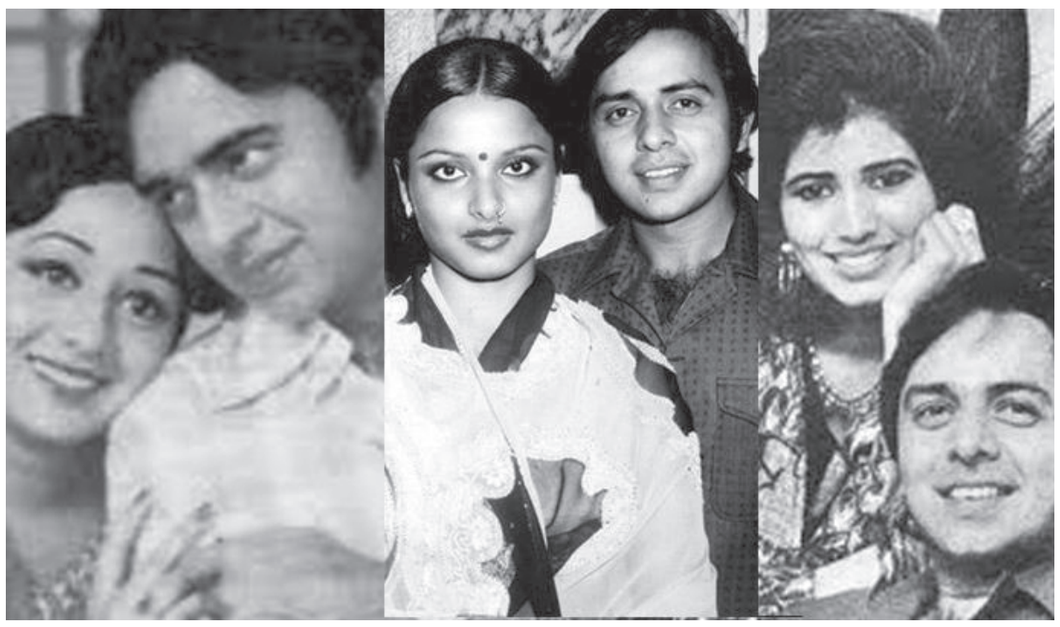

এএনএম নিউজ ডেস্ক: দেখতে অতি ভদ্র, নায়ক সুলভ চেহারা, পারফেক্ট হাসবেন্ড হওয়ার মতো একটা ব্যাপার ছিল তাঁর মধ্যে। কিন্তু কোনোদিনই পারফেক্ট হাসবেন্ড হতে পারেন নি বিনোদ। প্রেমে যখন পাগল তখন রেখাও তাঁকে অস্বীকার করলো। গোটা বলিউডে এটা ওপেন সিক্রেট যে রেখার সঙ্গে বিনোদ মেহেরার বিয়েও হয়ে গিয়েছিল, তাহলে কী এমন হলো যে রেখার সঙ্গে তিনি থাকতে পারলেন না। কিংবা রেখার সঙ্গে সংসার না করার আসল কারনটা কী?রেখার সঙ্গে "ঘর" ছবিতে বিনোদ মেহেরাসিনেমা জগতে আসার পর পরই প্রায় সমস্ত বিখ্যাত অভিনেত্রীদের সঙ্গে অভিনয় করে ফেলেছিলেন বিনোদ মেহেরা। এবং অভিনেত্রীরাও এই সুদর্শন যুবকের সঙ্গে কাজ করতে পছন্দ করতেন। সব রকম অভিনয়েই বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন এই অভিনেতা। একটি বিশেষ শ্রেণীর ফ্যান ফলোয়িং তৈরি হয়েছিল এই অভিনেতার। একের পর এক প্রচুর সিনেমা করে যাচ্ছেন। কিশোর কুমারের গানে প্রচুর লিপ দিয়েছেন। এমন কিছু গান আছে, যেখানে সিনেমাগুলি না মনে থাকলেও ভারতীয় দর্শক মনে রেখেছেন গানটিকে। অনেকেই মনে করেছিল রোম্যান্টিক হিরোর ল্যুক নিয়ে আসা এই অভিনেতা বলিউডে বিশেষ ছাপ রাখবে। কিন্তু তাঁর প্রেম বা নারী আসক্তিই তাঁর ধ্বংসের কারন হয়ে দাঁড়ালো।তাঁর জীবনে প্রথম ধাক্কাটি এসেছিল অভিনেত্রী রেখার কাছ থেকে। সবচেয়ে বেশি সিনেমা তিনি করেছিলেন রেখার সঙ্গেই। রেখা প্রথম থেকেই বিনোদকে তেমন গুরুত্ব দিতে নারাজ ছিলেন। কিন্তু পরে রেখাও বিনোদের কাছাকাছি চলে আসেন। দুজনের মধ্যে একটি ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়। দুজনেই একটা সময় বিয়ে করতে রাজি হয়। কিন্তু রেখার দক্ষিণ ভারতীয় পরিবার বিনোদের সঙ্গে তাঁর এই মেলামেশা কোনোদিন পছন্দ করতেন না। মনে করতেন যে রেখার যোগ্যতার সমতুল্য বিনোদ নন। তাই সামাজিক বিয়ে কোনো দিন হয়নি তাদের। তবে বলিউডে আজ শোনা যায় যে তাঁরা বিয়েও করেছিলেন। এদিকে রেখার সঙ্গে তখনও অমিতাভ বচ্চনের বিশেষ কোনো সম্পর্ক তৈরি হয়নি।তবে বিনোদ বিয়ে করেছিলেন আরও ৩টি। প্রথম বিয়ে তাঁর হয় মায়ের পছন্দের মেয়ে মীনা ব্রোকার সঙ্গে। কিন্তু তাঁর সঙ্গে খুব বেশিদিন ঘর করতে পারেন নি বিনোদ। ওদের ডিভোর্স হয়ে য ায়। দ্বিতীয় বিয়ে বিনোদ করেছিলেন সে সময়ের আরেক বিখ্যাত অভিনেত্রী বিন্দিয়া গোস্বামীর সঙ্গে। বিন্দিয়া তখন বলিউডের অনেক নায়কেরই রাতের ঘুম কেড়েছেন। আর তখনই তিনি বিয়ে করলেন বিন্দিয়াকে। কিন্তু বিন্দিয়া বিনোদের সঙ্গে অ্যাডজাস্ট করতে পারেনি। এদিকে রেখার সঙ্গে তখনও বিনোদের সম্পর্ক ছিল বলে শোনা যায়। অবশেষে বিন্দিয়া বিনোদকে ছেড়ে চলে যান। এবং বিয়ে করেন বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টর প্রোডিউসর জেপি দত্তর সঙ্গে।বিনোদ মেহেরার শেষ স্ত্রীর নাম হলো কিরণ। সেই কিরণের সঙ্গেই নিজের জীবনের শেষ দিনগুলো কাটিয়েছিলেন বিনোদ। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত কিরণের সঙ্গেই ছিলেন বিনোদ। একে ওপরকে খুব ভালোবাসতেন তাঁরা দুজন।এবার আসা যাক তাঁর মৃত্যু আসল কারনে। রেখার কারনে বিনোদ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন এই ধারনা একেবারেই ভুল। আসল কারনটা তাহলে বলি। ৮০-র দশকে যখন বিনোদের অনেক সম্পত্তি, টাকা-পয়সা হয়ে গিয়েছে, তখন তিনি একটি বিগ বাজেট সিনেমা শুরু করেন নিজের টাকা দিয়ে। সেই ছবিতে তিনি নায়ক হিসেবে নিয়েছিলেন ঋষি কাপুর ও অনিল কাপুরকে এবং নায়িকা ছিলেন শ্রীদেবী। এতজন স্টারকে নিয়ে হওয়া সিনেমাতে সমস্যা শুরু হয় ডেটস নিয়ে। ফলে ছবির স্যুটিং দেরি হয়ে গেল। কখনও স্যুটিং-এ শ্রীদেবী আসতেন না আবার কখনও ঋষি কাপুর আসতেন না। প্রচুর টাকা খরচ হয়ে গিয়েছিল। এই সিনেমার নাম ছিল গুরুদেব। রাতের পর রাত ঘুম আসতো না বিনোদের। বাজারে প্রচুর ধার-দেনাও হয়ে গিয়েছিল। এরই মাঝে একদিন হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান বিনোদ মেহেরা। সিনেমা মাঝ পথেই আটকে যায়। যদিও তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী কিরণ সিনেমাটা সম্পূর্ন করেন। এবং ১৯৯৩ সালে গুরুদেব রিলিজ করে।

গোলাপের সুগন্ধের জিনগত রহস্য

প্রথমবারের মতো গোলাপের জিনগত কাঠামো উন্মোচন করলেন বিজ্ঞানীরা। এই রহস্য উন্মোচন করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা এমন কিছু পেয়েছেন, যা বিস্ময় তৈরি করেছে।

আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানীদের একটি দল এই গবেষণা করেছে। ওই বিজ্ঞানীরা জানান, আগামীতে নতুন রং এবং গন্ধসমৃদ্ধ গোলাপ তৈরি করা যাবে ফ্রান্সের লিও শহরে এই গবেষণা প্রকল্পটিতে নেতৃত্ব দিয়েছেন মোহাম্মেদ বেনদাহমানে।

মোহামেদ বেনদাহমানে জানান, আট বছর ধরে গবেষণার পর তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন কোন জিন গোলাপের গন্ধ তৈরি করে। আর কোন জিন রং তৈরি করে। এছাড়া কোন জিনটি ফুলের স্থায়িত্ব বাড়ায়।

এই গবেষণায় ছিলেন ফ্রান্স , জার্মানি, চীন এবং ব্রিটেনের ৪০ বিজ্ঞানী তাদের এই গবেষণা এথকে এখন জানা যাবে কেন গোলাপের রং এবং গন্ধ এত ভিন্ন ভিন্ন হয়। গোলাপ চাষীরা এখন আরও সুন্দর গং এবং মিষ্টি গন্ধের নতুন জাতের গোলাপ চাষ করতে পারবেন।

যে গোলাপগুলোতে পোকা লাগবে এবং ফুলদানিতে আরও বেশিদিন তাজা থাকবে। উল্লেখ্য, হাজার

হাজার বছর আগে সম্ভবত চীনে প্রথম গোলাপের চাষ শুরু হয়। সুগন্ধি তৈরির জন্য রোমান সাম্রাজ্যের

সময় মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক গোলাপ চাষ করা হতো।এছাড়া বিভিন্ন রাজকীয় অনুষ্ঠানে গোলাপের পাপড়ি ছিটানোর চলছিল ওই সময়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে গোলাপ রাজসিংহাসন দখলের প্রতীক হয়ে উঠেছিল।

কোমর ব্যথার কারণ

পি এলআইডি বা লাম্বার ইন্টারভার্টিব্রাল ডিস্ক প্রল্যাপস। পিএলআইডি তিন মাত্রার হতে পারে স্বল্প, মাঝারি ও তীব্র মাত্রা।

লক্ষ্মণ ঃ প্রধান লক্ষণ কোমর ব্যথা। ব্যথা কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত চলে যেতে পারে। পায়ে ঝিঁঝি ধরতে পারে বা শিরশিরে অনুভূতি হতে পারে। অনেক রোগী বলে থাকেন পা চাবাচ্ছে। সামনে ঝুঁকলে ব্যথা বাড়ে , রোগী বেশিক্ষণ হাঁটতে বা দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন না। অনেকে শোয়া থেকে উঠে বসতেই পারেন না। তীব্র পিএলআইডির ক্ষেত্রে ব্যথা ছাড়াও স্নায়ুজনিত বিভিন্ন লক্ষ্মণ থাকতে পারে।রোগ নির্ণয় ঃ মেরুদণ্ডের কোমরের অংশ পাঁচটি কশেরুকা দ্বারা গঠিত। এর নি থাকে স্যাক্রাম। এই হাড়ের মাঝে তালের শাঁসের মতো স্থিতিস্থাপক চাকতি থাকে। এগুলো শক এবজর্বারের ভূমিকা পালন করে। সামনে ঝোঁকা, ডানে বামে, বাঁকা হওয়া, হাঁটা, শোয়া, বসাসহ প্রায় সব মুভমেন্টেই এই চাকতি ভূমিকা পালন করে।

পিএলাইডিতে এই চাকতিটি তার অবস্থান থেকে সরে যায় এবং সরে যাওয়া চাকতিটি গোড়ায় চাপ প্রয়োগ করে, ফলে কোমরে ব্যথা শুরু হয়। বায়ুগুলো যেহেতু কোমর থেকে বের হয়ে পায়ের দিকে চলে গেছে তাই পায়ের দিকেও ব্যথা অনুভূত হতে পারে। তবে এটি নির্ভর করে কোন স্নায়ুর গোড়াটি চাপে পড়ল এবং চাপের ধরণ ও মাত্রা কেমন। ডিস্কটি অক্ষত থেকে স্নায়ুকে চাপ দিতে পারে আবার এর পর্দা ছিঁড়ে এর ভেতরের নিউক্লিয়াস ও জেলি বেরিয়ে এসে তা স্নায়ুরগোড়ায় চাপ দিতে পারে।

যেভাবে আসলো মেহেদীর প্রচলন

ঈদে মেহেদীর রঙে হাত সাজানো খুব জনপ্রিয় একটি রীতি। এছাড়া বিয়ে জন্মদিন সহ নানা অনুষ্ঠানে মেহেদীর রঙে হাত না রাঙালে অনেকের কাছেই উৎসবের পরিপূর্ণতা পায় না।

মেহেদি পাতা বেটে, শুকিয়ে গুড়া করে বাপেস্ট করে শরীরের বিভিন্ন স্থান রাঙানো ইতিহাস বহু পুরনো। আর উৎসবে বিশেষ করে ঈদ হলে তো কথাই নেই। বিয়েতে বর কনের হাতে মেহেদি থাকা চাই ই চাই। মেহেদির দেয়ার কারণে কখনো কোন অ্যালার্জি বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার নজির না থাকায় যুগে যুগে এর জনপ্রিয়তা একবিন্দু কমেনি, বরং বেড়েছে।

মেহেদি দেয়ার ইতিহাস অনেক আগের। তবে ঠিক কবে কোথায় মেহেদির আবিস্কার হয়েছিলো তার সঠিক কোন দিনক্ষণের ব্যাপারে কোন তথ্য মেলেনি।

ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও গবেষক তৌহিদুল হক জানিয়েছেন, লিখিত কোন দলিল না থাকলেও ইসলামের নবী হযরত মোহাম্মদ এর মেহেদি ব্যবহারের তথ্য মুসলমানদের এই মেহেদি ব্যবহারের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে। পরে ভারতীয় উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্য এই মেহেদি দেয়ার প্রথাকে আরও প্রসারিত করে। তৌহিদুল হক বলেন, মেহেদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে হযরত মোহাম্মদ স এর একটি উক্তি রয়েছে।

এই বিষয়গুলোর ওপর নির্ভরকরে এই ভারতীয় উপমহাদেশে এক সময় মেহেদির ব্যবহার শুধুমাত্র মুসলিম জনগোষ্ঠী বা মুসলিম সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । পরবর্তীতে মুঘল সাম্রাজ্যের জনগণ এটাকে প্রসারিত করে।

বাংলাদেশ , ভারত ও পাকিস্তানে মেহেদির ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে এবং আফ্রিকায় যেসব দেশের ভাষা অ্যারাবিক সেসব দেশেও ব্যবহৃত হয় এই মেহেদি।

অধ্যাপক তৌহিদুল হক বলেছিলেন। বিশ্বের নানা দেশের মেহেদি ব্যবহার হচ্ছে কিন্তু এর কারণ বা উদ্দশ্য স্থানভেদে ভিন্ন।

তিনি জানান, শুরুতে মেহেদির প্রচলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের জায়গা থেকে শুরুহলেও পরে এই প্রথাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে। তবে এখন মানুষ এখন এটাকে সার্বজনীন রূপে গ্রহণ করেছে। তবে একেক দেশে একেক ধরনের কারণ আর উদ্দেশ্যে মেহেদি ব্যবহার হয়।

তিনি জানান, শুরুতে মেহেদির প্রচলন ধর্মীয় দৃষ্টিকোণের জায়গা থেকে শুরু হলেও পরে এই প্রথাটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয় পেয়েছে। তবে এখন মানুষ এখন এটাকে সার্বজনীন রূপে গ্রহণ করেএছ।তবে একেক দেশে একের ধরনের কারণ আর উদ্দেশ্যে মেহেদি ব্যবহার হয়।

ইতিহাসের বইগুলোয় মিসরের ফারাও সাম্রাজ্যে মমির হাতেও পায়ের নখে মেহেদির মতো রঙ দেখা যায়। তবে সেটা মেহেদি দিয়ে রাঙানো কিনাসেটানিশ্চিত হওয়া যায়নি। আবার বর্তমান যুগে বিভিন্ন ধর্মের বিয়ের উৎসবে মেহেদি সন্ধ্যা নামে আলাদা একটি দিনের আয়োজন করা হয় যেখানে বর করনে থেকে শুরু করে পুরো পরিবার আনন্দে মেতে ওঠে শুধুমাত্র মেহেদির রঙে নিজেকে রাঙিয়ে তুলতে।

আবার অনেক চামড়ার বিভিন্ন রেগের জন্য হার্বাল ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করছে এই মেহেদি।

আমের রোগবালাই পোকামাকড় দমন

আম গাছে প্রচুর মুকুল আসলেও ফল না ধরার কারণ ও তার সমাধান আম গাছে প্রচুর মুকুলদেখাদিলেও আম ধরে না বা খুব কম ধরে, যা একটি গুরুতর সমস্যা।এর অনেক কারণ থাকতে পারে। প্রথমতঃ শোষক বা হপার পোকার উপদ্রবের জন্য এটি হতে পারে। ফুল আসার পর পূর্ণাঙ্গ শোষক পোকা ও তার নিম্ফগুলো ফুলের রস টেনে নেয়। ফলে সময় ফুলগুলো একসময় শুকিয়ে ঝরে যায়। একটি হপার পোকা দৈনিক তার দেহের ওজনের ২০ গুণ পরিমাণ রস শোষণ করে খায় এবং প্রয়োজনের অতিরিক্ত আঠালো রস মলদ্বার দিয়ে বের করে দেয়, যা মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস নামে পরিচিত। এ মধুরস মুকুলের ফুল ও গাছের পাতায় জমা হতে থাকে য়ার ওপর এক প্রচার ছত্রাক জন্মায়। প্রতিকার হিসেবে আম বাগান সব সময় পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে বিশেষ করে গাছের ডালপালা যদি ঘুব ঘন থাকে তবে প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছাঁটাই করতে হবে, যাতে গাছের মধ্যে প্রচুর আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে। আমের মুকুল যখন ৮/১০ সেমি লম্বা হয় তখন একবার এবং আম মটর দানার মতো হলে আর একবার প্রতি লিটার জলে ১ মিলি হারে সাইপারমেথ্রিন অতবা কার্বারিল ২ গ্রাম / লিটার মিশিয়ে সম্পূর্ণ গাছ ভিজিয়ে স্প্রে করতে হবে। আমের হপার পোকার কারণে সুটিমোল্ড রোগের আক্রমণ অনেক সময় ঘটে, তাই সুটিমোল্ড দমনের জন্য প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম হারে সালফার জাতীয় ওষুধ ব্যবহার্য কীটনাশকের সঙ্গে মিশিয়ে স্প্রে করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ মেঘলা আকাশ ও কুয়াশা থাকার কারণে মুকুলে পাউডারি মিলডিউ রোগ দেখা দেয়। ফলে অতি দ্রুত মুকুলের গায়ে সাদা সাদা পাউডারের মতো দেখা দেয় এবং একপর্যায়ে প্রায় সব মুকুল কালো হয় ঝরে যায়। সালফারঘটিত ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম ভালোভাবে মিশিয়েস্প্রে করতে তা দমন করা যায়। তাছাড়া এনথ্রাকনোজও এ সময় দেখা দেয়। ফলে সমস্যা মুকুল কালো হয়ে ঝড়ে পড়ে। এক্ষেত্রে ম্যানকোজের প্রতি লিটার জলে ২ গ্রাম মিশিয়ে স্প্রে করতেহবে। তৃতীয়তঃ গবেষণায় দেখা গেছে, আবহাওয়া, পোকামাকড় ও রোগ কোন কারণে এটি গটে না। আমের পুষ্পমঞ্জুরিতে এক লিঙ্গ ও উভলিঙ্গ ফুল কে সঙ্গে থাকে। ভাল ফলনের জন্য বেশি বেশি উভলিঙ্গ ফুলের দরকার। কিনা যে সব গাছে ১০ শতাংশের কম উভলিঙ্গ ফুল থাকে তারা স্বভাবতই স্বল্প ফলনশীল জাত। কাজেই ভাল ফলন, পেতে হলে এসব জাতের আম চাষ না করাই ভাল। চতুর্থতঃ গাছে ফুল ফোটার সময় কুয়াশা, মেঘলা আবহাওয়া বা বৃষ্টি থাকলে ফুলের পরাগ সংযোগ ব্যাহত হয় । যার ফলেপ্রচুর ফুল ফুটলেও সময় মতো পরাগ সংযোগ না হওয়ায় সেগুলো ঝরে যায় বা ফলন হয় না। তাছাড়াঅনেক সময় গাছে অস্বাভাবিক পুষ্পমঞ্জুরি দেখা যায়। এমন মুকুলেস্ত্রী ফুলেরসংখ্যা খুব কম। ফলে কদাচিৎ ফল উৎপন্ন হয় এবং শেষ পর্যন্ত সেটি টিকে থাকে না। মুকুল ক্রমেই শুকিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গাছে থেকে যায়। এমন অবস্থায় আক্রান্ত মুকুল গাছ থেকে কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা উচিত। আবার জমিতে ফসফেট, দস্তা ইত্যাদি খাদ্যের অভাব, ফল ধরার পর জমিতে রসের অভাব ইত্যাদি কারণেও অসময়ে ফুল ও ফল ঝরে যায়। এ কারণগুলো নিয়ন্ত্রণ করেও যদি ফল ঝরতে দেখা যায়, তাহলে 'প্লানোফিক্স' ২মিলি ৪.৫ লিটার জলে মিশিয়ে আম ফলের গুটি মটর দানার মতো হলে একবর আর মার্বেল আকৃতির হলে আর একবার স্প্রে করল ফল ঝরা বন্ধ হবে।

সিভি লেখার আগে যেসব বিষয় খেয়াল রাখবেন

চাকরির ক্ষেত্রে সিভি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। চাকরি হবে কিনা তাও বেশিরভাগ সময় নির্ভর করে আপনার সিভিটা কতটা ব্যতিক্রম। সিভি ফার্স্ট ইমপ্রেশন তৈরি করতে যে সাহায্য করবে সেটা নিয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই।

আসুন জেনে নেই সিভি লেখার আগে যেসব বিষয়ে খেয়াল রাখবেন।

বেকারত্ব

আপনার চাকরি জীবনের ধারাবাহিকতায় দেখা গেল ছয় মাস আপনি বেকার ছিলেন, এই ধরনের গ্যাপ প্রতিষ্ঠানের মানবসম্পদ বিভাগ পছন্দ করে না। তাই সিভিতে এই বিষয়গুলো এড়িয়ে চলুন।

নেটওয়ার্ক

আপনি যে বিষয়ে পড়াশুনা করলেন কিংবা আপনার, অভিজ্ঞতা কতটুকু ভালো সেগুলো তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং আপনার চাকরিদাতা দেখবে আপনার নেটওয়ার্কয়ের ক্ষমতা কতটুকু।

ইমেইল আইডি

আপনার ইমেইল ঠিকানার মাধ্যমে আপনার ব্যক্তিত্ব অনেকটাই বোঝা যায়। তাই খেয়াল রাখতে হবে উদ্ভট কিংবা অশালীন অর্থ বহন করে এইরকম কোনও ইমেইল আইডি সিভিতে দেবেন না।

এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার তথ্য

আপনার বয়স যদি ৫০ কিংবা ৬০ হয়, কিংবা কোনও সিনিয়র পোস্টে চাকরির আবেদনের ক্ষেত্রে আপনার এসএসসি, এইচএসসি পরীক্ষার তথ্য সিভিতে দিতে যাবেন না।অভিজ্ঞতা

আপনার সিভিতে সবচেয়ে বেশি জায়গা ব্যবহার করবেন আপনার অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে। কারণ আপনার চাকরিদাতা এই অংশটিই সবচেয়ে খুঁটিয়ে পড়েন।

চাকরির সঙ্গে মিলিয়ে সিভি বানান

যে চাকরির জন্য আবেদন করছেন সে চাকরির সঙ্গে মিলিয়ে সিভি বানান।

একই সিভি সব জায়গায় জমা দেবেন না।

দুই পাতা

চাকরি জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন? তাহলে সিভি বানাবেন এ ফোর সাইজের এক পাতায় আর সিনিয়র হলে দুই পাতায়। এর বেশী কখনোই নয়।

নভোচারীকে প্রশিক্ষণ দেবে অ্যাপ

মার্কিন মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান নাসার সঙ্গে মিলে স্পেস নেশন নেভিগেটর সাধারণ মানুষের মহাকাশ ভ্রমণের স্বপ্ন পূরণ করতে এনেছে নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ ।অ্যাপটি তৈরি করেছে স্পেস নেশন। অ্যাপটিকে 'বিশ্বের প্রথম নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপ' হিসেবে দাবি করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। অ্যাপটিতে মিনি গেম, কুইজ, ফিটনেস চ্যালেঞ্জ এবং ন্যারোটিভ অ্যাডভেঞ্চারের মাধ্যমে গ্রাহককে নভোচারীদের মৌলিক কৌশলগুলো শেখানো হবে বলে প্রতিবেদনে জানিয়েছে ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড মিরর। 'স্পেস নেশন অ্যাস্ট্রোনট প্রোগ্রাম' এর প্রথম ধাপ হিসেবেও দেখা হচ্ছে স্পেস নেশন নেভিগেটর অধ্যাপক। বৈশ্বিক এ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে একজন বিজ্ঞানী মহাকাশ ভ্রমণের সুযোগ পাবেন। ১২ এপ্রিল বিশ্বজুড়ে বিনামূল্যের অ্যাপটি উন্মুক্ত করেছে নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটি। ১৯৬১ সালে মহাকাশ ভ্রমণকারী প্রথম মানব হলেন ইউরি গ্যাগারিন। ওই অর্জনের বর্ষপূর্তির দিনেই নতুন নভোচারী প্রশিক্ষণ অ্যাপটি উন্মোচন করা হয়।স্পেস নেশন প্রধান কেল ভাহা জাকোলা বলেন, 'স্পেস নেশন নেভিগেটরের উন্মোচন অ্যাপ ব্যবহারকারীদের মহাকাশ গণতন্ত্রের কেন্দ্রে নিয়ে আসছে।' শুনতে যতটা উন্মাদনা মনে হয় তেমনি অ্যাপটি ডাউনলোড করা আপনার মহাকাশ যাত্রার প্রথম ধাপ হতে পারে।'গুগল প্লে স্টোর থেকে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে স্পেস নেশন নেভিগেটর অ্যাপ। শিগগিরই অ্যাপ স্টোরেও আনা হবে এটি।

মিথ্যে বললেই ধরে ফেলবে মোবাইল

আছি এক জায়গায় কিন্তু বলছি অন্য জায়গায় কথা। মোবাইলে এমন মিথ্যা বলার দিন এবার শেষ হচ্ছে। নিজের সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়ে অন্যকে হয়রানি বা অলস বসে থেকে অন্যের কাছে ব্যস্ত মানুষেণ ভান ধরে আর পার পাওয়া যাবে না।বিজ্ঞানীরা এমন এক স্মার্টফোন আবিষ্কার করেছেন যেটাতে চ্যাট বা কথা বলার সময় এসব সস্তা ছলচাতুরি আর চলবে না। ফোনের অন্যদিকে যিনি আছেন, তাকে কোনোরকম মিথ্যে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গেই তা ধরে ফেলবে সেই স্মার্টফোন। বিশেষ প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ওই স্মার্টফোনের সাহায্যেই কে সত্যি বলছে, কে মিথ্যে বলছে তা ধরে ফেলা যাবে। শুক্রবার যুক্তরাষ্ট্রের এক গবেষণা ম্যাগাজিনের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বিষয়টি এখনও গবেষণার স্তরে থাকলেও অদূর ভবিষ্যতে তা কার্যকরী হবে বলে আশা করছেন বিজ্ঞানীরা। কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষক দল এ গবেষণা চালাচ্ছে। তারা একটি অ্যাপ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করছেন। এই অ্যাপটি স্মার্টফোনে ডাউনলোড করে নিলেই ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লাই ডিটেক্টর হিসেবে কাজ করবে।বিজ্ঞানীরা জানাচ্ছেন যে, কোনো ব্যক্তি মিথ্যে বলছেন কিনা, তা মোবাইলে কী ভাবে সোয়াইপ করছেনপ বা ট্যাপ করছেন, তার থেকেই বোঝা যাবে। টাইপ করার সময় কেউ মিথ্যে বললেও টাইপিং এ বেশি সময় লাগে বলে সমীক্ষা চালিয়ে দেখছেন বিজ্ঞানীরা।

ঘরেই তৈরি করুন সুস্বাদু দোসা

দক্ষিণ ভারতের একটি অন্যতম জনপ্রিয় খাবার হলোদোসা। আর এই দোসার সাথে খাওয়া হয় নানান রকমের চাটনি ও ভুনা। তবে দোসা বাংলাদেশেও বেশ জনপ্রিয়। দোসা খেতে পছন্দ করেন অনেকে। তবে দোসা কিন্তু বেশিরভাগ সময় আমরা রেস্টুরেন্টে খেয়ে থাকি। তবে আপনি চাইলে ঘরেই তৈরি করতে পারেন সুস্বাদু দোসা।আসুন জেনে নেই কীভাবে তৈরি করবেন সুস্বাদু দোসা।উপকরণ

৩ কাপ আধা সেদ্ধ করা পোলাওয়ের চাল, ১ কাপ কলাইয়ের ডা, ১ চা চামচ খাবার সোডা, ১ চা চামচ লবণ, ১/২ চা চামচ চিনি।

প্রণালি

চাল ও ডাল ৬ ঘন্টা ভিজিয়ে রাখুন। চাল ও ডাল মিহি করে বেটে ফেলুন অথবা ব্লেন্ডারে মিহি করে ব্লেন্ড করে নিন। মিশ্রণে লবণ, চিনি ও জল মিশিয়ে পাতলা করে স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আরো ৬/৭ ঘন্টা রাখুন।

একটি নন স্টিক পাত্রে তেল ব্রাশ করে হাল্কা আঁচে গরম করুন। তেল গরম হয়ে গেলে পাত্রে একটি টেবিল চামচ দোসা তৈরির মিশ্রণ ঢালুন এবং পাত্রের চারদিকে চামচ দিয়ে পাতলা ও গোল করে ছড়িয়ে দিন। দোসার নিচের অংশ হালকা বাদামী হয়ে ধারাগুলো উঠে এলে বুঝতে হবে দোসাহয়ে গেছে। দোসা তোলার সময় সাধানে তুলতে হবে। চাইলে গোল করে মুড়িয়ে দিতে পারেন অথবা সোজাও রাখতে পারেন।

প্রতিবার পাত্রে দোসার মিশ্রণ দেয়ার আগে পাত্রটি কাপড় দিয়ে মুছে তেল ব্রাশ করে নিতে হবে। নয়তো দোসা আটকে যাবে এবং ওঠানোর সময় ছিঁড়ে যাবে। ডাল ভুনা, সবজি, তেঁতুল বা জলপাইয়ের চাটনি, নারকেল মিষ্টি চাটনি, আমের আচার বা দই দিয়ে গরম গরম দোসা পরিবেশন করুন।

শনিবার ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের প্রথম দ্বিবার্ষিকী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

পুলিশের হাত ফসকে হাতকড়া-সহ ফেরার উগ্রতারা মন্দিরে চুরির মূল অভিযুক্ত আজিজুল

গুয়াহাটি, ২২ জুন (হি.স.) : গুয়াহাটি মহানগরের বুকে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী অন্যতম শক্তিপীঠ শ্রীশ্রীউগ্রতারা মন্দিরে গত বছরের ১৬ নভেম্বর ভোরে সংঘটিত চুরির সঙ্গে জড়িত মূল অভিযুক্ত আজিজুল আলি পুলিশের হাত ফসকে ফেরার হয়ে গেছে। পাঞ্জাবাড়ির জুড়িপাড়ে অবস্থিত তার ঘরে তালাশি চালাতে হ্যান্ডকাফ পরিয়ে নিয়ে গিয়েছিল মহানগরের লতাশিল পুলিশ। পলাতক আজিজুল গত ২০ জুন জুড়িপাড়ে তার ঘরে এসেছিল। সে সময়ই তাকে গ্রেফতার করা হয়েছিল।

উল্লেখ্য, গুয়াহাটির উজানবাজারে অবস্থিত ঐতিহ্যবাহী উগ্রতারা মন্দিরে গত বছরের ১৬ নভেম্বর ভোর প্রায় তিন-সাড়ে তিনটা নাগাদ কতিপয় দুষ্কৃতী হানা দিয়ে ঠাকুরের আসন থেকে ১৭৬২ সালে তদানীন্তন আহোম রাজা গদাধর সিংহ প্রতিষ্ঠিত পঞ্চমুণ্ডবিশিষ্ট অষ্টধাতু দিয়ে তৈরি আড়াই কিলোগ্রাম ওজনের দেবী ভগবতীর মূর্তির পাশপাশি বহু সোনা ও রুপোর অলঙ্কার, প্রণামীর সহস্রাধিক নগদ টাকা চুরি করে নিয়েছিল। প্রসঙ্গত, পঞ্চমুণ্ডবিশিষ্ট বিগ্রহে দক্ষিণা কালী, নীল সরস্বতী এবং চামুণ্ডার রুপও সন্নিবিষ্ট রয়েছে। ঘটনার দিন সকালে মায়ের বিগ্রহ তাঁর আসনে না দেখে বুকফাঁটা কান্নায় ভেঙে পড়েছিলেন ভক্তকুল। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে পরিষ্কার দেখা গিয়েছিল চার দুষ্কৃতী হাতে রড, গাড়ির লিভার নিয়ে মন্দিরের কলাপ্সিবল দরজা ভেঙে গর্ভগৃহে প্রবেশ করছে।

অন্যদিকে হিন্দুদের আস্থাস্থল পৌরাণিক শক্তিপীঠের (৫২ পীঠের অন্যতম এক পীঠ বলে কথিত উগ্রতারায় সতীর নাভি পড়েছিল) পবিত্রতা ফিরিয়ে আনতে ঘটনার পরের দিন নানা উপাচারে বেদের মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমে শুদ্ধিকরণ হয়েছিল। মন্দির লাগোয়ো জোরা-পুকুর (জোরপুখুরি) থেকে নয় কলস জল এনে তারাপীঠে ঢালা হয়। তার পর গোমূত্র, গোবর, দধি, দুগ্ধ এবং ঘি দিয়ে তৈরি পঞ্চগব্য দিয়ে শুদ্ধ করা হয় ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন শক্তিপীঠকে। শুদ্ধিকরণের পর ফের মন্দিরের দরজা ভক্তকুলের জন্য খোলা হয়েছিল।

পরবর্তীকে বহু জল ঘোলা করে গত ৩০ এপ্রিল ভগবতীর মূর্তি উদ্ধার হয়ে। ঘটনার প্রায় সাড়ে পাঁচ মাস পর এদিন রাতে গোলাঘাটের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুরজিৎ সিং পানেসার এবং গোলাঘাট সদর থানার ওসি দীপক বরার নেতৃত্বে জেলা পুলিশের অভিযানে শতাব্দীপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ভগবতীর মূর্তিটি নলবাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল। ঠাকুরের মূর্তি চুরির সঙ্গে জড়িত অভিযোগে চার দুষ্কৃতীকে সেদিন গ্রেফতারও করা হয়। তারা নলবাড়ির বাটচর এলাকার সান হুসেন, টিহু-র আদিল আলি, মুকালমুয়ার রাহুল আলি এবং গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়ি এলাকার মিণ্টু রায়। তাদের স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে গত বৃহস্পতিবার গুয়াহাটির পাঞ্জাবাড়ি এলাকা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছিল আজিজুল আলিকে।

এনসেফ্যালাইটিসে আক্রান্তদের দেখতে মুজফরপুরের এসকেএমসিএইচ-এ গেলেন সাংসদ আরকে সিনহা

মুজফরপুর, ২২ জুন (হি.স.) : এনসেফ্যালাইটিসে আক্রান্ত শিশুদের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে জানতে এবং তাদের পারিবারিক অবস্থার কথা জানতে মুজফরপুরের শ্রীকৃষ্ণ মেডিকেল কলেজ এন্ড হাসপাতাল(এসকেএমসিএইচ)-এ উপস্থিত হলেন ভারতীয় জনতা পার্টি(বিজেপি)-র প্রবীণ নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা।

তিনি হাসপাতালে রোগে আক্রান্ত রোগীদের জন্য সহায়তা সামগ্রী নিয়ে যান। হাসপাতালে পৌঁছে তিনি রোগীদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি হাসপাতালের ডিরেক্টর ডঃ সুনীল শাহীর সঙ্গে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, এই গাফিলতির জন্য যারা দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে সরকারের তদন্ত হওয়া উচিত। ২০১৪ সালেও এই রোগের জন্য মুম্বই, দিল্লি এবং মুজফরপুরের ডাক্তাররা প্রশংসনীয় কাজ করেছেন। এই ঘটনার রিপোর্ট ২০১৬ সালে প্রকাশিত হলেও কিন্তু তৃণমূল স্তরের কাজ এখনও হয়নি। তিনি আরও বলেন, এই বিষয়ে যারা দায়ী তাদের বিরুদ্ধে সরকারের কড়া ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

এই রোগে আক্রান্ত হয়ে অনেক শিশু মারা যাওয়ায় তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন। এই রোগের কারণ হচ্ছে লিচু। কাঁচা লিচু খাওয়ার ফলে মস্তিষ্কে গ্লুকোজের মাত্রা কমে যায়। তারফলে এই রোগ মারণ রোগ হয়ে ওঠে। এই অবস্থায় আক্রান্ত পরিবারদের সহযোগিতা এবং এ বিষয়ে আরও সচেতন করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে বলে রাজ্যসভার সাংসদ আর কে সিনহা জানান। তিনি জরুরীকালীন অবস্থাতে সেখানে অবসর ট্রাস্ট, নারায়নী সেবা সংস্থান এবং চিত্রগুপ্ত সেবা সংস্থার পক্ষ থেকে ক্যাম্প করার ব্যবস্থা করেছেন এবং ওআরএস, গ্লুকন ডি এবং দুশো ফোল্ডিং বিছানার বিতরণ করেন। এর পাশাপাশি সেখানে ঠান্ডা জলেরও মেশিন বসিয়েছেন।

উল্লেখ্য মজফফরপুরের এই হাসপাতালেই রোগে আক্রান্ত হয়ে ৪৩০ জন বাচ্চা ভর্তি রয়েছে, যেখানে ১৮৮ জন শিশুকে চিকিৎসার পর ঘরে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এই রোগে আক্রান্ত হয়ে ১২৪ জন শিশু এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এদের মধ্যে চারজনের অবস্থা সংকটজনক। এছাড়া এই রোগে আক্রান্ত হয়ে কেজরিওয়াল হাসপাতালে ভর্তি ১৫৯ জনকে অন্য হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

যোগায় অবদানের জন্য সম্মানিতদের ৬ ভাষায় অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি. স.) : 'বিশ্ব সাথে ''যোগে'' যেথায় বিহারো' - মিলন ও ঐক্যের যোগ-কে বিশ্বের দরবারে উন্নীত করে ভারতের এই ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতিতে অবদানের জন্য শনিবার বিশেষ পুরষ্কারের সঙ্গে চার সম্মানিতদের ছয়টি বিদেশী ভাষায় অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নিজের টুইটার হ্যান্ডেল থেকে স্প্যানিশ, ফরাসি, আরবি, রাশিয়ান, জাপানি এবং ইংরেজি - মোট ছয়টি ভিন্ন ভাষায় টুইট করে অভিনন্দন জানিয়েছেন। মাইক্রো ব্লগিং সাইট টুইটারে এদিন তিনি লেখেন, 'যোগ-এর বৃদ্ধি ও উন্নয়নে অসামান্য অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী পুরস্কার, ২০১৯-এ সম্মানিত হয়েছেন যাঁরা তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন। আমরা খুবই গর্বিত যে, তাঁদের এই প্রচেষ্টা ও মহৎ কাজ আরও মানুষকে যোগাভ্যাসের প্রতি আকৃষ্ট করেছে এবং এই বিশ্বকে স্বাস্থ্যোজ্জ্বল করে তুলতে নিশ্চিত করেছে।

২০১৬ সালের ২১ জুন দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক যোগ দিবসে প্রধানমন্ত্রী এই বিশেষ পুরস্কারের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ২০১৯ সালে এই সম্মান পেলেন - লাইফ মিশনের স্বামী রাজর্ষি মুনি, ইতালির আন্তোনিটা রোজি, বিহার স্কুল অফ যোগা এবং জাপান যোগ নিকেতন। যোগাসনে অবদানের জন্য গুজরাটের অধিবাসী স্বামী রাজর্ষি মুনিকে অভিনন্দন জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'স্বামী রাজর্ষি মুনি যোগব্যায়াম বিস্তারের জন্য অসাধারণ প্রচেষ্টা করেছেন।

উল্লেখযোগ্য, তিনি লাইফ মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং লাকুলিশ যোগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, যা ছাত্রদের যোগায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের দিশা দেখিয়েছে। এছাড়াও, সমাজ সেবায় তাঁর অবদান অসামান্য।' একইভাবে, ইতালীয় আন্তোনিটা রোজির ব্যতিক্রমী ভক্তি এবং উল্লেখযোগ্য অবদানের প্রধানমন্ত্রী টুইট করেছেন, 'আন্তোনিটা রোজি ইতালীয় নারী এবং ৪ দশক ধরে যোগব্যায়াম অনুশীলন করছেন। তিনি ''সর্ব যোগা আন্তর্জাতিক'' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইউরোপ জুড়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। আমরা তার মত নিবেদিত ব্যক্তিদের প্রতি গর্বিত!' স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত ''বিহার স্কুল অফ যোগা''-র যোগব্যায়াম কর্মসূচি এবং প্রকাশনার জন্য এদিন তাদের প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

তিনি বলেন, 'মুঙ্গেরের বিহার স্কুল অফ যোগা সক্রিয়ভাবে ৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সক্রিয়ভাবে কাজ করছে। ফিটনেস উন্নত করার লক্ষ্যে তারা আধুনিক প্রবণতার সাথে প্রাচীন জ্ঞানকে একত্রিত করেছে।' জাপান যোগ নিকেতন-এর প্রশংসা করে এদিন নরেন্দ্র মোদী বলেন, 'বিশ্বের সকল অংশে যোগকে তুলে ধরার পাশাপাশি ১৯৮০ সালে প্রতিষ্ঠিত, জাপান যোগ নিকেতন জাপান জুড়ে যোগকে জনপ্রিয় করে তুলেছে। এটি অনেক যোগ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট এবং কোর্স পরিচালনা করে। তারা জাপানি সমাজের সকল স্তরের মানুষকে যোগের প্রতি আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের অভিনন্দন!' এই চার সম্মানিতদের ট্রফি, সার্টিফিকেট এবং ২৫ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার প্রদান করা হবে। আয়ুষ মন্ত্রক পুরস্কারের জন্য নির্দেশিকা প্রস্তুত করেছে।

এক্সপ্রেস ট্রেনের সিট নিয়ে বচসা, সহযাত্রীকে কুপিয়ে খুন, পলাতক অভিযুক্ত

পটনা, ২২ জুন (হি.স.) : বিহারে এক্সপ্রেস ট্রেনে একযাত্রীকে কুপিয়ে খুন করল আরেক যাত্রী ঊ বসার সিট নিয়ে বচসার ফলে ওই ব্যক্তিকে খুন করা হয় বলে জানা গেছে ঊ রেল পুলিশ সূত্রে খবর শুক্রবার মধ্যরাতে লোকমান্য তিলক টার্মিনাস মুজাফফরপুর পবন এক্সপ্রেসে একব্যক্তিকে কুপিয়ে খুন করা হয় ঊ অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক ঊ

লোকমান্য তিলক টার্মিনাস মুজাফফরপুর পবন এক্সপ্রেস ট্রেনের সিট নিয়ে বচসা। আর তার জেরে এক সহযাত্রীকে কুপিয়ে খুন করল আরেকজন। ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার মধ্যরাতে ট্রেন ছাপড়ায় প্রবেশ করলে। ট্রেনের বাথরুমের সামনে থেকে উদ্ধার করা হয় মৃতদেহটি। সেই সময় বেশিরভাগ যাত্রীই ঘুমিয়েছিলেন। ওই একই ট্রেনে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে মুম্বই থেকে ফিরছিলেন তাঁর ভাই ঊ তিনি দাবি করেন, অভিযুক্ত জোর করে দাদাকে সিট থেকে উঠিয়ে বসতে চেয়েছিল। সেখানেই অশান্তি শুরু হয় এবং দাদাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়।

জিআরপির অ্যাসিস্টেন্ট সাব-ইন্সপেকটর সঞ্জিত কুমার জানিয়েছেন, ''বিহারের দ্বারভাঙার বাসিন্দা ছিলেন মৃত। জেনারেল

ছয়ের পাতায়

জলসঙ্কটের জন্য রাজ্যজুড়ে অভিনব প্রতিবাদ করল ডিএমকে

চেন্নাই, ২২ জুন (হি. স.) : দেশজুড়ে কেরল, গোয়া, ওড়িশা সহ আরও বেশ কিছু রাজ্যে বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হলেও এখনও দেখা মেলেনি বর্ষার। প্রচন্ড দাবদাহে গভীর জলসঙ্কটের মধ্যে রয়েছে তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র সহ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অনেক রাজ্যই। তীব্র জলসঙ্কটের সময় তামিলনাড়ুর সরকারের বিরুদ্ধে অব্যবস্থার অভিযোগ তুলে শনিবার রাজ্যজুড়ে অভিনব প্রতিবাদ জানাল ডিএমকে (দ্রাবিড়া মুন্নেত্রা কাজাগাম)। চেন্নাই শহরের প্রাক্তন মেয়র এম সুব্রহ্মানিয়ন এবং ডিএমকে নেতাদের নেতৃত্বে প্লাস্টিকের খালি বালতি, জল রাখার খালি পাত্র ইত্যাদি নিয়ে রাস্তায় নামেন অগণিত সাধারণ মানুষ।

এদিন কোয়েম্বাটোরের পেরুরে পাত্তিশ্বরার মন্দিরে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বর্ষার আগমনের প্রার্থনা করে বিশেষ তামিল রীতি মেনে 'ইয়াজনা''-র আয়োজন করা হয়। এই বিশেষ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের জল সরবরাহ মন্ত্রী এস পি ভেলুমানি। এদিন রাজ্যজুড়ে ডিএমকে-র নেতৃত্বে প্রতিবাদে সামিল জনগণ তাঁদের সমস্যার কথা জানিয়ে দাবি করেন, 'সরকারকে অবিলম্বে এই দুরবস্থা দূর করার ব্যবস্থা নিতে হবে। এই দুর্দিনে সব জেনেও সরকার কিছুই করছে না, সমস্যাকে আরও বাড়িয়ে তোলা ছাড়া।' অনেকেই জানিয়েছেন, 'রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন এলাকায় পর্যাপ্ত জল সরবরাহ হচ্ছে না। চারদিনে একদিন জল আসে কিছু কিছু জায়গায়। তাও লম্বা লাইনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মাত্র তিন থেকে চারটি পাত্রে জল নিতে পারেন এক-একজন, যা একটি পরিবারে সারাদিনের কাজ চালানোর জন্য যথেষ্ট নয়। বাইরে থেকে প্রচুর দাম দিয়ে পানীয় জল ও ব্যবহার্য জল কেনাও সম্ভব নয় অধিকাংশের পক্ষেই।' এর আগে জল দিয়ে সাহায্যের প্রস্তাব দিয়েছিল প্রতিবেশী রাজ্য কেরল। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত সে বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নেয়নি তামিলনাড়ু সরকার। এদিন বৃষ্টির প্রার্থনা করে চেন্নাইয়ের পুরাসওয়ালকামে আরুলমিগু গঙ্গাদীশ্বরার মন্দিরে বিশেষ ''ইয়াগনা''-র আয়োজন করে এআইএডিএমকে। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত মন্ত্রী ডি জয়কুমার বলেন, 'তীব্র খরার অবস্থা তৈরি হয়েছে রাজ্যজুড়ে, এই দুর্দিনে আমরা সর্বশক্তিমানের কাছে বৃষ্টির জন্য বিশেষ প্রার্থনা করছি।'

বিজেপির সদর দফতরে ভুয়ো বোমাতঙ্কে চাঞ্চল্য, তদন্তে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.) : এক ফোনেই শনিবার শোরগোল পড়ে গেল নয়াদিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সদর দফতরের অন্দরে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াড। সঙ্গে স্নিফার ডগও। বিজেপির সদর দফতর শনিবার ভোরে মাইসোর থেকে এ ব্যক্তি ফোন করে বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়ার কথা বলে।

এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াতে সময় লাগেনি। অনেকেই কৌতূহলবশত বিল্ডিং ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। তবে তন্নতন্ন করে খুঁজে কোনও বোমার হদিশ মেলেনি।

দিল্লি পুলিশের তরফে ডিসিপি সেন্ট্রাল জানিয়েছেন, উড়ো ফোনে ভুয়ো বোমাতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করা হয়েছে। ফোনটি কর্নাটকের মাইশোর থেকে এসেছিল। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এসএইচও আইপি এস্টেট রাজীব গুনাওয়াতের নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল দীন দয়াল উপাধ্যায় মার্গে বিজেপির সদর দফতরে উপস্থিত হয় এবং অনুসন্ধান করে।

প্রাথমিক অনুসন্ধানের পর জানা যায় এই ফোনটি এটি ভুয়ো ফোন ছিল। এরআগে অশোকা রোডে থাকলেও, সম্প্রতি মধ্য দিল্লির এলাকার দীন দয়াল উপাধ্যায় মার্গে রয়েছে বিজেপির সদর দফতর।

দিল্লিতে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার তিন শিশু ও এক মহিলার গলা কাটা দেহ, গ্রেফতার এক

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.) : দিল্লিতে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার তিন শিশু ও এক মহিলার গলা কাটা দেহ ঊ মৃত মহিলা ওই শিশুদের মা বলে জানা গেছে ঊ দিল্লির মেহেরাউলির এই ঘটনায় পুলিশ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ঊ জানা গেছে সে ওই শিশুদের বাবাঊ

মর্মান্তিক ঘটনা দিল্লিতে ঊ দিল্লির মেহেরাউলিতে স্ত্রী ও তিন শিশুকে হত্যা করে পালিয়ে গেল বাবা ঊ শনিবার ভোরে বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার তিন শিশু ও এক মহিলার গলা কাটা দেহ ঊ উদ্ধার হওয়া দেহগুলির মধ্যে মাত্র দু'মাস বয়েসের একটি শিশুকন্যা রয়েছে ঊ অপর দুই সন্তানের বয়স সাত বছর ও পাঁচ বছর ঊ মৃত মহিলা ওই শিশুদের মা বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে ঊ শনিবারের এই ঘটনায় পুলিশ মৃত মহিলার স্বামী উপেন্দ্র শুক্লকে গ্রেফতার করেছে ঊ

এই ঘটনায় ধৃতের শাশুড়ি জানিয়েছেন, এদিন খুব ভোরে বাড়িতে তালা দিয়ে চুপিসাড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন উপেন্দ্র শুক্লঊ তিনি পেশায় গৃহশিক্ষক। তাঁকে ভোরে চুপিসাড়ে বেরোতে দেখে ফেলেন তিনি ঊ খারাপ কিছু ঘটেছে আঁচ করে প্রতিবেশীদের খবর দেন তিনি ঊ প্রতিবেশীদের ফোন পেয়ে পুলিশ এসে দরজা ভেঙে ঢুকে উপেন্দ্রর স্ত্রী ও তাঁদের তিন সন্তানের গলা কাটা দেহ দেখতে পায় ঊ বাড়িতে হাতে উপেন্দ্রর লেখা একটি নোট পাওয়া গিয়েছেঊ তাতে লেখা, সেই হত্যা করেছে সবাইকে। কিন্তু কেন এই খুন তার কারণ জানায়নিঊ দেহগুলি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে পলাতক উপেন্দ্রর খোঁজ শুরু করে পুলিশ ঊ তাকে গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে ঊ

পুলিশ জানিয়েছে জেরাও ওই ব্যক্তি জানিয়েছে , শুক্রবার রাত দু'টো নাগাদ ওই হত্যাকাণ্ড ঘটেঊ যে ছুরি দিয়ে চারজনকে খুন করা হয়েছে, তাও পাওয়া গিয়েছেঊ পরে উপেন্দ্র ধরা পড়ে ঊ পুলিশের জেরার মুখে জানায়, গত কয়েক মাস ধরে সে মানসিক অবসাদে ভুগছিলঊ কিন্তু কেন সে পরিবারের সকলকে খুন করল জানায়নি।

১ জুলাই ৪ দিনের চিন সফরে যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী, হাসিনার এই সফরে দুই বিদ্যুৎ চুক্তি সই হবে

ঢাকা, ২২ জুন (হি.স.) : জুলাইয়ের শুরুতে চিন সফরে যাচ্ছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ১ থেকে ৪ জুলাই পর্যন্ত হাসিনার এই চিন সফরকালে বিদ্যুতের দুই সঞ্চালন প্রকল্পে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর হবে। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ সঞ্চালনের দুই প্রকল্প হচ্ছে ঢাকা পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানির (ডিপিডিসি) রাজধানী ও এর আশেপাশের এলাকায় বিদ্যুৎ নেটওয়ার্ক ব্যবস্থা সম্প্রসারণ, শক্তিশালীকরণ প্রকল্প এবং বিদ্যুৎ বিতরণে গ্রিডলাইন বা সঞ্চালন লাইন শক্তিশালীকরণ প্রকল্প। ডিপিডিসির প্রকল্পে ১৪০ কোটি ২৯ লাখ ও দ্বিতীয় প্রকল্পে ৯৭ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেবে চিন। বিদ্যুৎ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ তথ্য জানান। এর মধ্যে প্রধানমন্ত্রীর চিন সফরের প্রস্তুতি নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বৈঠক হয়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, এই দুটি প্রকল্পে ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর হলে দেশের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থা বর্তমানের চেয়ে আরও উন্নত হবে। ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট শি জিন পিংয়ের বাংলাদেশ সফরের সময় চিনের সঙ্গে ২৭ প্রকল্পে সাড়ে ২২ বিলিয়ন ডলার ঋণের সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) স্বাক্ষর হয়। কিন্তু বিভিন্ন জটিলতায় ঋণ প্রক্রিয়া দেরি হয়। এই প্রেক্ষিতে বিদ্যুৎ খাতের এই দুই প্রকল্পে ঋণ চুক্তির বিষয়ে এরই মধ্যে চিনের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা আরও জানান, ২৭ প্রকল্পের মধ্যে ২০১৬ সালে একটি এবং ২০১৭ সালের চারটি প্রকল্পের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। চুক্তি হওয়া প্রকল্পগুলো হচ্ছে পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ, জাতীয় তথ্য-প্রযুক্তি ইনফো-নেটওয়ার্ক, কর্ণফুলী নদী টানেল, চট্টগ্রামে সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং টার্মিনাল নির্মাণ এবং টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক শক্তিশালীকরণ প্রকল্প।

জানা গেছে, ২০১৬ সালে চিনের সঙ্গে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে ঋণের শর্তাবলির বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে যে, পাঁচ প্রকল্পে ঋণের সুদহার ২ শতাংশ। কিন্তু এ বছর নির্ধারিত বিদ্যুতের এই দুই প্রকল্পে সুদ হার বেড়ে হচ্ছে ৩ শতাংশ। এর সঙ্গে শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ ব্যবস্থাপনা ফি এবং শূন্য দশমিক ২৫ শতাংশ কমিটমেন্ট ফি দিতে হবে। চিন সাধারণত দুই প্রকার ঋণ দেয়। এর একটি হলো- গভর্নমেন্ট কনসেশনাল লোন (জিসিএল), অন্যটি প্রেফারেন্সিয়াল বায়ার্স ক্রেডিট (পিবিসি)। উভয় ঋণের সুদহার ধরা ছিল ২ শতাংশ। কিন্তু এ বছর ঋণ চুক্তির জন্য নির্ধারিত দুই প্রকল্পে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ হারে সুদ দাবি করে চিন। তবে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের (ইআরডি) সঙ্গে আলোচনা করে অবশেষে জিসিএল ঋণে সুদহার ২ শতাংশ এবং পিবিসি ঋণের সুদহার বাড়িয়ে ৩ শতাংশ করা হয়েছে।

ইআরডি সূত্র জানান, চিনের সঙ্গে এমওইউ অনুযায়ী ঋণ চুক্তির জন্য অপেক্ষমাণ তালিকায় থাকা প্রকল্পগুলো হলো- চট্টগ্রামের আনোয়ারায় ৭৮৩ একর জমিতে চায়না অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন, সরকারি পাটকলগুলো আধুনিকায়ন, মংলা বন্দরের সুবিধা সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন, ঢাকা-সিলেট মহসড়ক চার লেন করা, ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ, সীতাকুন্ড-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার পর্যন্ত মেরিন ড্রাইভ সড়ক নির্মাণ, আখাউড়া থেকে সিলেট পর্যন্ত মিটারগেজ রেললাইনকে ব্রডগেজে রূপান্তর, জয়দেবপুর থেকে ঈশ্বরদী পর্যন্ত ডবল লাইন ও ডবল গেজ রেললাইন নির্মাণ, রাজশাহী ওয়াসার জন্য পানি শোধনাগার নির্মাণ, পৌরসভার জন্য পানি সরবরাহ, পয়ঃনিস্কাশন এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন, ছয়টি টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপন, গজারিয়া ৩৫০ মেগাওয়াট কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন।

খরার কবলে মহারাষ্ট্র : কৃষকের ঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি

মুম্বই, ২২ জুন (হি. স.) : গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাবদাহে গভীর জলসঙ্কটের মধ্যে রয়েছে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু সহ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের অনেক রাজ্যই। একটানা তাপপ্রবাহের মাঝে কোথাও মেঘের ছায়া পর্যন্ত নেই। অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। এই দুর্দিনের মধ্যে তীব্র সঙ্কটে পড়েছেন মহারাষ্ট্রের কৃষকেরা। জলকষ্টে ভুগছেন সাধারণ মানুষও। এদিন কৃষকদের চরম পথ বেছে না নেওয়ার অনুরোধ করে রাজ্য সরকারের মন্ত্রী সুভাষ দেশমুখ বলেন, কৃষকদের ঋণ মকুবের প্রতিশ্রুতি পূরণ করবে সরকার।

এদিন কৃষিমন্ত্রী অনিল বোন্দে বলেন, 'একথা সত্য যে রাজ্যে একটি কৃষি সংকট রয়েছে। আজ পর্যন্ত ১৯,০০০ কোটি টাকা কৃষকদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যেই অবশিষ্টদের ঋণও মকুব করে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। আমি কৃষকদের কাছে অনুরোধ করব, তাঁরা যেন আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার চিন্তা না করেন। আমরা একটি কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের সবাইকে একসঙ্গে লড়াই করতে হবে। আমাদের কৃষক ঋণ মকুবের পরিকল্পনা সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে রাজস্থান ও মধ্যে প্রদেশে। মন্ত্রী সুভাষ দেশমুখ বলেন, 'কৃষি ঋণ সুবিধা প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০ লক্ষ কৃষক উপকৃত হয়েছে। আমি কৃষকদের আশ্বাস দিচ্ছি যে সরকার তাদের সঙ্গে রয়েছে। আমি তাঁদের আত্মহত্যা না করার আপীল করছি।' অন্যদিকে, খরার প্রভাবে একটি গ্রামের ২২ জন যুবক এবং ২ যুবতীর বিয়ে আটকে যাওয়ায়, বৃষ্টির প্রার্থনা করে পুতুলের বিয়ে দিলেন গ্রামবাসীরা।

শনিবার রাষ্ট্রীয় গোরক্ষা কমিটির আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

শনিবার লক্ষাধিক টাকার ইয়াবা টেবলেট উদ্ধার করে বিএসএফ।

বারামুল্লার জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম এক জঙ্গি

বারামুল্লা, ২২ জুন (হি.স.) : উত্তর কাশ্মীরের বারামুল্লার বোনিয়ারের জঙ্গলে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে খতম এক জঙ্গি। জঙ্গিদের সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির লড়াই এখনও চলছে বলে জানা গিয়েছে।

শনিবার বারামুল্লার বোনিয়ারের জঙ্গলে রুটিন মাফিক টহল দিচ্ছিল রাষ্ট্রীয় রাইফেলস, রাজ্য পুলিশের স্পেশ্যাল অপারেশন গ্রুপ এবং সিআরপিএফ নিয়ে গঠিত যৌথ বাহিনীর জওয়ানরা। সেই সময় জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে জঙ্গিরা। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় নিরাপত্তা বাহিনী। শুরু হয় দুই তরফে তুমুল গুলির লড়াই। জওয়ানদের গুলিতে প্রাণ হারায় এক জঙ্গি। পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য বাড়তি জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। গুলির লড়াই শেষ হয়ে গেলেও শুরু হয়েছে বড় ধরণে তল্লাশি অভিযান। প্রশাসনের তরফ থেকে জানা হয়েছে এই জঙ্গলকে ব্যবহার করে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীর থেকে জঙ্গিরা ভারতে প্রবেশ করে থাকে।

উল্লেখ করা যেতে পারে বারামুল্লার সোপোরোর বোমাইতে ১১ জুন নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছিল এক জঙ্গি।

সংঘর্ষের জখম সাতজন

তিনের পাতার পর

থেকে থানায় অভিযোগ পর্যন্ত হয়। শনিবার সকালে ওই জমিতে সীমানা প্রাচীল দিচ্ছিল নূর হোসেন। বাধা দেয় আব্দুল কায়েম ও তার পরিবারের লোকজন। দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। লাঠি হাঁশুয়া নিয়ে একে অপরের উপর হামলা চালায়। গুরুতর জখম হয় মহিলা সহ উভয় পক্ষের সাত জন। জখম সাতজন হল নূর হোসেন, মতিউর রহমান ও আতিয়া বিবি ও অপর পক্ষের হল আব্দুল কায়েম, মহম্মদ সারেদুল ইসলাম ও সাকুয়া বিবি সহ আরো এক জন। গুরুতর জখম আবস্থায় সাত জনকে মালদা মেডিকেলে নিয়ে আসে পরিবারের লোকেরা। এক জনের আবস্থা আশঙ্কাজনক থাকায় তাকে কলকাতায় রেফার করা হয়। উভয় পক্ষ পুখুরিয়া থানায় অভিযোগ জানালে তদন্তে নামে পুলিশ।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ফুটপাতবাসীদের ওপর দিয়ে চলল গাড়ি : নিহত ১, আহত ৩, গ্রেফতার যুবক

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি. স.) : রাজধানী দিল্লির হজরত নিজামুদ্দিন এলাকায় বেপরোয়াভাবে ফুটপাতে উঠে এল গাড়ি। মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনার বলি হয়েছেন এক ফুটপাতবাসী। গুরুতর আহত হয়েছেন আরও তিনজন। দুর্ঘটনাটি ঘটেছে শুক্রবার গভীর রাতে। গাড়িটি চালাচ্ছিলেন বছর ৩৬-এর যুবক। ঘটনায় অভিযুক্ত গাড়ির চালক ৩৬ বছর বয়সী ওই যুবককে শনিবার গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদিন এ ব্যাপারে এক পুলিশ কর্তা জানান, শহরের হজরত নিজামুদ্দিন এলাকায় নীলা গুমবাডের কাছে, বেপরোয়া গতিতে ছুটে আসা একটি গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাতের ওপর উঠে যায় এবং ওই ফুটপাতে শুয়ে থাকা তিনজনের ওপর দিয়ে গাড়িটি চালিয়ে দেন ৩৬ বছর বয়সী চালক।

রোজকার মতো শুক্রবার রাতেও দিল্লির হজরত নিজামুদ্দিন এলাকায় নীলা গুমবাডের কাছে রাস্তার ধারে ফুটপাতে ঘুমাচ্ছিলেন ওই চারজন। গভীর রাতে আচমকাই একটি চার চাকার প্রাইভেট গাড়ি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফুটপাতের ওপর উঠে পড়ে এবং গাড়িটি তখনও চলতে থাকায় চাকার নিচে পিষে যান ঘুমন্ত ওই চার জন। ঘটনার তীব্রতা এতটাই ছিল যে বিকট শব্দে ঘুম ভেঙে যায় আশেপাশের মানুষের। স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। দুর্ঘটনাস্থল থেকে চারজনকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে একজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। গুরুতর আহত অবস্থায় বাকি তিনজনের ওই হাসপাতালেই চিকিতা চলছে। শনিবার সকালে মৃতদেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঘাতক গাড়িটিকে বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, গাড়ির চালক ৩৬ বছর বয়সী ওই যুবক ঘটনাস্থল থেকে চম্পট দিলেও এদিন সকালে তাকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃত চালকের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩০৮/৩০৪ ধারায় মামলা করা হয়েছে।

শরণাপন্ন শ্রমিককুল

তিনের পাতার পর

বিষয়টি পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পালকেও জানানো হয়েছিল। তবু পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে না দেখে আজ বাগান শ্রমিকদের পক্ষে এক প্রতিনিধি দল করিমগঞ্জে গিয়ে জেলাশাসক এমএস মণিভন্ননের কাছে এক স্মারকপত্র প্রদান করে। প্রদত্ত স্মারকপত্রে বাগানের অচলাবস্থা নিরসনে জেলাশাসককে শীঘ্র ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। এতে কোনও কাজ না হলে বাগান শ্রমিকরা কাজে যাবেন না বলে ঘোষণা করা হযেছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্ট কোনও ঝামেলা কিংবা কোনও শ্রমিকে র মৃত্যু হলে বাগান কর্তৃপক্ষ দাষী থাকবেন বলে আগাম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

এদিকে বিষয়টি নিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল। তিনি ফোনযোগে জেলাশাসকের সঙ্গে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন বলে জানা গেছে।

গো রক্ষা বাহিনী

আটের পাতার পর

হচ্ছে কিনা তা-ও বোঝা যাবে। গরু রক্ষার জন্য এই সকল প্রযুক্তি যাতে ব্যবহার করা হয় এ-বিষয়ে একদিকে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো হবে, সেই-সঙ্গে সরকার যাতে এ-ব্যাপারে আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করে এই অনুরোধ রাখা হবে।

অপরদিকে ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি মহম্মদ মুর্তাজ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, রাজ্যের আটটি জেলায় আটটি গোশালা স্থাপন এবং আটটি জেলায় প্রাণী চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন করা হয় এই দাবি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয়ে জানাবেন বলে জানান। তাছাড়া তাঁরা সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেনতা বাড়াতে রাজ্য ব্যাপী কাজ করবেন বলেও জানান মুর্তাজ উদ্দিন।

ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের

আটের পাতার পর

একটি কয়লা বোঝাই মালগাড়ি আসে। চালককে সতর্ক করা হয় টর্চলাইট জ্বালিয়ে। কিন্তু তিনি তাতে নজর দেননি। অন্যদিকে কেবিন ম্যান ও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ওয়াগানের চালক বিপদ সংকেত হুইসেল বাজিয়ে বাসটিকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে চলে যান। এরপরই গ্রামের বাসিন্দারা বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। গ্রামের বাসিন্দা সুনীল মণ্ডল, বিকাশ মণ্ডল, দয়াময় পরামানিক বলেন, লেভেল ক্রসিংয়ের লাগোয়া এক প্রান্তে গ্রাম। অপর প্রান্তে হাই স্কুল। এই অবস্থানের পাশেই ইউ টার্ন বাঁক নিয়ে রেলপথ। দু”পাশে ঘন জঙ্গল। ফলে মালগাড়ি এলে বোঝা যায় না। প্রায় দিন গরু ছাগল কাটা পড়ছে। স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ও বাসিন্দারা প্রাণ হাতে নিয়ে লেভেল ক্রসিং পার হন।, প্রতিদিন প্রায় ১৫ টি মালগাড়ি ৩০ বার যাওয়া আসা করে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করে আসছি এখানে লকগেট বসিয়ে প্রহরার ব্যবস্থা করা হোক। কিন্তু সে বিষয়ে কারো কোনও মাথা ব্যথা নেই।

শনিবার সকালেই ঘটনাস্থলে আসেন ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্পের ডিজিএম (প্রশাসন) প্রবীর কুমার চাঁদ সহ একাধিক আধিকারিক, গঙ্গাজলঘাটি থানার পুলিশ, সিআইএসএফ বাহিনী। ঘটনাস্থলে আসেন তৃণমূলের আরেক নেতা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ জীতেন গরাই। জীতেন গরাই ও নিমাই মাজি গ্রাম বাসীদের সঙ্গে কথা বলে ডিভিসি কর্তৃপক্ষকে জানান এখানে লকগেট ও প্রহরী মোতায়েন করতে হবে। এছাড়াও রেল লাইনের দু”পাশে কাঁচা রাস্তা কংক্রিটের করে দিতে হবে। ডিজিএম(প্রশাসন) প্রবীর কুমার চাঁদ বলেন, আমরা বাসিন্দাদের দাবি গুলি সমাধান করার চেষ্টা করব। বিষয়টি নিয়ে তিনি শীঘ্রই উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন।এই আশ্বাস পেয়ে শুক্রবার বেলা ১০ টা নাগাদ অবরোধ ওঠে। এরপর বড়ো হাইড্রা দিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাসটিকে সরিয়ে রেলপথ মুক্ত করা হলে মাল গাড়ি যাতায়াত স্বাভাবিক হয়।

তেজপুরের পিঠাখোয়ায় মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনা, হতাহত দুই মহিলা, ১৫ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ জনতার

তেজপুর (অসম), ২২ জুন (হি.স.) : এক ভয়ংকর সড়ক দুর্ঘটনায় অকালে মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন জনৈক মহিলা। নিহত মহিলাকে বছর ৪৫-এর মঞ্জুমা বেগম বলে শনাক্ত করা হয়েছে। ঘটনা আজ শনিবার ভোরের দিকে তেজপুর থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে পিঠাখোয়া এলাকার ১৫ নম্বর জাতীয় সড়কে সংঘটিত হয়েছে। একই ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন আরেক মহিলা হালিসা বেগম (৪৭)। উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ-ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত জনতা জাতীয় সড়কে অবরোধ গড়ে তুলেন। পরে প্রশাসনের প্রচেষ্টায় প্রায় তিন ঘণ্টা পর অবরোধ প্রতাহৃত হয়েছে।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, এএস ০৯ সি ৮৯৫০ নম্বরের তেল পরিবাহী ট্যাংকারের ধাক্কায় মঞ্জুমা বেগমের মৃত্যুর পাশাপাশি হালিসা বেগম আহত হয়েছেন। মঞ্জুমা বেগমের ঘটনাস্থলেই ট্যাংকারের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ঘটনার শিকার দুই মহিলাকে রাস্তায় রেখে সড়কে অবরোধ গড়ে তুলেন। রাস্তার দু-ধারে আটকে পড়ে অসংখ্য গাড়ি। খবর পেয়ে ছুটে যায় পুলিশ ও সাধারণ প্রশাসনের কর্তারা। পরবর্তীতে বেহাল রাস্তা মেরামতের আশ্বাস প্রদান করে প্রশাসন। আশ্বাসের পর সড়ক অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়।

এদিকে নিহত মঞ্জুলা বেগমের মৃতদেহ তেজপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে, ময়না তদন্তের জন্য। অন্যদিকে গুরুতর আহত হালিসা বেগমকে নিয়ে আসা হয় এই একই হাসপাতালে। কিন্তু তাঁর শারীরিক অবস্থা দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, এলাকার পরিস্থিতি এ মুহূর্তে স্বাভাবিক। তাছাড়া চালক-সহ ঘাতক এএস ০৯ সি ৮৯৫০ নম্বরের তেল পরিবাহী ট্যাংকারকে আটক করা হয়েছে।

অমরেশ পুরীর জন্মদিনে গুগল-ডুডলের শ্রদ্ধার্ঘ্য

নয়াদিল্লি, ২২ জুন (হি.স.) : ডুডল দিয়ে প্রখ্যাত কিংবদন্তি বলিউড অভিনেতা অমরেশ পুরীকে শ্রদ্ধা জানাল বিশ্বখ্যাত সার্চ ইঞ্জিন সংস্থা গুগল। শনিবার ছিল প্রয়াত অভিনেতা ৮৭ তম জন্মজয়ন্তী। সেই উপলক্ষ্যে ডুডল দিয়ে কিংবদন্তি এই বলিউডের 'ভিলেন'-কে শ্রদ্ধা জানাল গুগল। এদিনের ডুডলটি তৈরি করেছেন মহারাষ্ট্রের পুণের শিল্পী দেবাংশু মৌলিক। ১৯৩২ সালের ২২ জুন অবিভক্ত পঞ্জাব প্রদেশে জন্মগ্রহণ করা এই অভিনেতা পরবর্তী সময়ে হয়ে ওঠেন বলিউডের জনপ্রিয়তম 'ভিলেন'। আমজাদ খানের পর আট এবং নয়ের দশকে মূলত বলিউডে রাজ করেছেন এই অভিনেতা। থিয়েটার এবং বাচিক শিল্পী হিসেবে কাজ করার পর ১৯৭১ সালে শেরা ও রেশমা ছবি দিয়ে বলিউডে আত্মপ্রকাশ করেন। এক দশক বাদে হলিউডের অস্কার জয়ী ছবি গান্ধী-তে অভিনয় করেন তিনি। নিজের সুদীর্ঘ অভিনয় জীবনে হিন্দি, মারাঠি, কন্নড়, পঞ্জাবি, মালায়লম, তেলেগু, তামিল, ইংরেজি মিলিয়ে ৪০০টির বেশি ছবিতে কাজ করেছেন। মিস্টার ইন্ডিয়া, দিলওয়ালে দুলহনিয়া লে জায়েঙ্গে, করণ অর্জুন, গদর, নায়েক-দি রিয়েল হিরো, চায়না গেটের মতো ছবিগুলিতে দুরন্ত অভিনয়ের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছেন। স্টিভেন স্পিলবার্গের ইন্ডিয়ানা জোন্স অ্যান্ড দি টেম্পল অফ ডুম ছবিতে মোলা রামের চরিত্রে অভিনয় করে প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন হলিউডে। এই প্রসঙ্গে অস্কার জয়ী পরিচালক স্টিভেন স্পিলবার্গ বলেছিলেন, অমরেশ পুরী আমার পছন্দের ভিলেন।

২০০৫ সালের ১২ জানুয়ারি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়ে ৭২ বছর বয়সে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। এদিন গুগলের তরফ থেকে একটি পোস্টে লেখা হয় যে প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হলে ফের চেষ্টা করো। চেষ্টা চালিয়ে যাও। আর হয়তো অমরেশ পুরী মতো তুমি শেষ করলে, যিনি প্রাথমিক বাধা কাটিয়ে উঠে বড় পর্দায় নিজের স্বপ্ন স্বার্থক করেছিলেন।

পলাতক অভিযুক্ত

পাচের পাতার পর

কম্পার্টমেন্টে সিট নিয়ে এক সহযাত্রীর সঙ্গে ঝামেলা শুরু হয় তাঁর। সেখানেই তাঁকে কোপানো হয় বলে জানা গিয়েছে।” পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এখনও অভিযুক্তকে ধরতে পারেনি পুলিশ।

যৌথ রাজ্য সফর

● প্রথম পাতার পর

করার বিষয়ে তাঁরা সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনাও করেছেন। এদিকে, এইম্‌সের দুই সদস্যের এক প্রতিনিধি দল আজ রাজ্যে এসেছেন। তাঁরা জিবি হাসপাতাল, ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল এবং আইজিএম হাসপাতাল ঘুরে দেখেছেন। সূত্রের খবর, তাঁরা রাজ্যের জেলা হাসপাতাল গুলিও পরিদর্শন করবেন। এরপর তাঁরা একটি রিপোর্ট তৈরি করে নীতি আয়োগে জমা দেবেন।

দিয়েছে কেন্দ্র : মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বিশেষ করে বর্ষাকালে জাতীয় সড়কে ধস পড়ে রাস্তা বন্ধ হয়ে থাকতো। এর প্রভাব রাজ্যের জনগণের উপর পড়তো। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদির সরকার আসার পর জাতীয় সড়কের উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এর ফলে আগরতলা থেকে সাব্রুম জাতীয় সড়ককে প্রশস্ত ও উন্নত করা হয়েছে এবং এই কাজ খুব অল্প সময়ে সম্পন্ন করা গেছে। তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় ভূতল পরিবহণ ও জাতীয় সড়ক মন্ত্রী নীতিন গড়করিকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বর্তমান রাজ্য সরকারের আন্তরিক প্রচেষ্টার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার খোয়াই, কুমারঘাট, চুড়াইবাড়ি হয়ে বিকল্প জাতীয় সড়কের অনুমোদন দিয়েছে। এই কাজ আরও আগেই করা উচিত ছিলো। কিন্তু তৎকালীন রাজ্য সরকারের রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের প্রতি আগ্রহ ছিলো না। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জাতীয় সড়কে গাড়ি চালানোর সময় রাজ্যের জনগণকে আরও সচেতন ও সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানান। অভিভাবকদেরও সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

প্রসঙ্গক্রমে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ভারত সরকার সংরক্ষণ ছাড়া ত্রিপুরা রাজ্যের দরিদ্র জনগণের জন্য জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে ২৫টি এমবিবিএস কোর্সের আসন অতিরিক্ত বরাদ্দ করেছেন। তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এখন দরিদ্র অংশের ছাত্রছাত্রীরা ডাক্তারি পড়তে পারবে। মুখ্যমন্ত্রী এই ট্রমা কেয়ার ফেসিলিটি সেন্টারটি নির্মাণের যে লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে তার আগেই কাজ সম্পন্ন করার জন্য পূর্ত দপ্তরকে নির্দেশ দেন। সময়ের কাজ সময়ে শেষ করলে সরকারি খরচ সাশ্রয় হয়। নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার সময়ের কাজ সময়ে শেষ করে দেশের জনগণের জন্য বহু জনকল্যাণমুখী প্রকল্প নির্ধারিত বাজেটের মধ্যে চালু করে দেখিয়েছেন। বর্তমান রাজ্য সরকারও সেই দিশাতেই কাজ করছে।

তিনি বলেন, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে বিশেষ করে রাজ্য সরকারের যে লক্ষ্য রয়েছে তা হলো তিন বছরের মধ্যে রাজ্যকে মডেল স্টেটে রূপান্তরিত করা। তারজন্য দেশের প্রধানমন্ত্রী খবই আন্তরিক। রাজ্যে নতুন সরকার আসার পর খব অল্প সময়ের মধ্যে রাজস্ব সংগ্রহ ৯.৮ শতাংশ থেকে ২৬ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এটা সম্ভব হয়েছে রাজ্যের জনগণ, বিধায়ক ও মন্ত্রীদের প্রচেষ্টার ফলে। ত্রিপুরা ধীরে ধীরে মডেল স্টেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। গোমতী নদীতে ছোট জলবন্দর চালু করা হবে। ভারত ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। সিদ্ধান্ত হয়েছে গোমতী নদীতে ড্রেজিং করে অস্থায়ীভাবে বন্দর চালু করা হবে খব শীঘই। পাশাপাশি স্থায়ীভাবে বন্দর নির্মাণের কাজ চলতে থাকবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সরকার রাজ্যের সাঁইত্রিশ লক্ষ জনগণের উন্নয়নে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। এই সরকার সবকা সাথ সবকা বিকাশ ও সবকা বিশ্বাস এই নীতিতে বিশ্বাস করে। বিশ্বাস থাকলে জীবনে কি করা যায় তা করে দেখিয়েছেন উদয়পুরের প্রলয় বিশ্বাস। দিব্যাঙ্গ হয়েও পা দিয়ে লিখে মাধ্যমিকে সাফল্য পেয়েছে। তারমধ্যে আস্থা ও বিশ্বাস জাগিয়েছে তার মা। রাজ্যের সরকার জনগণের সকল আশা-বিশ্বাস পূরণে সঠিক দিশা নিয়ে কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রী এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা এবং মডেল স্টেট তৈরিতে রাজ্যের সকল স্তরের জনসাধারণের সহযোগিতা কামনা করেছেন।

মারধরে তুলকালাম

● প্রথম পাতার পর

জানিয়ে দেন। তখনই, তাঁর সাথে কথা কাটাকাটি শুরু হয়। কিন্তু, হঠাৎ তিনি মারতে শুরু করেন। উত্তমবাবু বলেন, আমাদের ঝামেলা থামতে শিক্ষক চিত্তরঞ্জন ভৌমিক এগিয়ে আসেন। তখন তাঁকেও মারধর করেন রণেন্দ্রবাবু। এদিন, বিদ্যালয়ে উপস্থিত অনেকেই রণেন্দ্রবাবুর বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছেন।

শিক্ষকদের অভিযোগ, রণেন্দ্রবাবু প্রায়ই সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসেন না। উপরন্তু, যখন তখন তিনি বিদ্যালয় থেকে বাড়ি চলে যান। কোন প্রতিবাদ করা হলে তিনি রাজনৈতিক নেতাদের কথা বলে প্রভাব খাটানোর চেষ্টা করেন। তাঁদের আরো অভিযোগ, এমন আচরণ রণেন্দ্রবাবু আগেও কয়েকবার অনেকের সাথে করেছেন। প্রতি ক্ষেত্রেই তিনি পার পেয়ে গিয়েছেন।

বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষিকা বলেন, ওই ঘটনায় এল ডি ক্লার্ক রণেন্দ্র কুমার ধরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এল ডি ক্লার্ক রণেন্দ্র কুমার ধর। তাঁর দাবি, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের লিভিং সার্টিফিকেট প্রদানকে ঘিরে সাংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছে। তাতে বিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট হয়েছে। কিন্তু, এর জন্য তাঁকে দায়ী করা হচ্ছে বলে দাবি করেন রণেন্দ্রবাবু। তিনি বলেন, মিথ্যা অভিযোগ এনে আমাকে হেনস্তা করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, শিক্ষকদের সাথে কথা কাটাকাটি হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তিনি কাউকে মারধর করেননি।

এদিকে, খবর পেয়ে বিদ্যালয়ে ঘটনার খোঁজখবর নিতে আসেন পশ্চিম জেলা শিক্ষা দপ্তরের ওএসডি দ্বীজলাল দেবনাথ। তিনি জানান, বিদ্যালয়ে শিক্ষক এবং ক্লার্কের মধ্যে মারধরের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আগামীদিনে এধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে সে-বিষয়ে সকলকে সতর্ক করা হয়েছে। তাঁর কথায়, ছাত্রছাত্রীদের স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট প্রদানকে ঘিরে ঝামেলার সূত্রপাত। কিন্তু, বিদ্যালয়ে এধরনের ঘটনা কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না। তিনি বলেন, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আজকের ঘটনার রিপোর্ট জমা দিতে বলেছি। তাছাড়া, শিক্ষক উত্তম মজুমদার এবং এল ডি ক্লার্ক রণেন্দ্র কুমার ধরের আজকের ঘটনা সম্পর্কে লিখিত বক্তব্য চেয়েছি। তিনি জানান, সমস্ত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর সেই রিপোর্টগুলি শিক্ষা দপ্তরে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। এরপর উচ্চ পদস্থ আধিকারিকরা এই ঘটনা নিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

যুবক নিহত, উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

ওই বন্দুকের গুলিতে কারোর মৃত্যুর কোন সম্ভাবনা নেই। কেবলমাত্র দুস্কৃতিকারীদের মোকাবিলা করার জন্য ওই বন্দুক সাথে রাখেন জওয়ানরা। কিন্তু, শরীরের বিশেষ কিছু অংশে ওই বন্দুকের গুলি লাগলে মৃত্যু হতে পারে।

কলমচৌড়া থানার ওসি জানিয়েছেন, ওই যুবকের বুকে গুলি লেগেছে। বিএসএফ-এর বন্দুক থেকে ছুড়া গুলিতে তার মৃত্যু হয়েছে, নাকি অন্য কোন রহস্য রয়েছে, তা মৃতদেহ ময়না তদন্তের পর বোঝা সম্ভব হবে। এ-বিষয়ে গ্রামবাসীর অভিযোগ, গরু পাচারের লাইনম্যান হলেও, গতকাল তুহিন চক্রান্তের শিকার হয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য, এলাকায় গরু পাচারের দুইটি গোষ্ঠি রয়েছে। হয়তো, গতকাল পাচারের খবর বিএসএফ-কে পাচারকারীদের তরফে জানানো হয়েছে। নয়তো, গরু পাচারকে ঘিরে দুই গোষ্টির মধ্যে সংঘর্ষে তুহিনের এই পরিণতি হয়েছে।

গ্রামবাসীদের দাবি, গরু পাচার থামাতে বিএসএফ গুলি ছুড়েছে। কিন্তু, একটি গরু বিএসএফ ধরতে পারেনি। শুধু তাই নয়, বিএসএফ-এর দাবি মোতাবেক প্রচুর গরু পাচার হচ্ছিল এবং কয়েকজন পাচারকারী এই কাজে যুক্ত ছিল। তাহলে শুধু তুহিনের মৃত্যু হল গুলিবিদ্ধ হয়ে। অন্য কাউকেই বিএসএফ আটকও করতে পারেনি, গরুও ধরতে অক্ষম হয়েছে। তাতে, সন্দেহ আরো বাড়ছে বলে দাবি গ্রামবাসীর।

পুলিশ এই ঘটনাকে ঘিরে এখনো কোন মন্তব্য করেনি। কলমচৌড়া থানার ওসি-র বক্তব্য, ওই ঘটনায় তদন্ত শুরু হয়েছে। তাতে, সবদিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তাই তদন্ত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত কিছু বলা সম্ভব নয়। এদিকে, এই ঘটনাকে ঘিরে পুটিয়া গ্রামে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে। এলাকায় বিশাল বাহিনী মোতায়েন করার হয়েছে। আপাতত পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও, গ্রামবাসীরা বিএসএফ-এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। হিন্দুস্থাম সমাচার/সন্দীপ

কমিটি গড়ল কেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

এই কর্মসূচির অন্তর্গত প্রতিটি বুনিয়াদি স্তরের বিদ্যালয়ে শিশু সংখ্যা গননা করা হবে। তাছাড়া, শিক্ষার্থীদের শিখন স্তরের বহুবিধ প্রামাণ্য তথ্য সংগ্রহ, শিক্ষার্থীর উপলব্ধ শিক্ষার ফলাফলের বিকেন্দ্রীকরণ করে মূল্যায়ণ, পূনঃনিবেশ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিক্ষক কর্তৃক ছাত্র ছাত্রীদের তাৎক্ষনিক এবং গঠনমূলক প্রতিক্রিয়া প্রদান, ভীতি প্রদর্শনমূলক কিংবা কোনও ধরনের শাসানিমূলক পদ্ধতি অনুসরণ না করে মূল্যায়ন এবং বেসরকারী সংস্থা দ্বারা সংগৃহিত তথ্য সন্দেহের নমুনা পরীক্ষা করাই ওই কমিটির মুখ্য দায়িত্ব।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ২০২০ সালে জাতীয় সমীক্ষার জন্য বিভিন্ন রাজ্য এবং কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল গুলিতে প্রারম্ভিক হস্তক্ষেপ শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রশাসনিক ভাবেই জাতীয় সাফল্যের সমীক্ষার সার্বিক স্বার্থকতার জন্য সারা দেশ ব্যাপি বুনিয়াদি স্তরে শিক্ষার্থীদের শিখনস্তরের ফলাফলের মূল্য নির্নয় করার জন্য এই বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ণ প্রস্তাবিত হয়েছে। তাঁর দাবি, বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ণের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে শিক্ষার্থীদের শিখনস্তরকে উন্নিত করার জন্য শিক্ষকদের ক্ষমতা প্রদান। তিনি জানান, বিদ্যালয় ভিত্তিক মূল্যায়ণের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধির জন্য বিদ্যালয়ে আওতার নেতৃত্ব, শিক্ষক এবং ব্লকের প্রতিটি স্তর, ডায়েট, এসসিইআরটি এবং বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের শিক্ষা দপ্তর থেকে নিয়ে একটি কাঠামো গঠন করা হবে।

কেন্দ্রের গুরুত্বপূর্ণ এই কমিটিতে স্থান পেয়েছেন রাজ্যের এসসিআরটি অধিকর্তা। শিক্ষামন্ত্রীর মতে, অত্যন্ত অল্প সময়ে নির্ভুল এবং সুচারুভাবে এনসিইআরটি পাঠ্যবই এবং সিবিএসই'র পাঠ্যক্রম রাজ্যের এসসিইআরটির মাধ্যমে অধিগৃহিত হয়েছে। শুধু তাই নয়, এনসিইআরটি'র মাধ্যমে রাজ্যে বিশেষ শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং পরবর্তী সময়ে কী রিসোর্স পার্সন নিয়োগ এবং তৎসহ বিশাল পরিমান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, তাই ত্রিপুরা ওই কমিটিতে স্থান করে নিয়েছে। তিনি আরও মনে করেন, পিএবি বৈঠকে কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক এবং এনসিইআরটি কর্তৃক এসসিইআরটি নির্ভূল কার্য পরিচালনা এবং দক্ষতা নিয়ে ভুয়শি প্রশংসা প্রাপ্তিও অন্যতম কারণ। পাশাপাশি, এনএএস এবং তৎসহ সারা রাজ্য ব্যাপী প্রচুর সংখ্যায় শিক্ষক প্রশিক্ষণ ও রাজ্য ভিত্তিক বেইস লাইন সার্ভের স্বার্থকতার জন্যই ত্রিপুরার এই প্রাপ্তি।

খেলা

ধোনির সঙ্গে কখনো রুম শেয়ার করতে চাইতেন না সেহবাগ সার্বজনিক করলেন রহস্য

বিশ্বকাপ ২০১১য় ভারত ২৮ বছর পরে বিশ্বকাপ ট্রফি জিতেছিল। এই বিশ্বকাপে ভারতীয় দলের প্রত্যেক খেলোয়াড় নিজেদের পুরো জোশ দেখিয়েছেন তা সে ব্যাটিং হোক, বোলিং হোক বা ফিল্ডিং। ২০১১য় ভারতীয় দলে ওপেনার হিসেবে থাকা বীরেন্দ্র সেহবাগ র্যালপিড ফায়ারে নিজের সতীর্থ খেলোয়াড়ের পোল খুলেছেন।বীরেন্দ্র সেহবাগ খুললেন শচীন, বিরাট আর রায়নার পোলর্যা পিড ফায়ার রাউন্ডে বীরেন্দ্র সেহবাগকে যখন প্রশ্ন করা হয় যে তার সময়ে সবচেয়ে বেশি সেলফি কে নিতেন? তো এটা শুনতেই সেহবাগ হুট করেই বিরাট কোহলির নাম নিয়ে নানা যে বিরাট কোহলি ছবি তোলার কোনো সুযোগই ছাড়েননা। এখন বীরেন্দ্র সেহবাগ জানিয়েছেন যে তার সময় দলের সবচেয়ে ভাল ডান্সার আর সবচেয়ে ভাল খাবার কে বানাতেন। এর জবাব শুনতেই সকলেই অবাক হয়ে যাবেন কারণ তিনি আর কেউ নন স্বয়ং ক্রিকেটের ভগবান বলে পরিচিত শচীন তেন্ডুলকর। যখন সেহবাগকে প্রশ্ন করা হয় যে ভারতীয় দলে সবচেয়ে ভাল গান কে গান তো তিনি চেন্নাই সুপার কিংসের হিরো আর ২০১১য় দলকে জেতাতে সহযোগ দেওয়া সুরেশ রায়নার নাম নেন।ই খেলোয়াড়কে ভয় পান সেহবাগ আর ধোনির সঙ্গে এক ঘরে এই জন্য থাকতে চাননাএখন জেনে নেওয়া যাক যখন বীরেন্দ্র সেহবাগকে প্রশ্ন করা হয় যে কোন খেলোয়াড়কে পুরো দল ভয় পেতে আর কোন খেলোয়াড়কে তিনি ভয় পেতেন তো সেহবাগ অনিল কুম্বলের নাম নেন কারণ মাঠে তিনি সবসময় চেঁচাতেন আর কুম্বলে ড্রেসিংরুমে প্রবেশ করতেই সব শান্ত হয়ে যেত।নিজের বন্ধু হরভজনের পোল খুলে সেহবাগ বলেছেন যে হরভজন সেই খেলোয়াড় যিনি প্রত্যেক জায়গায় নিজেকে দেখতে চান। তিনি সবেয়ে বেশি নিজেকে দেখাতে পছন্দ করেন।প্রাক্তন অধিনায়ক আর ক্যাপ্টেন কুল নামে পরিচিত মহেন্দ্র সিং ধোনি সেই খেলোয়াড় যার সঙ্গে সেহবাগ কোনো মূল্যের রুম শেয়ার করতে চাইতেন না। কারণ এটাই যে ধোনির ফ্যান বেশ খুব বেশি আর তাকে বেশি ভক্তরা সবজায়গায় ফলো করেন।সৌরভ গাঙ্গুলীর এই বিশেষত্ব, নিজের বন্ধু যুবরাজের করলেন বেইজ্জতিএই তালিকা জারি রেখে সেহবাগকে প্রশ্ন করা হয় যে গুগলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশি কে করেন, তা নিয়ে সেহবাগের জবাব ছিল দাদা অর্থাত সৌরভ গাঙ্গুলী কারণ দাদা সমস্ত রেকর্ড জানেন। এখন ভারতীয় দলে রোহিত শর্মা সেই খেলোয়াড় যিনি সবচেয়ে দেরীতে টিম বাসে আসতেন। এখন জানানো যাক বীরেন্দ্র সেহবাগের সময়কার সেই খেলোয়াড় যিনি সবচেয়ে দেরীতে বাসে আসতেন আর তিনি হলেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। যখন তার কাছে সম্প্রতি অবসর নেওয়া যুবরাজ সিংয়ের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয় যে দলে মিউজিকের সবচেয়ে খারাপ টেস্ট কার? তো এই প্রশ্নের জবাবে সেহবাগ যুবরাজের নাম নিয়ে বলছেন যুবরাজের পছন্দের গানে লিরিক্স থাকে না। কিন্তু তার চুটকিগুলি অসাধারণ হত।

বোর্ড বা আইপিএল বেছে নিন, নির্দেশ সৌরভ—লক্ষ্মণকে

আজকালের প্রতিবেদন: অপ্রত্যাশিত ধাক্কা! বিশ্বকাপের মধ্যেই অস্বস্তিতে পড়লেন সৌরভ গাঙ্গুলি, ভি ভি এস লক্ষ্মণ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের এথিক্স অফিসার, সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ডি কে জৈনের কড়া নির্দেশ, হয় বোর্ডের কাজে যুক্ত থাকুন, না হয় আইপিএলে। দ্বৈত ভূমিকায়? নৈব নৈব চ। ডি কে জৈন প্রশ্ন তুলেছেন বিশ্বকাপে শচীন তেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলি, ভিভিএস লক্ষ্মণের ধারাভাষ্য দেওয়া নিয়েও। এঁরা প্রত্যেকেই ভারতীয় বোর্ড বা আইপিএলের সঙ্গে যুক্ত। জৈনের মতে, এই ব্যাপারটাও স্বার্থের সঙ্ঘাতের মধ্যে পড়ে। এমনকি যে ক্রিকেটাররা এখনও খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন, তাঁরা কীভাবে বিশ্বকাপে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন বিসিসিআই—এর এথিক্স অফিসার। তাঁর তীর হরভজন সিং, পার্থিব প্যাটেলদের দিকে। তাঁরা বিশ্বকাপে ধারাভাষ্য দিচ্ছেন। আবার শেষ আইপিএলেই চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে খেলেছেন ভাজ্জি, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বাঙ্গালোরের হয়ে পার্থিব। জৈন মনে করেন, খেলা না ছেড়ে ধারাভাষ্যের কাজ করা উচিত নয় ক্রিকেটারদের। হরভজন, পার্থিবদের মতোই ধারাভাষ্য দিচ্ছেন রবিন উথাপ্পা, ইরফান পাঠানও। তাঁরাও কিন্তু খেলা ছাড়েননি। গত আইপিএলে সানরাইজার্স হায়দরাবাদের মেন্টর লক্ষ্মণ। দিল্লি ক্যাপিটালসের পরামর্শদাতার ভূমিকায় দেখা গিয়েছিল সৌরভ গাঙ্গুলিকে। এই দুই প্রাক্তনই বোর্ডের ক্রিকেট অ্যাডভাইজারি কমিটির (সিএসি) সদস্য। সৌরভ আবার সিএবি---র সভাপতি। ফলে আইপিএল চলাকালীনই এই দুই ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে স্বার্থের সঙ্ঘাতের অভিযোগ ওঠে। যা সৌরভ ও লক্ষ্মণ, দু'জনেই অস্বীকার করেন। এথিক্স অফিসারকে চিঠি লিখে, দেখা করে সৌরভ জোরালোভাবে তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা স্বার্থের সঙ্ঘাতের অভিযোগের বিরোধিতা করেছিলেন। আবার লক্ষ্মণ তো সিএসি থেকে সরে যাওয়ার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছিলেন বিচারপতি জৈনকে লেখা চিঠিতে। কিন্তু এই দুই প্রাক্তন তারকার বক্তব্যকে যে গুরুত্বই দিলেন না তিনি, বুঝিয়ে দিয়েছেন জৈন। তাহলে শচীন তেন্ডুলকারের বিরুদ্ধেও তো দ্বৈত ভূমিকার জন্য স্বার্থের সঙ্ঘাতের অভিযোগ উঠেছিল। তিনিও মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মেন্টর। আবার সিএসি—র সদস্য। যদিও শচীন আগে বলেছিলেন, মেন্টর হিসেবে তিনি মুম্বই ফ্র্যাঞ্চাইজি থেকে কোনও অর্থ নেন না। বোর্ডের এথিক্স অফিসার কিন্তু শচীনকে বোর্ড অথবা আইপিএল, কোনও একটাকে বেছে নিতে বলেননি। এই বিষয়ে ক্লিনচিটই দেওয়া হয়েছে শচীনকে। জৈন বলেছেন, 'লোধা কমিটির সুপারিশের মূল সুরই ছিল এক ব্যক্তি, এক পদ। আমি এই বক্তব্যেই থাকার চেষ্টা করেছি। প্রথমবার আমি (সংবিধানের) নিয়ম পরীক্ষা করলাম। তার পরেই আমার নির্দেশ জানিয়েছি। গাঙ্গুলি ও লক্ষ্মণকে নিয়ে নির্দেশ দিয়ে কোনও অসাধারণ কিছু করছি না। যা করেছি, তা (বোর্ডের) সংবিধান মেনেই। এবার বিসিসিআই—কেই যা করার করতে হবে। জানি না, আমার বক্তব্য গ্রহণ করা হবে কী হবে না। তবে যে কেউ চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। বিচারপতি লোধারও ভাবনা ছিল এক ব্যক্তি, এক পদ। যা শুধু ক্রিকেটারদের ক্ষেত্রেই নয়, পদাধিকারীদের ক্ষেত্রেও এই কথা প্রযোজ্য।' পাশাপাশি জৈনের সংযোজন, 'শচীনের ক্ষেত্রে স্বার্থের সঙ্ঘাতের প্রশ্ন উঠছে না। কারণ উনি সিএসি থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু গাঙ্গুলি ও লক্ষ্মণ তা করেননি। এবার সিদ্ধান্ত ওঁদেরই নিতে হবে, কীভাবে ভারতীয় ক্রিকেটের সেবা করবেন। আমি এটুকুই বলতে পারি, নিজেদের পছন্দ মতো ওঁরা একটা পদ বেছে নিন।'অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ডি কে জৈনের এই বক্তব্য কানে গেছে কমিটি অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর্সের (সিওএ) কানেও। সিওএ—র এক সদস্য বলেছেন, 'হ্যাঁ, এই বিষয়টা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। বিষয়টা একটু জটিল। তবুও চেষ্টা করব সমাধানের। তাড়াতাড়িই সিদ্ধান্ত জানানো হবে।' গত ফেব্রুয়ারি মাসে দেশের শীর্ষ আদালত অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি ডি কে জৈনকে বিসিসিআই---এর এথিক্স অফিসার হিসেবে নিয়োগ করে। তার পরই শচীন, সৌরভ, লক্ষ্মণদের স্বার্থের সঙ্ঘাত নিয়ে অভিযোগ জমা পড়তে থাকে জৈনের কাছে। অভিযোগকারী, অভিযুক্তদের বক্তব্য শোনার পর তিনি জানিয়েছিলেন, শীঘ্রই নিজের সিদ্ধান্ত জানাবেন। যে সিদ্ধান্ত নিলেন, তাতে ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের অন্দরমহলে বিস্তর জল ঘোলা হতে পারে।

হারলেও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করল বাংলাদেশ

বিশ্বকাপের ইতিহাসে যেখানে ৩২৯ রানের বেশি তাড়া করে এখন পর্যন্ত কেউ জেতেনি সেখানে ৩৮১ রান তাড়া করে বাংলাদেশ জিতবে তা হয়ত ভাবেনি কেউ। কিন্তু ট্রেন্টব্রিজে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ যেভাবে লড়াই করল তা অবশ্যই প্রশংসনীয়। বিশাল লক্ষ্য পূরণ করতে গিয়ে ৩৩৩ রানে থামে বাংলাদেশ। অস্ট্রেলিয়ার কাছে ৪৮ রানে পরাজিত হয় তাঁরা।বৃহস্পতিবার ইংল্যান্ডের নটিংহ্যামে টস জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চ। ওপেনার ডেভিড ওয়ার্নারের ১৬৬ ও ওসমান খাজার ৮৯ রানের ইনিংসের সাহায্যে ৫০ ওভারে ৫ উইকেটে ৩৮১ রান সংগ্রহ করে অস্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশের পক্ষে তিনটি উইকেট তুলে নেন সৌম্য সরকার। একটি উইকেট পান মুস্তাফিজুর রহমান।৩৮২ রানের বিশাল লক্ষ্যে খেলতে নেমে শুরুতেই দুই ব্যাটসম্যানের ভুল বোঝাবুঝিতে সৌম্য সরকারকে হারায় বাংলাদেশ। দলীয় ২৩ রানের মাথায় ব্যক্তিগত ১০ রানে সাজঘরে ফেরেন সৌম্য। ব্যক্তিগত ৪১ রানে ওয়ার্নারের হাতে ধরা পড়েন শাকিব। দলের ১৪৪ রানের মাথায় মিশেল স্টার্কের বলে বোল্ড আউট হয়ে ৬২ রানে ফেরেন তামিম ইকবাল। লিটন দাসের বিদায়ের পর মাহমুদউল্লাহ রিয়াদের সঙ্গে জুটি বেধে অনবদ্য ব্যাটিং করেন মুশফিকুর রহিম। পঞ্চম উইকেটে তারা ১২৭ রানের পার্টনারশিপ তৈরি করেন। শেষ দিকে মুশফিকুর রহিমের একার লড়াইয়ে পরাজয়ের ব্যবধান কমলেও হার এড়াতে পারেনি বাংলাদেশ। দলের হয়ে ৯৭ বল খেলে ৯টি চার ও একটি ছয়ের সাহায্যে অপরাজিত ১০২ রান করেন তিনি।ম্যাচ হারের পর সোজাসুজি এই খেলোয়াড়দের দায়ী করলেন মাশরফি মোর্তজাঅস্ট্রেলিয়ার দল বিশ্বকাপ ২০১৯এর ২৬তম ম্যাচে বাংলাদেশের দলকে ৪৮ রানে হারিয়ে দিয়েছে। প্রথমে ব্যাট করে অস্ট্রেলিয়ার দল নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে ৩৮১ রানের বিশাল স্কোর করে। এই লক্ষ্য তাড়া করতে নেমে বাংলাদেশ দল নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৮ উইকেট হারিয়ে ৩৩৩ রানই করতে পারে। এই ম্যাচ জেতার ফলে অস্ট্রেলিয়া দল পয়েন্টস টেবিলে দুটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টস হাসিল করে নেয়। অস্ট্রেলিয়ার এই টুর্নামেন্টে এটি পঞ্চম জয় ছিল। অন্যদিকে বাংলাদেশ দলের এটি এই টুর্নামেন্টের তৃতীয় হার ছিল।৪০-৫- রান বেশি দিয়েছিবাংলাদেশের হারের পর অধিনায়ক মাশরফি মোর্তজা নিজের পোস্ট ম্যাচ প্রেজেন্টেশনে বলেন,'আমার মনে হয় যে আমরা বোলিংয়ে ৪০-৫০ রান বেশি খরচা করে দিয়েছি। অন্যথায় এটা একটা কম রানের লক্ষ্য তাড়া হতে পারত। ডেভিড ওয়ার্নার আর অন্য অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যানদের শ্রেয় দিতে হবে যে ওরা দায়িত্বের সঙ্গে খেলে নিজেদের দলকে একটা বড়ো স্কোর দিয়েছে'।আমরা এই ম্যাচ থেকে কিছু পজিটিভিটি পেয়েছিবাংলাদেশ অধিনায়ক মাশরফি মোর্তজা আগে নিজের বয়ানে বলেন,'আজ আমরা কিছু নতুনদের সুযোগ দিয়েছিলাম। যদিও তারা আমাদের আশানুরূপ প্রদর্শন করতে পারেনি। আমরা এই ম্যাচ থেকে কিছু পজিটিভিটি পেয়েছি। শাকিব-তামিম ভাল প্রদর্শন করেছে, মুশফিকুর আর মহমুদুল্লাহও ভাল ইনিংস খেলেছে, কিন্তু ৩৮১ রান তাড়া করা সত্যিই যথেষ্ট মুশকিল হয়। সৌম্য সরকার সামান্য দুর্ভাগ্যবান থেকেছে যে ওকে রান আউটে নিজের উইকেট হারাতে হয়েছে'।সেমিফাইনালে পৌঁছনোর জন্য জিততে হবে সব ম্যাচমাশরফি মোর্তজা শেষে নিজের বক্তব্যে বলেন,'এখন আমাদের এখান থেকে নিজেদের সমস্ত ম্যাচ জিততে হবে। সম্ভবত তখনই আমরা সেমিফাইনালের ব্যাপারে ভাবতে পারব। সম্ভবত আমাদের এখন অন্যদেরও ফলাফলের উপর নির্ভর করতে হবে'।

উত্তর ২৪ পরগণা মাস্টার্সকে হারিয়ে ফাইনালে মোহনবাগান

সুখেন্দু সরকার : অনূর্ধ-১৯ া ফুটবল লিগের ফাইনালে উঠল মোহনবাগান। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে মোহনবাগান মাঠে মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান ও অ্যাডামাস ইউনিভার্সিটি উত্তর ২৪ পরগণা মাস্টার্স। অনূর্ধ-১৯ বাংলা ফুটবল লিগে গ্রুপ-ঙ্গ থেকে শেষ চারে ওঠে মোহনবাগান। গ্রুপ পর্বে চারটি ম্যাচের চারটিতেই জেতে তারা। অন্যদিকে গ্রুপ-ঙ থেকে শেষ চারে ওঠে উত্তর ২৪ পরগনা মাস্টার্স। গ্রুপ পর্বে চারটি ম্যাচের তিনটিতে জেতে তারা। একটি ম্যাচ ড্র করে উত্তর ২৪ পরগনা মাস্টার্স। সেমিফাইনালে পনেরো মিনিট করে চার কোয়ার্টারে খেলা। প্রথম দুই কোয়ার্টারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে। কিন্তু তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই দীপ সাহার গোলে এগিয়ে যায় মোহনবাগান। এরপর ম্যাচ থেকে ক্রমশ হারিয়ে যায় উত্তর ২৪ পরগণা মাস্টার্স। শেষ পর্যন্ত ১-০ গোলে ম্যাচ জিতে নেয় মোহনবাগান। সেমিফাইনালের গোলদাতা দীপ সাহা ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলকেই চাইছেন।

রোনাল্ডোর মতো সেলিব্রেশন ! বিদ্রুপের শিকার বাংলাদেশের সৌম্য সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন : সি সেলিব্রেশন। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো সিগনেচার সেলিব্রেশন। গোলের পর এমন উদযাপন রোনাল্ডোকে যেন ফুটবল মাঠে স্টাইল আইকন করে তুলেছে। তাঁর সেই সেলিব্রেশন নকল করেছেন ক্রীড়া বিশ্বের অনেক তারকা। কিন্তু ভক্তদের মনে রোনাল্ডোর সেলিব্রেশন গেঁথে রয়েছে। তাঁর পেশিবহুল চেহারা, ফিটনেস, ক্ষীপ্রতা ও আস্ফালনের প্রতীক যেন প্রতিফলিত হয় সেই সি সেলিব্রেশন-এর মধ্যে দিয়ে। যা নকল করা এত সহজ নয়। সহজ করে বললে, সেই সেলিব্রেশন যেন একমাত্র রোনাল্ডোকেও মানায়। বাংলাদেশের সৌম্য সরকার সেটা নকল করতে গিয়েও ব্যর্থ হলেন। বিদ্রুপ হজম করতে হল তাঁকে।অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৮ ওভারে ৫৮ রান দিয়ে ৩টি উইকেট নেন সৌম্য। তাঁর বোলিং পারফরম্যান্স প্রশংসিত হয়েছে। কিন্তু রোনাল্ডোর মতো সেলিব্রেশন করতে গিয়ে তাঁকে বিদ্রুপ হজম করতে হয়েছে। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে অ্যারন ফিঞ্চ ও ডেভিড ওয়ার্নার ঝোড়ো ব্যাটিংয়ে ইনিংস সূচনা করেছিলেন। ফিঞ্চকে ফিরিয়ে সাময়িক অজি ওপেনারদের ঝড় থামান সৌম্য। কিন্তু ওয়ার্নার চালিয়ে খেলতে থাকেন। সৌম্য এর পরই সি সেলিব্রেশন করেন। আইসিসি-র তরফে সৌম্যর সেই সেলিব্রেশন-এর ছবি পোস্ট করা হয়। আইসিসি সৌম্যর সঙ্গে রোনাল্ডোর ছবি কোলাজ করে পোস্ট করে। দুই সেলিব্রেশন মিলিয়ে দেয় ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। ক্যাপশনে লেখা হয়, 'সেপারেটেড এট বার্থ?' তার পর থেকেই সৌম্যর জন্য একের পর এক বিদ্রুপ উড়ে আসতে থাকে।রোনাল্ডো ভক্তরা সৌম্যর সঙ্গে সিআরসেভেন-এর তুলনা মেনে নিতে পারেননি। প্রত্যেকেই ব্যাপারটাকে "বাড়াবাড়ি" বলে ব্যাখ্যা করতে থাকেন। অনেকেই বলেছেন, এমন সেলিব্রেশন রোনাল্ডোকেই মানায়। অনেকেই আইসিসিকে পোস্ট ডিলিট করার অনুরোধ করেন। তবে আইসিসির অফিসিয়াল পেজ থেকে সেই ছবি শেষ পর্যন্ত ডিলিট করা হয়নি। চলতে থাকে সৌম্যকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ।

REQUEST FOR PROPOSAL

Request for Proposal is hereby invited in sealed cover from the interested reputed and NCTE recognized B.Ed Institutions located Inside & outside Tripura for imparting quality education in B.Ed (2 year) & D.E1.Ed (2 year) courses to ST students. The students shall be sponsored by the Tribal Welfare Department, Govt. of Tripura during the year 2019-20 (for B.Ed Course-230 & D.ELEd-46)=276 seats tentatively.
The last date of receipt of proposal in prescribed format is 22.07.2019 upto 3.00 P.M. The Technical bid will be opened on 24/07/2019 at 2.00 P.M. (if possible) The institution shall submit technical & financial bids separately in prescribed format. Details of terms & condition may be seen at website (www.twd.tripura.gov.in)

ICA/D/389/19-20

(Tanusree Debbarma, IAS)
Director
Tribal Welfare Department
Govt. of Tripura.

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION No.1/LTV/SJ/DLI/ 2019-20, Dated:- 21.06.2019

The Superintendent of Jail, LTV Sub-Jail (SDM, LTV) invites Short notice sealed quotation from the registered firms/co-operative societies/suppliers/ Agency on behalf of the Governor of Tripura for the supply of the following articles for the period of August, 2019 to July, 2020 to Longtharai Valley Sub-Jail, Chailengta, Dhalai Tripura
1.Name of the work/articles:- (1) Cereal & cereal products(2) Pulses(3) Vegetables(4)Spices(5)Edible oil & Fats(6) other items of food(7) Lighting(8) Footwear(9) stationary Goods (10) Hair cutting.
2.Issue of tender forms:- The tender/quotations forms along with instruction, terms and condition will be obtained from the office of the Superintendent of Jail, LTV Sub-Jail(SDM, LTV),Chailengta, Dhalai Tripura w.e.f 29.06.2019 to 09.07.2019 during office hours on payment of Rs.100/- cash/ cheque(Nonrefundable).
3.Last date of submission of offers: - Last date of the submission of sealed cover tender/quotations form with complete documents by hand or by post on or before 11.07.2019 up to 5.00 pm.
4.Place of submission of offers: - Office of the Superintendent of Jail, LTV Sub-Jail (SDM, LTV), Chailengta.
5.Time & date of opening of offer:-At 11.00 am (if possible) on 12.07.2019(if opening of tender/quotation is not dofie due to unforeseen circumstances, it would be opened on the next working day.
6.Place of opening of Quotation/offers:-Office of the Superintendent of Jail, LTV Sub-Jail(SDM, LTV)
7.Earnest Money in the form of D- Call for an amount of Rs.5, 000/-(Five Thousand) only will be deposited in favour of the Superintendent of Jail, LTV Sub-Jail (SDM, LTV).
(For & on behalf of the Governor of Tripura.)

ICA/C/481/19

DR. S. S. JAISWAL, IAS
Superintendent of Jail,
LTV Sub-Jail, Chailengta.
Dhalai District, Tripura.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO: PNIe-T-2/EE/RD/BSGD/2019-20/678-98 dt. 20.06.2019
The E.;<ecutive Engineer, RD Bishramganj bivision,Bishramganj, Sepahijala Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura percentage rate e-tender in PWD form-7 from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Tenderers /Firms/Agencies cf appropriate class of registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD/Railway/Other State PWD up to 3.00 P.M. on C6.07.2019 for the following works:-

Sl No	Name of the work	Estimated cost	Earnest Money	C ost of tender form	Time for Completion	Last date and time for document downloading and e-bidding	Time and date of opening of Tender	Availability of tender document	Class of bidder
1	Construction of water filter tank at Telkajla High School under Telkajla GP of Mohanbhog RD Block. DNIeT No:-11/MBG/ EE/Rb/BSGb/2019-20.	2,11,107.00	2111.00	1000.00	1(One)Month	U pto 3.00 PM on 06.07.2019	At 3.00 PM on 08/07/2019 (If possible)	https://triuratendersogov.in	Appropriate Class
2	Construction of Cycle stand in the premises of Mohanbhog Rb Block office complex under Mohanbhog Rb Block. DNIeT No:-12/MBG/ EE/RD/BSGD/2019-20.	78,711.00	787.00	500.00	1(One)Month				
3	Construction of Road side drain at Swapan bebnath house to Loknath Ashram at Uttar Chard= GP. DNIeT No:-13/CHRLM/ EE/RD/BSGb/2019-20.	5,45,584.00	5456.00	Rs. 1000.00	1(One)Month				
4	Construction of Boundary wall a t Micah para Masjid at Kamalasagar GP under Bishalgarh RD Block. DNZeT No:-14/BLG/ EE/Rb/BSGb/2019-20.	3,80,990.00	3810.00		1(One)Month				
5	Construction of Boundary wall partially at North NC Nagar Janapriya High School at Lembhutali GP under Bisholgarh RD Block. DNIeT No:-15/BLG/ EE/Rb/35Gb/ 2019-20,	1,21,493.00	1215.00		1(One)Month				
6	Laying of Brick soling road from KK PWD road to IBB Road via Krishna shill land at Dakshin Moheshpur GP under Kathalia Rb Block. DNIeT No:-16/BLG/ EE/Pb/B5Gb/ 2019-20,	7,15,976.00	7160.00		1(One)Month				
7	Construction ofAdditional Class room CIT PriterIdilICI, Purba para a school under Boxanagar P:D Block. DNIeT No:-17/BOXN/ EE/RD/B5GD/2019-20.	19,96,964.00	19,970.00		6(Six)Month				
8	Construction of 60 seated binning Hall at Karaimura HS School under Charilam RD Block. DNIeT No:-18/CHRLM/ EE/RD/B5GD/2019-20.	19,71,386.00	19,714.00		6(Six)Month				
9	Repairing of Herrna Community Hall qt kangrnola VC. DNIeT No:-19/CHRLM/ EE/RD/BSGD/2019-20.(2nd call)	4,61,023.00	4610.00		1(One)Month				
10	Construction of Fish Market shed at Madhupur Bazar under Bishramganj RD Division. DNIeT No:-20/BLG/EE/RD/BSGD/ 2019-20.	28,52,595.00	28,526.00		6(Six)Month				

Eligible bidders shall participate in bidding only in online through website https://tripticatenderLgov.in. Bidders are allowed to bid 24x7 until! tne time of bid closing, with option for Re-submission, wherein only their latest submitted Bid would be considered for evaluation. The -e-procurement website will riot allow any bidder to attempt bidding, after the scheduled date and time. SubmisSion 9f bids physically is not permitted.
Note: - NO NEGOTIATION WILL BE CONOUCTEb WITH THE LOWEST BIDDER

ICA/C/475/19

(Er. Kajal Dey)
Executive Engineer
RD Bishramganj Division

(For publication in the Local Newspaper and website)
The Executive Engineer, Udaipur Division, PWD(R&B), Udaipur, Gomati District, Tripura invites e-tender against press NIT No 04/EE/WW-DIVN/UDP/2019-20 DATED 17.06.2019
For
1.Construction of Extension of Garjee PHC/SH: Building portion including internal water supply and sanitary installation. 42,60,690.00 42,607.00 180(one hundred eighty) Days
DNIT No. 01/NIT/SE-III/R/2019-20
2.Mtc., of Bailey bridge on different roads under Jurisdiction of PWD Sub-Division No.I during the year 2018-19. under Matabari Block, Udaipur, Gomati Tripura/ SH Supply of missing member of spare parts & fitting, fixing of chequared sheet on deck including welding of baily type unit steel bridge and painting(2nd Call).
15,07,965.00 15,080.00 90 (ninety) days
DNIT No. 53/DNIT/EE/PWD/UDP/R/2019-20
3.Urgent Mtc. of different roads under the jurisdiction of PWD(R&B) Sub-Division No-11, Udaipur during the year 2019-20 /SH: Soling, Pot holes, patch carpeting, seal coating, drain, protection wall etc.24,23,369.00 24,234.00 270 (two hundred seventy) Days
DNIT No. 06/DNIT/EE/PWD/UDP/R/2019-20
4.Construction of Surface drain & CD structure within the UMC area under the jurisdiction of PVVD(R&B)Sub-Division No-II, Udaipur during the year 2019-20 /SH: RCC drain, brick masonary drain and CD etc.
23,92,904.00 23,929.00 180 (one hundred eighty) days
DNIT No. 07/DNIT/EE/PWD/UDP/R/2019-20
5. Maintenanc·F. of road from Udaipur-Killa road to Khupilong.(L=10.00 Km)./ S.H:Repair of pot holes through Grouting, Patch Metalling, Patch carpeting etc.
14,44,485.00 14,445.00 120 (one hundred twenty) Days
DNIT No. 08/DNIT/EE/PWD/UDP/R/2019-20
Last Date & Time for Document Downloading & bidding-08.07.2019 upto 15.00Hrs.
The Time & Date of opening of bids -12.07.2019 at 16.00 Hrs. if possible.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
Note: *NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER*
www.tripurainfo.com/www.tripuraindia.com
www.indiLenousherald.cornicle.com/ www.tripurachronicle.in /www.neindia.com

ICA/C/485/19

(Er. S. Sarkar)
PWD(R&B), Udaipur Division,
Executive Engineer,
Udaipur Gomati Tripura.

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2018- 2019

বাজেট বই ছাপা শুরু হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে হালুয়া দিয়ে সকলের মিষ্টি মুখের আয়োজন করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ছবি- পিআইবি।

এক মিনিটে ৬৫০০ গাছের চারা রোপণ

গাছ লাগানোর পাশাপাশি গাছের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন ।। বাগমা-কড়ইমুড়া জাতীয় সড়কের পাশে গাছের চারা রোপণ করে গোমতী জেলাভিত্তিক ব'ক্ষরোপণ ও বনমহোৎসবের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাছাড়া গাছের চারা রোপণ করেন ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়, বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া, বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ প্রমুখ। বনমহোৎসব উপলক্ষে আজ রাস্তার পাশে এক মিনিটে ৬৫০০ গাছ লাগানো হয়। ব'ক্ষরোপণ ও বনমহোৎসবকে কেন্দ্র করে বাগমা বাজারে আয়োজিত সভায় জনগণের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, বনমহোৎসব হলো গাছ লাগানো ও তার রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচির অঙ্গীকার। ভারতের প্রত্যেক রাজ্যের রাজ্য সরকার এই লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। কিন্তু ১ মিনিটে ৬,৫০০ গাছ লাগানো একটা ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। এভাবে গাছ লাগানোর কর্মসূচিতে যারা অংশগ্রহণ করেছেন তারা ভাগ্যবান। তিনি বলেন, গাছ আমাদের প্রাণ।

কারণ এটি আমাদের অ'িজেন যোগায়। ভারতবাসী প্রক'তি প্রেমিক। ভারতে প্রাচীনকাল থেকেই গাছকে পূজা করার রীতি রয়েছে। তিনি বলেন, গাছ লাগানোর পাশাপাশি গাছের রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। রাস্তার দুইধারে প্রায় ৪ থেকে ৫ ফুট উঁচু হয় এমন গাছের চারা লাগানোর ফলে গাছগুলির রক্ষণাবেক্ষণে সুবিধা হবে। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার রাস্তার দুই ধারে ফল ও ফুল গাছ লাগানোর রূপরেখা তৈরি করছে। এর ফলে রাস্তার পাশে বসবাসকারী জনগণ উপক'ত হবেন। তিনি আরও বলেন, তিন বছরের মধ্যে ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্য বানানো হবে। নতুন ও সম'দ্ধ ত্রিপুরা গড়তে রাজ্যের জনগণও উৎসাহ ও আন্তরিকতার সঙ্গে সরকারকে সাহায্য করছে।

অনুষ্ঠানে ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যটি প্রাক'তিক সম্পদে ও প্রাক'তিক সৌন্দর্যে ভরা। গাছ মানুষের জীবন রক্ষা করে এবং পরিবেশকে দূষণ থেকে বাঁচায়। তিনি বলেন, আজকের এই ব'ক্ষরোপণ কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে রাষ্ট্রীয় সম্পদ রক্ষার ক্ষেত্রে চেতনাবোধ জাগ্রত হবে। অনুষ্ঠানে বনমন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া বলেন, ত্রিপুরায় ষাট শতাংশের উপরে বন রয়েছে। এই বন জঙ্গলকে রক্ষার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার জনগণকে এগিয়ে আসতে হবে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ রাখেন বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রিন্সিপাল চিফ কনজারভেটর অব ফরেস্ট ড. অলিন্দ রস্তোগী, গোমতী জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ড. টি কে দেবনাথ প্রমুখ। উল্লেখ্য, গোমতী জেলার এন এইচ ৮ জাতীয় সড়ক বাগমা-কড়ইমুড়া থেকে গর্জি পর্যন্ত রাস্তার দুইপাশে এবং উদয়পুর-কাকড়াবন সড়কের খিলপাড়া থেকে জামজরি পর্যন্ত প্রায় ৬৫০০টি গাছের চারা ১ মিনিটে লাগানো হয়। এই কর্মসূচিতে উদয়পুর মহকুমা এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, সামাজিক সংস্থার সদস্য-সদস্যা, প'ায়েত এলাকার জনগণ, সরকারি কর্মচারীব'ন্দ প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন।

ইসকনের হাতে ২০টি সরকারী বিদ্যালয় ক্ষুব্ধ এআইএসইসি ও এআইডিএসও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন ।। সম্প্রতি ত্রিপুরা রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে রাজ্যের ২০টি সরকারী বিদ্যালয় ইসকনের হাতে তুলে দেবে। এই সংবাদের তীব্র বিরোধীতা করে অল ইন্ডিয়া ডি এস ও ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি এক প্রেস বিবৃতিতে বলেন, সারা দেশের ন্যায় ত্রিপুরা রাজ্যেও অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নো ডিটেনশান চালু করে পাশ ফেল প্রথা তুলে দেবার ফলে সরকারী ও সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালগুলিতে প্রাথমিক শিক্ষার মান অতি দ্রুত নেমে গেছে। যার ফলশ্রুতিতে সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। তারই সুযোগ নিয়ে লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি সারা রাজ্যে গজিয়ে উঠছে এবং স্বল্প আয়ের মানুষও তাদের সন্তানদের পড়াতে বেসরকারী স্কুলের দিকেধাবিত হচ্ছে। রাজ্য সরকার অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ ফেল প্রথা চালু করে এবং অন্যান্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন ঘটিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের পরিবর্তে ২০টি সরকারী বিদ্যালয় বেসরকারী সংস্থা ইসকনের হাতে তুলে দিচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত হটকারী এবং শিক্ষায় সরকারের দায়িত্বকে অস্বীকার করার পরিচায়ক। এই পথে শিক্ষাকে বেসরকারীকরণের পদক্ষেপ ছাড়া আর কিছুই নয়। অল ইন্ডিয়া ডি এস ও ত্রিপুরা রাজ্য সাংগঠনিক কমিটি অবিলম্বে এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে এবং প্রথম শ্রেণী থেকেই পাশ ফেল প্রথা চালু, প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগসহ পরিকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে শিক্ষার মান উন্নয়ন করতে সরকারের নিকট দাবি জানাচ্ছে।

এদিকে, প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার ২০টি সরকারী বিদ্যালয় ইসকনের হাতে তুলে দিচ্ছে। এই সংবাদে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির, ত্রিপুরা শাখা এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলেন, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত নো ডিটেনশন চালু করে পাশ ফেল প্রথা তুলে দেবার ফলে এবং পরিকাঠামো ও শিক্ষকের অভাবে সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মান তলানীতে গিয়ে ঠেকেছে। যার ফলে সরকারী বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র সংখ্যা দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে লাভের উদ্দেশ্যে পরিচালিত বেসরকারী বিদ্যালয়গুলি ফেঁপে ফুঁপে উঠছে।

সরকার এই সমস্যাগুলি প্রতিকার না করে শিক্ষার সরকারী দায়িত্বকে অস্বীকার করে জনগনের টাকা খরচ করে ২০টি বিদ্যালয় বেসরকারী সংস্থা ইসকনের হাতে তুলে দিচ্ছে। এই সিদ্ধান্ত হটকারী এবং শিক্ষার সরকারের দায়িত্বকে অস্বীকার করার পরিচায়ক। অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি এই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানাচ্ছে এবং অবিলম্বে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ ফেল প্রথা চালু, পর্যান্ত সংখ্যায় শিক্ষাক নিয়োগ ও অন্যান্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন করার দাবি জানাচ্ছে। সাথে সাথে সরকারের এই জনস্বার্থ বিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে এগিয়ে আসতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

ত্রিপুরা থেকে গরুপাচার বন্ধে কাজ করবে রাষ্ট্রীয় গো রক্ষা বাহিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২২ জুন ।। রাষ্ট্রীয় গো রক্ষা বাহিনীর ত্রিপুরা রাজ্য শাখার উদ্যোগে আজ শনিবার এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় আগরতলায়। রাজধানীর খেজুরবাগান এলাকার ভগৎ সিং যুব আবাসে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি রাকেশসিং পরিহার, ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির সভাপতি মহম্মদ মুর্তাজ উদ্দিন চৌধুরী-সহ সংগঠনের অন্যান্য সদস্যরা।

বৈঠক শেষে সংগঠনের উদ্যোগে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি রাকেশসিং পরিহার বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে গত ২৫ বছরে রাজ্য থেকে ব্যাপক হারে গরু বাংলাদেশে পাচার হয়েছে। এই সরকারের সময় গরু পাচার কমেছে। তবে এখনও তা শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার দাবিতে তারা কাজ করছেন। এই পাচারকে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে হবে। এজন্য তাঁরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেবের সঙ্গে দেখা করে এ-বিষয়ে আরও কঠোর হওয়ার দাবি জানাবেন।

সেই-সঙ্গে তিনি আরও জানান রাজ্যের মানুষ যাতে গো-পালনের মধ্য দিয়ে তাঁদের জীবনযাপনের মান উন্নত করতে পারেন এর জন্য আহ্বান জানাবেন তাঁরা। রাজ্যের গরুগুলির শরীরে ম্যাক্রচিপ দিয়ে মোবাইলের মাধ্যমে খুব সহজে গরুর গতিবিধির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখা সম্ভব। এতে রাজ্যে গরু পাচার

ছয়ের পাতায় দেখুন

রাজ্যে ফিরে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন নবনির্বাচিত সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন ।। লোকসভায় সাংসদ হিসেবে শপথ নিয়ে রাজ্যে ফিরে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেলেন প্রতিমা ভৌমিক। বিজেপি প্রদেশ মহিলা মোর্চা আজ তাঁকে বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানানোর পর সুবিশাল র‍্যালী করে আগরতলায় নিয়ে আসে।

এদিন, এমবিবি বিমানবন্দরে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক ফুল, মালা এবং উলু ধ্বনি নিয়ে অভ্যর্থনা জানানোর পর হুড খোলা জীপে করে সুবিশাল র‍্যালির মাধ্যমে তাঁকে রাজধানীতে নিয়ে আশা হয়।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিনের লড়াকু সৈনিক একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে উঠে এসে বিপুল ভোটে সাংসদ হয়েছেন প্রতিমা ভৌমিক। মহিলা মোর্চার প্রদেশ সভানেত্রী পাপিয়া দত্তের কথায়, প্রতিটি নারীর কাছেই তিনি অনুপ্রেরণা। নিজের কর্মদক্ষতায় তিনি তৃণমূল স্তর থেকে শীর্ষ নেতৃত্বে পৌঁছেছেন।

উল্লেখ্য, বিজেপি মহিলা মোর্চার কর্মী থেকে পর্যায়ক্রমে তিনি মহিলা মোর্চার সভানেত্রী হন। এরপর তিনি বিজেপি রাজ্য কমিটির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্ব পান।

২০১৮ বিধানসভা নির্বাচনে ২০ বছরের পোড় খাওয়া মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বিধানসভার দলীয় টিকিট পেয়েছিলেন তিনি। বিধানসভা ভোটে জয়ী হতে না পারলেও সিপিএমের অভিজ্ঞ নেতার সাথে নির্বাচনে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করেছেন তিনি। অবশেষে লোকসভার টিকিট পেয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা আসনে সাংসদ নির্বাচিত হন প্রতিমা ভৌমিক। এদিন বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা পেয়ে আপ্লুত সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, মহিলা মোর্চার কারণেই তিনি সাংসদ হয়েছেন। রাজ্যে মহিলা মোর্চার নেত্রী ও কর্মীরা পাশে থাকলে কর্ম প্রেরণা আরও বেড়ে যায়। তাঁর দাবি, সাংসদ হিসেবে তিনি ত্রিপুরাকে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন। তাই, ত্রিপুরায় পিজি কলেজ স্থাপন, সোনামুড়া লজেস্টিক হাব, অ্যাডুকেশনেল হাব, মেডিকেল হাব সহ টাটা কোম্পানিকে এনে একটি আইটি হাব করার জন্য তিনি চেষ্টা চালাবেন বলেও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, রাজ্যে কৃষি, পর্যটন ক্ষেত্রে কিভাবে সমৃদ্ধি করা যায় তার জন্য তিনি বিশেষ উদ্যোগ নেবেন।

ইট সলিং রাস্তা বীরমোহনবাড়ি এলাকা যুক্ত হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মোহনপুর, ২২ জুন ।। দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম শাসনের পতন ঘটিয়ে নতুন বিজেপি-আইপিএফটি সরকারের রাজ্যে আগমন ঘটলেও জনজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কিছুটা স্থবিরতা লক্ষ্য করা গেছে। মোহনপুর মহকুমাস্থিত এডিসি এলাকার বড়কাঠাল বাজারের মূল সড়ক থেকে একটি ইট সলিং রাস্তা বীরমোহনবাড়ি এলাকায় গিয়ে যুক্ত হয়েছে। এই দুই এলাকার মানুষজনের যাতায়াতের রাস্তাটি মাঝখানে সোনাই নদীর উপর সরকারি অর্থের দ্বারা নির্মিত একটি স্টিলব্রীজ রয়েছে। গত দেড়মাস ধরে স্টিলব্রীজটি ভেঙে দু'ভাগ হয়ে থাকলেও দপ্তরের কর্মকর্তারা উদাসীনতার পরিচয় দিয়েছেন। ব্রীজটি ভেঙে থাকার কারণে বিরমোহন থেকে বড়কাঠাল এলাকার মানুষের যাতায়াত প্রায় বন্ধ হয়ে আছে বললেই চলে। এলাকার লোকজন এবং স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হয়ে নদীর জল ডিঙিয়েই আসা-যাওয়া করছে। বর্ষাকালে নদীর জল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় স্কুলপড়ুয়ার ছাত্রছাত্রীরা যে কোনও সময় দুর্ঘটনার শিকার হতে পারে। বীরমোহনবাড়ি এলাকার বাসিন্দারা বাজারহাট থেকে শুরু করে স্কুলে যেতে গেলে বড়কাঠাল এলাকায় যেতে হয়। কোনও বিশেষ কারণে তৎক্ষণাত কোন ব্যবস্থা নিতে গেলে মোহনপুর হয়ে বাড়তি ২৫ কিলোমিটার জায়গা ঘুরে আসতে হয়। তাতে জনগণের দুর্ভোগর সীমা অন্তহীন হয়ে পড়ে। স্থানীয় মানুষ দপ্তরের এহেন উদাসীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। অনতিবিলম্বে নতুন ব্রীজ স্থাপন করে রাস্তাটি চলাচলের উপযোগী করে তুলতে স্থানীয় জনগণ দাবি জানিয়েছে।

প্রয়াত সাংবাদিক স্বপন ও অনিমেষ স্মরণ প্রেস ক্লাবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন ।। শোকসন্তপ্ত এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ২০ শে জুন, বৃহস্পতিবার, বিকেলে আগরতলা প্রেসক্লাবে প্রয়াত সাংবাদিক সুবল কুমার দের পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত এই শোকসভায় বরিষ্ঠ সদস্য স্রোতরঞ্জন খীসা, ক্লাব সচিব প্রনব সরকার, সাংবাদিক অভিষেক দে, সরযূ চক্রবর্তী, সুপ্রভাত দেবনাথষ নভেন্দু ভট্টাচার্য প্রমুখ তাঁদের স্মৃতিচারন করে বক্তৃতা রাখেন। শুরুতে তাদের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ অর্পণ ও দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এদিকে, প্রয়াত সাংবাদিক মিলন দে সরকার ও সত্যেন্দ্র চক্রবর্তীর স্মৃতিতে অনুষ্ঠেয় শোকসভা অনিবার্য কারণে ২৩ জুনের পরিবর্তে ২৭ জুন, বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় আগরতাল প্রেসক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে। ক্লাবের সকল সদস্য / সদস্যাদের এতে উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। এক বিবৃতিতে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সম্পাদক প্রণব সরকার এই সংবাদ জানান।

সরকারের কাছে আবেদনের মধ্য দিয়ে দাবি আদায়ের চেষ্টা করবেন টেট শিক্ষকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন ।। নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনকে অবলম্বন করে এগোচ্ছেন ত্রিপুরা টেট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ। আজ শনিবার সন্ধ্যায় আগরতলা প্রেস ক্লাবে এক প্রেসমিট ডেকে সংগঠনের সম্পাদক অজয় পাল বলেন, ২০১৬ সালে টিচার এলিজিবিটি টেস্ট (টেট)-এর মধ্য দিয়ে রাজ্যের ৪৭১ জন প্রথম বারের মতো শিক্ষকতার চাকরি পেয়েছিলেন।

এর পর ধাপে ধাপে রাজ্যে টেট শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার সম্পূর্ণ নিয়ম বহির্ভূতভাবে তাঁদের অনিয়মিত বেতনে চাকরি প্রদান করে। এর পর রাজ্যে বিজেপি এবং আইপিএফটি জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। বিজেপি তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ভিজন ডকুমেন্টে উল্লেখ করেছিল যে তারা ক্ষমতায় এলে টেট শিক্ষকদের চাকরি নিয়মিত করবে। সেই মতো তারা সরকারের কাছে গিয়ে দাবি জানিয়েছিলেন। অথচ নতুন সরকারের দেড় বছর হয়ে গেলেও তাদের নিয়মিত করা হচ্ছে না। এর কারণ হিসেবে নতুন সরকার বলছেস পুরাতন সরকার ১২ হাজার কোটি টাকা ঋণ রেখে গিয়েছে। তবে তারা আশাবাদী এই সরকার তাঁদের সমস্যা সমাধানে উদ্যোগী হবে।

সরকার যাতে দ্রুত তাঁদের সমস্যা সামাধান করে এর জন্য তাঁরা সারা রাজ্য থেকে টেট শিক্ষকদের স্বাক্ষর সংগ্রহ করে তা শিক্ষা দফতরে পাঠাবেন। পরবর্তী পর্যায়ে তাঁরা রাজ্যের অর্থমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেববর্মা, এমন-কি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেবের সঙ্গেও দেখা করবেন।

তাঁদের বিশ্বাস, সরকার তাদের দাবী পুরণ করবে। তবে কবে পূরণ করবে এবং যদি পূরণ না করে তবে তাঁদের পরবর্তী আন্দোলন কর্মসূচি কী হবে তা অজয় পাল স্পষ্ট করে বলতে পারেননি। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ ও সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা পূর্বতন সরকারের সময় যে গতিতে আন্দোলন চালিয়ে ছিলেন এখন আন্দোলনের সেই ক্ষুরধার গতি নেই কেন সাংবাদিকদের তরফে এই প্রশ্ন করা হলে অজয় পাল বলেন, নতুন সরকারের উপর তাদের আস্থা আছে, তাই।

শপথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন ।। ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোসারী মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের নতুন কার্যকরী কমিটি শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় নেতাজি সুভাষ রোডের বাণিজ্য ভবনে। শনিবার নতুন কার্যকরী কমিটির সদস্যদের শপথবাক্য পাঠ করান অবসরপ্রাপ্ত জেলা দায়রা জজ রোহি দাস পাল। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রোহিদাস পাল বলেন, ত্রিপুরা হোলসেল গ্রোসারী মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন তাদের সংবিধান অনুযায়ী ব্যবসায়ী ও ভোক্তা সকলের স্বার্থেই কাজ করে যাবেন।

বাঁকুড়ায় প্রহরীবিহীন লেভেল ক্রসিং এ আটকে থাকা বাসে মাল গাড়ির ধাক্কা, অবরোধ ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের

বাঁকুড়া, ২২ জুন (হি.স.) : শুক্রবার রাতে এক ভয়ঙ্কর রেল দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পেল বর যাত্রী বোঝাই বাসের যাত্রীরা রক্ষা পেলেও একটি কয়লা বোঝাই মাল গাড়ির ধাক্কায় রক্ষী বিহীন লেভেল ক্রসিংয়ে আটকে পড়া বাসটি চুর মার হয়ে যায় । ঘটনাটি ঘটার পর এই বাসের বর যাত্রীরা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিচ্ছেন।

অন্যদিকে ঘটনার পর গ্রামবাসীরা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে রেললাইন অবরোধ করে বেশ কয়েকটি খালি মালগাড়ি আটকে রাখেন। ঘটনাটি ঘটে শুক্রবার রাত ১১ টা নাগাদ গঙ্গাজলঘাটি থানার বড় বাইদ গ্রামে। রাণীগঞ্জ থেকে ডিভিসির মেজিয়া তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প পর্যন্ত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য কয়লা পরিবহনের রেলপথ রয়েছে। ভারতীয় রেলের সংস্থা রাইটস(ট্রজ্জ্বক্ষ্ছ) এই রেলপথ তৈরি করে।রাণীগঞ্জ থেকে মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্প পর্যন্ত রেল লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ ও দেখভাল করে ডিভিসির এমটিপিএস কর্তৃপক্ষ। স্থানীয় সূত্রে প্রকাশ , শুক্রবার বড় বাইদ গ্রামের গনেশ মন্ডলের মেয়ের বিয়ে ছিল বড়জোড়ার কোচকুন্ডা গ্রামে। সেই উপলক্ষে রাত সাড়ে দশটা নাগাদ কোচকুন্ডা থেকে বর যাত্রী নিয়ে একটি বাস আসে। সেই সময় ঝমঝমিয়ে বৃষ্টিও নামে। গ্রামে ঢোকার মুখেই লেভেল ক্রসিং। চালক বাসটিকে লাইন পার করে বর যাত্রীদের নামিয়ে বাস ঘুরিয়ে ফের লাইনের অন্য পাশে রাখতে যাওয়ার সময় লেভেল ক্রসিং এর মাঝ বরাবর বাসটির সামনের চাকা কাদা মাটিতে ঢুকে যায়। শত চেষ্টা করেও বাসটিকে কাদা থেকে তুলতে পারেননি। এই গ্রামের বাসিন্দা তৃণমূলের গঙ্গাজলঘাটি পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি নিমাই মাজি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেই প্রথমে মেজিয়া বিদ্যুৎ প্রকল্পের কর্তৃপক্ষকে ফোন করে ঘটনার কথা জানান। তারপর ওখান থেকে দেড় কি মি দূরে ৬০ নম্বর জাতীয় সড়কের দুর্লভপুর লক গেটের লেভেল ক্রসিংয়ের কেবিন ম্যানকে খবর দেন।

নিমাই বাবুর অভিযোগ, ''আমি কেবিন ম্যানকে বারবার অনুরোধ করি। যাতে বিদ্যুৎ প্রকল্পের ভিতরের কোনও খালি ওয়াগেন না বের হয় এবং রানীগঞ্জ দিক থেকে কোনও কয়লা বোঝাই মালগাড়ি না আসে। নিমাইবাবু বলেন, এছাড়াও গ্রামের পনেরো কুড়ি জন যুবককে ঘটনাস্থলের দুই দিকে ৫০০ মিটার তফাতে দাঁড় করিয়ে রাখা হয় যাতে ওয়াগান এলে তারা টর্চ জ্বালিয়ে চালককে সতর্ক করতে পারেন। রাত ১১ টা নাগাদ

ছয়ের পাতায় দেখুন

শিল্প ভবন কর্মচারী সংঘের ১ম দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ জুন ।। শনিবার শিল্প উদ্যোগ ভবনে ত্রিপুরা রাজ্য কর্মচারী সংঘের শিল্প ও বাণিজ্য বিভাগীয় কর্মীদের রাজ্য কমিটির ১ম দ্বিবার্ষিক ইউনিট সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সম্মেলনের শুভ শূচনা করেন ভারতীয় মজদুর সংঘের কেন্দ্রীয় অর্থ সচিব দিলীপ কুমার ভৌমিক। সম্মেলনে ইউনিটের সভাপতি রামচন্দ্র দেবনাথ সম্মেলনের উদ্দেশ্য তোলে ধরেন।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।